পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 131 Saturday, 12 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা ❋ ২৯ চৈত্র ১৪৩১, শনিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'বাংলাদেশের থেকেও খারাপ অবস্থা রাজ্যের', চাঁপদানী-আমতলার ঘটনা প্রসঙ্গে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ রাজ্যের বারবার পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন আগে জঙ্গিপুরে এমন ঘটনা ঘটেছে। এদিকে শুক্রবার সকালে হুগলির চাঁপদানীতে পুলিশের ওপর আক্রমণ করে এক গোষ্ঠী। দুপুরে আবার আমতলায় পুলিশ আক্রান্ত হয়। পরপর এমন ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ফের একবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ টানলেন। কটাক্ষ করলেন রাজ্য সরকার এবং পুলিশকেও। বাংলাদেশে হিংসার পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দুরা। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করতে ছাড়েননি। এবার বিজেপি বিধায়ক এক ধাপ এগিয়ে বললেন, ''পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বাংলাদেশের থেকেও খারাপ হয়ে গেছে!'' উদাহরণ হিসেবে টানলেন চাঁপদানী, আমতলার ঘটনাকে। ঠিক কী বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা? সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু দাবি করেন, ''দুপুর আড়াইটের পর থেকেই রাজ্যে বেশিরভাগ জায়গায় জঙ্গিপুর কায়দায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে হুগলি, আমতলা সব জায়গায় একই রকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন মানুষ। পুলিশও আক্রান্ত। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের ব্যর্থতা।'' শুভেন্দুর দাবি, বেছে বেছে হিন্দুদের ওপরই আক্রমণ করা হয়েছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় ভাঙচুর চালানো হয় পুলিশের গাড়িতে। কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহতও হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে এদিন এলাকায় মিছিল করছিল একটি গোষ্ঠী। নিরাপত্তা দেখভালের জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন পুলিশের কর্মীরাও। অভিযোগ, মিছিল থেকে আচমকা পুলিশের গাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়। শুভেন্দুর খোঁচা, ''ডায়মন্ড হারবার মডেল, যিনি ৭ লক্ষ ভোটে জিতেছেন, তাঁর এলাকায় পুলিশ আক্রান্ত।'' কাকে নিশানা করেছেন তিনি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত কয়েকদিনের মতো এদিনও ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে উত্তপ্ত হয় মুর্শিদাবাদ। তার জেরে বিভিন্ন রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক ট্রেন। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। ফলে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটাতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন রেল স্টেশনে আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। হুগলির চাঁপদানীতেও পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। উত্তেজনা থাকায় দুটি এলাকাতেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পর পর পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

কসবায় চাকরিহারারা হেনস্থা করেছেন, ছিল বহিরাগতরাও!

ভিডিও দেখিয়ে দাবি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ কসবার ডিআই অফিসে চাকরিহারাদের অভিযানে লাঠিচার্জের ঘটনায় ইতিমধ্যে একাধিক ভিডিও সামনে এনেছে পুলিশ। দাবি করা হয়েছে, তাঁদের ওপর হামলা হওয়ায় আত্মরক্ষার স্বার্থে তাঁরা 'সামান্য' বলপ্রয়োগ করেন। শুক্রবার ফের সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন কিছু ভিডিও দেখাল পুলিশ। দাবি করা হল, চাকরিহারাদের একাংশ পুলিশকেই হেনস্থা করেছেন এবং সেখানে কিছু বহিরাগতও ছিল। বুধবার চাকরির দাবিতে কসবার ডিআই অফিসে ভিড় জমান চাকরিহারারা। কিন্তু আগে থেকেই অফিসের গেটে তালা লাগানো ছিল। বাইরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা, ছিল ব্যারিকেডও। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, চাকরিহারারা সেই ব্যারিকেড সরিয়ে, গেট টপকানোর চেষ্টা করেন, তালাও ভাঙেন। এই সময়ে কোনও পুলিশ তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ করেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে চাকরিহারারা পুলিশের ওপরই আক্রমণ করা শুরু করেন। হেনস্থা করা হয় একাধিক অফিসারকে, তাঁদের মধ্যে মহিলা অফিসারও ছিলেন। তখনই পাল্টা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ভিডিও দেখান জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ রূপেশ কুমার। তা দেখিয়ে বলা হয়, বারংবার শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানোর জন্য আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের একাংশ ভাঙচুরের চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, পেট্রোল দিয়ে জ্বালানোর কথাও বলা হয়। গার্ডরেল, মেন গেট টপকানোর পরও পুলিশ চাকরিহারাদের ওপর বলপ্রয়োগ করেনি। কিন্তু ভিতরে ঢুকে তাঁরা ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন পুলিশকে হেনস্থা করে। সেই সময়ই বাধ্য হয় পুলিশ লাঠিচার্জ করতে, সেটাও আত্মরক্ষার স্বার্থে। পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ১৩ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া তাঁরা বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছেন যারা চাকরিহারা শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নন। অর্থাৎ বাইরের লোক ঢুকেছিলেন ওই জমায়েতে। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে কারও নাম বলতে চাননি কমিশনার। তাঁর বক্তব্য, তদন্ত চলছে। ঠিক সময়ে তাঁদের নাম প্রকাশ্যে আনা হবে এবং গ্রেফতারও করা হতে পারে। চাকরিহারারা যে ডিআই অফিস অভিযান করবেন তা পুলিশ আগে থেকেই জানত। তাহলে কি সেদিন পুলিশি নিরাপত্তায় কোনও ঘাটতি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পুলিশ কমিশনার বলেন, ''শিক্ষকদের কর্মসূচি ছিল। সেখানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে তা কেউই ভাবেনি। কারও মাথায় আসবে না যে শিক্ষকরা পুলিশের ওপর আক্রমণ করতে পারেন। তাই শিক্ষকদের কোনও কর্মসূচিতে যেমন ব্যবস্থা করা হয়, তেমনই হয়েছিল।'' যে সমস্ত পুলিশ আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনার এও বলেন, ''শিক্ষকরা পুলিশকে মারবেন এটাও মেনে নেওয়া যায় না। কেউ কিন্তু এই বিষয়টাও দেখছেন না যে কোন পুলিশ কর্মী কতটা আহত হয়েছেন। সেটাও দেখা উচিত।''

ওয়াকফ নিয়ে বৈঠক মমতার, জানালেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ ১৬ তারিখ নেতাজি ইন্ডোরে ওয়াকফ নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকছেন ইমামদের-মোয়াজ্জেন সহ বুদ্ধিজীবীরা। সেখানেই ওয়াকফ নিয়ে মমতা নিজের অবস্থান ফের একবার স্পষ্ট করতে চলেছেন। এদিন নেতাজি ইন্ডোরের সেই বৈঠকের কথা শোনা গেল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গলায়। একইসঙ্গে কোন পথে ওয়াকফ আন্দোলন এগোতে পারে, তা নিয়েও দিলেন স্পষ্ট বার্তা। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ বিল পাশের পর থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের মানুষ। ইতিমধ্যেই কলকাতার রামলীলা ময়দানে সভার আয়োজন করেছিল রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠন। সেখানে আবার হাজির ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে লাগাতার সুর চড়ান। সাফ বলেন, ''কেন্দ্রের এই আইনের বিরুদ্ধে আমরা একটা রেজোলিউশন লিখেছি। তাতে লেখা রয়েছে, ওয়াকফ আইন আমরা মানব না। পাশাপাশি, এর বিরোধিতায় ১ কোটি সই করে তা মোদির কাছেও পাঠাব।'' যদিও ফিরহাদ বলছেন, ''এখানে নয়, এই লড়াইটা সুপ্রিম কোর্টে লড়তে হবে।'' একইসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ আরও বলেন, ''বাংলায় আমাদের কোনও সমস্যা নেই। ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ চলবে। আমরা ভাগ্যবান যে মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে কোনও বিশৃঙ্খলার জায়গা নেই। বাংলা সব ধর্মের তীর্থস্থান।''

কারা যোগ্য ২১ তারিখ জানাবে সরকার, বললেন শিক্ষকরা

যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা আমাদের কাছে আছে ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ মিটিংয়ে কী হয় সেদিকে নজর ছিল গোটা রাজ্যের। একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন চাকরিহারারা। ছিলেন ১৩ প্রতিনিধি। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আমাদের আছে। এসএসসি-র ওয়েবসাইটে সেই তালিকা আপলোড করতেও কোনও সমস্যা নেই। শুধু দরকার আইনি পরামর্শের। সাংবাদিকদের মুখোমুখি ব্রাত্য বললেন, ''ওরা যেগুলো বলেছেন তার সঙ্গে আমাদের কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। ওদের দাবি খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু সরাসরি নির্দেশ রয়েছে তাই আইনি পরামর্শ বা কবচ ছাড়া কোনও কাজই করতে পারব না। আমরা আইনি পরামর্শ নেব।'' অন্যদিকে, মিটিং শেষে চাকরিহারাদের প্রতিনিধিরা জানান, যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তাঁদের এও জানানো হয়েছে আইনি পরামর্শের পর সব সদর্থক থাকলে রবিবার অর্থাৎ ২০ এপ্রিলের মধ্যে সেই তালিকা তৈরি করে ফেলা হবে। সোমবার ২১ তারিখ তা প্রকাশ করা হতে পারে। ব্রাত্য বলছেন, ''আমি গতকালও বলেছিলাম এসএসএসির কাছে এই তথ্য আছে সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সেটা এসএসসি তিনবার হলফনামা দিয়ে আদালতে জানিয়েছে। অর্থাৎ, যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আমাদের আছে।'' ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশের মতে এদিন শুরু থেকেই বারবার ধোঁয়াশা কাটানোরই চেষ্টা করেন। সে কারণেই ব্রাত্য বারবার বলেন, ''ওরা চাইছেন এসএসসি যেন সেই তালিকা ওয়েবসাইটে তুলে দেয়। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'' এমনকী তিনি এসএসসি কর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন বলেও জানান। বলেন, ''এসএসসি-র চেয়ারম্যান এখানে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছি। সিবিআই থেকে প্রাপ্ত যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা ওয়েবসাইটে তাঁরা তুলে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই যদি এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক আইনি পরামর্শ আমরা পাই।'' বৈঠকের পর ওই চাকরিহারা প্রার্থীদের প্রতিনিধি দলের তরফে সাংবাদিকদের বলা হয়, তাঁদের যা যা বক্তব্য ছিল তার সবগুলোই তাঁরা বৈঠকে বলার সুযোগ পেয়েছেন। সরকারের তরফে সেই সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী ও এসএসসি চেয়ারম্যান তাঁদের পরিষ্কার জানিয়েছেন, ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ তাঁদের কাছে নেই। তাই তাঁরা তা প্রকাশ করতে পারবেন না। তবে সিবিআই কিছু মিরর ইমেজ উদ্ধার করতে পেরেছে। আইনি পরামর্শ নিয়ে এবং আদালত অনুমতি দিলে তাঁরা সেটি প্রকাশ করতে পারবেন। চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে আরও একটি বড় উৎকণ্ঠার বিষয় হল, তাঁরা বেতন পাবেন কিনা! এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা বলেন, ''সরকার যে কোনও স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে এমন নয়। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ রয়েছে। তবে স্যালারি পোর্টাল খুলে গিয়েছে। এটা ইতিবাচক। সরকার জানিয়েছে, এ বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হবে।'' চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি মহম্মদ মেহবুব বলেন, ''আমরা আশা করছি বেতন পাওয়া যাবে।'' তিনি আরও বলেন, ''সরকারের সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা যে খুব আশ্বস্ত তা বলা যাবে না। তবে আংশিক আশ্বস্থ তো বটেই।'' কারণ, তাঁদের দাবি দাওয়াগুলি শিক্ষা মন্ত্রী ও এসএসসি চেয়ারম্যান ধৈর্য্য ধরে শুনেছেন।

গরমের ছুটি ঘোষণা হলেও শেষ কবে, জানাল না পর্ষদ! বিভ্রান্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ গত ৩ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শুরু হবে। এদিন এ ব্যাপারে পর্ষদের তরফে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সরকারি নির্দেশিকায় গরমের ছুটি শুরুর কথা জানানো হলেও কবে এই ছুটি শেষ হবে তা জানানো হয়নি। যা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। একই সঙ্গে গোটা ঘটনার নেপথ্যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রয়াসও দেখছেন শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন। প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'-এর রাজ্য সম্পাদক চন্দন মাইতির বক্তব্য, গরমের ছুটি পড়ার তারিখ জানালে কবে গরম কমবে বা কবে থেকে স্কুল খুলবে সেটাও তো জানানো দরকার। কিন্তু কোথায় কী! বিজ্ঞপ্তিতে তো কবে থেকে স্কুল খুলবে তার কোনও উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকায় বেসরকারি স্কুলের নামও নেই। এর থেকেই তো পরিষ্কার, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের তরফে পর্ষদকে চিঠিও লেখা হয়েছে। তাতে পর্ষদের ছুটির নোটিসের তীব্র সমালোচনা করে লেখা হয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ছুটির তালিকায় গরমের জন্য মাত্র ১১ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ পরিকল্পিতভাবে প্রতিবারই সেই ছুটিকে দেড় থেকে দু'মাসে টানা হয়। এর ফলে আদতে সরকারি স্কুলগুলির পঠন পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা দফতরের সূচি জানিয়েছিল, এ বছর গরমের ছুটি ১২ মে থেকে শুরু হয়ে ২৩ মে পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ, মাত্র ১১ দিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে এত কম সময়ের ছুটি যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষকরা। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ওই ছুটির মেয়াদ আরও ১৩ দিন এগিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কালবৈশাখীর দাপটে ইতিমধ্যে গরম বেশ কিছুটা কমেছে। চন্দনবাবু বলেন, ''উত্তরবঙ্গে তো এখনও গরমই পড়েনি। এভাবে সময়ের আগে থেকে স্কুল ছুটি দিয়ে দিলে মে, জুন মাসে কী হবে? সেপ্টেম্বরে উচ্চ মাধ্যমিকের সেমিস্টার রয়েছে, তার কী হবে? দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকলে সিলেবাস কীভাবে শেষ হবে?'' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই। চন্দনবাবু বলেন, ''এমনিতেই বহু স্কুলে শিক্ষক নেই। তার ওপর নতুন করে চাকরিহারা হয়েছেন হাজার হাজার শিক্ষক। স্কুলের পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই কি আগাম স্কুলের গরমের ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হল?'' এ ব্যাপারে সরাসরি পর্ষদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে পর্ষদের একটি সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ৩ এপ্রিল যখন গরমের ছুটির কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন রাজ্যজুড়ে তীব্র গরম ছিল। এই মুহূর্তে কালবৈশাখীর জন্য গরম কিছুটা কমলেও আবহাওয়া দফতরও জানিয়েছে, শীঘ্রই রাজ্য জুড়ে তাপদাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি ঘোষণার মধ্যে কোনও ভুল দেখছেন না পর্ষদের কর্তারা। পর্ষদের এক আধিকারিকের কথায়, গরমের ছুটি কবে শেষ হচ্ছে, বিজ্ঞপ্তিতে সেটিও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কী কারণে তা বাদ গেল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে শিক্ষকদের বড় অংশ গরমের ছুটির সময় বাড়ানোর বদলে স্কুলের সময় বদলের পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, সকাল সকাল ক্লাস শুরু হলে গরমের কষ্টও কমবে, আবার পড়াশোনাতেও বাধা হবে না। কারণ টানা এক-দেড় মাস স্কুল বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষত, যারা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, তারা স্কুলেই মূলত পড়াশোনা শেখে। দীর্ঘ বিরতির পর স্কুল খুললে দেখা যায়, অনেক ছাত্র আগের শেখা বিষয় ভুলে গেছে। এছাড়া, দীর্ঘ ছুটির আর একটি বড় সমস্যা হল মিড-ডে মিল প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া।

বিল বকেয়া থাকলেও আটকানো যাবে না মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ বিল বকেয়া রাখার অজুহাতে কোনও রোগীর মৃতদেহ আটকে রাখা হলে কড়া পদক্ষেপ করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সূত্রের খবর, রোগী ও তাদের পরিজনদের হয়রানি কমাতে এ ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য। এই সংক্রান্ত বিষয়ে নয়া নির্দেশিকা প্রকাশ করার বিষয়েও আলোচনা শুরু করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। স্বাস্থ্য কমিশনের সচিব আর্শাদ ওয়ারসি বলেন, ''মাঝেমধ্যেই বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে। একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই, মৃতদেহ আটকে রাখার ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত সহ্য করা হবে না।'' রাজ্যের একাংশ বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিল না মেটানোয় মৃতদেহ বা রোগীকে আটকে রাখার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। স্বাস্থ্য দফতরের তৎপরতার নেপথ্যে রয়েছে এরকমই একটি গুরুতর অভিযোগ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, হাওড়ার সাঁকরাইলের একটি হাসপাতালে বিল মেটাতে না পারার কারণে একজন রোগীকে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও প্রায় ৪৩ দিন আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই রোগীর পরিজনেরা। এরপরই ঘটনার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্য দফতর। ওই প্রসঙ্গ টেনেই স্বাস্থ্য কমিশনেকর চেয়ারম্যান বলেন, ''এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেটা যেমন বলা হচ্ছে তেমনই এ ব্যাপারে নয়া আইনের বিষয়েও আলোচনা করা হচ্ছে।'' কিন্তু রাজ্যে এ ব্যাপারে নয়া আইন আনলে তাতে তো অনেক রোগীর পরিবার আইনের সুযোগ নিয়ে বিল না মেটাতে পারে? স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা বলেন, ''তেমন সম্ভাবনা বা প্রবণতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেজন্য নয়া বিধিতে এই বিষয়টির দিকেও নজর থাকবে।''

পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পাবেন কি? ১৭ এপ্রিল জানাবে আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসির ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পথে নেমেছেন প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা। এমন পরিস্থিতিতে শুক্রবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি হল না সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে। আদালত সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির মামলা থেকে ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে সিবিআইয়ের মামলায় এখনও জামিন পাননি তিনি। ওই মামলায় জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক অনুপস্থিত থাকায় পার্থর জামিন মামলার শুনানি হয়নি। আগামী ১৭ এপ্রিল ওই মামলার শুনানি হবে। সেদিনই পার্থর জামিনের আর্জি নিয়ে চূড়ান্ত মত জানাতে পারে আদালত। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই নাকতলার বাড়ি থেকে পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তখন থেকেই জেলবন্দি পার্থ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, পলাশীপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ-সহ অন্যরা প্রায় সকলেই জামিনে মুক্ত। এরই মধ্যে পার্থর বিপদ বাড়িয়ে নিয়োগ মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছেন তাঁরই জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। সম্প্রতি আদালতে তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছিল। সূত্রের খবর সেখানেই কোটি কোটি টাকার হিসেব দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামাই। অর্থাৎ, নিয়োগ মামলায় আরও বিপাকে পার্থ। এরই মধ্যে সুপ্রিম নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিয়োগ মামলায় অন্যদের মতো পার্থও জামিন পান কিনা, তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নতুন ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। এই আইনের বিরোধিতায় বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানীয় জনগণ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, যার ফলে রাজ্যের যানবাহন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার সব বাস পরিষেবা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া, রেল চলাচলেও বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে। বারহাওয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, আজিমগঞ্জ-মালদা প্যাসেঞ্জার, আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার এবং কামাক্ষ্যা-পুরী এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেন আটকে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেল কর্তৃপক্ষ রাজ্য পুলিশের কাছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জোরদার করার আবেদন জানিয়েছে। প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, যাকে অনেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে বলে মনে করছেন। উত্তরবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করে এবং রেললাইনে ধর্না দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। মালদায় বিক্ষোভকারীদের একটি বড় অংশ রেললাইনের উপর বসে পড়ায় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীরা ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সরকারের বর্ধিত নিয়ন্ত্রণ এবং এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অনেকে এই আইনকে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। এক বিক্ষোভকারী বলেন, ''এই আইন আমাদের সম্প্রদায়ের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কথা বলতে চাই। তবে, প্রতিবাদের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।'' রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাস টার্মিনালগুলিতে যাত্রীরা আটকে পড়েছেন। উত্তরবঙ্গগামী বাসগুলি স্থগিত থাকায় অনেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন না। একইভাবে, ট্রেন আটকে থাকায় হাজার হাজার যাত্রী স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু করা সম্ভব হবে না। রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, ''আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। জনগণের নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় রাখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'' তবে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই আইনের বিরুদ্ধে আগেও সরব হয়েছে এবং রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি পরিস্থিতির জন্য একে অপরকে দায়ী করছে। বর্তমানে, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে অযথা ভিড় না করার এবং শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা নির্ভর করছে আগামী কয়েক ঘণ্টার ঘটনাপ্রবাহের উপর।

ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির সুবিধা বাতিল থিঙ্ক ট্যাংক বলছে-এটা চুক্তি লঙ্ঘন

নয়াদিল্লি(বিশ্বসংসবাদসংস্থা)ঃ ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করেছে ভারত। এর ফলে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে স্থলপথে বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে যাওয়ার সুযোগ আপাতত বাতিল হলো।গত মঙ্গলবার ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস এই সুবিধা বাতিল করে আদেশ জারি করেছে। এর পাশাপাশি ২০২০ সালের ২৯ জুন দেওয়া এ-সংক্রান্ত আদেশও বাতিল করা হয়।ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।ভারতের ওই আদেশে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ওই আদেশ অনুসারে ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রপ্তানিতে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে ভারতের একটি শুল্ক স্টেশন ব্যবহার করে অন্য কোনো বন্দর বা বিমানবন্দর ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে। এখন সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস এই সুবিধা বাতিল করল।এ আদেশে আরও বলা হয়েছে, যেসব পণ্যবোঝাই যানবাহন ইতিমধ্যে ভারতের ভূখণ্ডে আছে, সেগুলো দ্রুত ভারতের ভূখণ্ড ত্যাগ করতে পারবে।বর্তমানে স্থলপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে পণ্য যায়। এখানে ট্রান্সশিপমেন্ট হলো, বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে রপ্তানির সময় ভারতের ভূখণ্ড পাড়ি দিতে হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত পণ্যের যানবাহন (ট্রাক, টেইলর) পরিবর্তন করা হয়। এটিই ট্রান্সশিপমেন্ট। ভারত এখন এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করল।এদিকে, নয়াদিল্লিভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাংক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রধান অজয় শ্রীবাস্তব জানান, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ১৯৯৪ সালের সাধারণ শুল্ক ও বাণিজ্য চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী স্থলবেষ্টিত দেশগুলোতে পণ্যের অবাধ ট্রানজিটের সুযোগ নিশ্চিত করতে বাধ্য সব সদস্য রাষ্ট্র।যেহেতু নেপাল ও ভুটানে পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, তাই বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করাটা এই চুক্তির লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করেন শ্রীবাস্তব।

ভারত এখন উন্নয়ন ও ঐতিহ্যকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ১১ এপ্রিলঃভারত এখন উন্নয়ন ও ঐতিহ্যকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন ভারত উন্নয়ন ও ঐতিহ্য উভয়কেই একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের কাশী সেরা মডেল হয়ে উঠছে। এখানে গঙ্গার প্রবাহ এবং ভারতের চেতনার প্রবাহও রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতের আত্মা নিজস্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত এবং কাশী হল এর সবচেয়ে সুন্দর চিত্র। কাশীর প্রতিটি এলাকায় এক ভিন্ন সংস্কৃতি দেখা যায়, প্রতিটি রাস্তায় ভারতের এক ভিন্ন রঙ দেখা যায়। আমি আনন্দিত যে কাশী-তামিল সঙ্গমের মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐক্যের এই বন্ধন ক্রমাগত আরও দৃঢ় হচ্ছে।অন্যদিকে কাশী এখন পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রের কেন্দ্রে। দাবি করলেন বারাণসীর সাংসদ তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গত ১০ বছরে, বারাণসীর উন্নয়ন এক নতুন গতি পেয়েছে, কাশী এখন পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অনেক পরিকাঠামো প্রকল্প, প্রতিটি পরিবারে 'পাইপের মাধ্যমে জল' প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ক্রীড়া সুবিধা সম্প্রসারণ এবং প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি যুবকের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সংকল্প আজ উদ্বোধন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ। ১০ বছরে, দুধ উৎপাদন প্রায় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাফল্য দেশের কোটি কোটি কৃষকের, দেশের পশুপালক ভাইদের। এই সাফল্য একদিনে অর্জিত হয়নি গত ১০ বছর ধরে আমরা দেশের সমগ্র দুগ্ধ ক্ষেত্রকে মিশন মোডে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা পশুপালকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদান করেছি, তাদের ঋণের সীমা বৃদ্ধি করেছি, ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমরা ১০-১১ বছর আগে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে চিকিসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও জানি। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, আমার কাশী এখন স্বাস্থ্যের রাজধানীতেও পরিণত হচ্ছে। এখন দিল্লি এবং মুম্বইয়ের বড় বড় হাসপাতালগুলি আপনার বাড়ির কাছে চলে এসেছে। এটাই উন্নয়ন, যেখানে মানুষের কাছে সুযোগ-সুবিধা আসে।

ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বিহার ও উত্তর প্রদেশে ৫৮ জনের মৃত্যু, শোকাহত যোগী

পাটনা ও লখনউ, ১১ এপ্রিল ঃ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৫৮ জন। বিহারের নালন্দাতেই সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে, সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন ২২ জন। বিহারে বজ্রপাত, গাছ উপড়ে পড়া এবং দেওয়াল ধসে মোট ৩৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। ভোজপুরে পাঁচজন এবং গয়া জেলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পাটনা, গোপালগঞ্জ, মুঙ্গের, সমস্তিপুর, জেহানাবাদ, মুজাফফরপুর, আরারিয়া এবং বেগুসরাই-সহ আরও বেশ কয়েকটি জেলায় হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। উত্তর প্রদেশে ২২ জনের মৃত্যু, শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী ।বিহারের প্রতিবেশী রাজ্য উত্তর প্রদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতজনিত ঘটনায় কমপক্ষে ২২ জন মারা গিয়েছেন। ত্রাণ কমিশনারের কার্যালয়ের তথ্য অনুসারে, প্রবল বাতাসের কারণে দেওয়াল অথবা ছাদ ভেঙে ও বজ্রপাতে ১৩ জন মারা গিয়েছেন এবং অনেকেই আহত হয়েছেন। কানপুর দেহাত, ফতেহপুর, ফিরোজাবাদ, কনৌজ, সন্ত কবির নগর, সীতাপুর, সিদ্ধার্থনগর, আজমগড়, আমেঠি, বারাবাঁকি এবং বালিয়া-সহ রাজ্যের ৩৬টি জেলার মধ্যে ১১টিতেই হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। তিনি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের কারণে জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৮ দিনের এনআইএ হেফাজতে তাহাউর, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ বিমান থেকে নামা মাত্রই ২৬১১ মুম্বই হামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে গ্রেফতার করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এরপর বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রানাকে হাজির করানো হয় দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের বিশেষ এনআইএ আদালতে। রানাকে ২০ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল এনআইএ, কিন্তু বিচারক রানাকে ১৮ দিনের জন্য এনআইএ-এর হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।আদালতে এনআইএ জানায়, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটাতে রানা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিল। অন্য ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে শলা পরামর্শও করেছিল। ২৬১১ মুম্বই হামলার অভিযুক্ত তাহাউর রানা সম্পর্কে দিল্লি রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রানার জন্য নিযুক্ত আইনজীবী পীযূষ সচদেব বলেন, এনআইএ ২০ দিনের হেফাজতের আবেদন করেছিল, কিন্তু আদালত তদন্তের জন্য ১৮ দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছে।তাহাউর এখন এনআইএ হেফাজতে রয়েছে, আর তাই দিল্লিতে এনআইএ সদর দফতরের বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। ২০০৮ সালের ভয়াবহ হামলার নেপথ্যে ষ।যন্ত্র নিয়েই রানাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে এনআইএ।

প্রবীণ নেতা সুরানন্দ রাজশেখরন প্রয়াত, কংগ্রেস শিবিরে শোকের আবহ

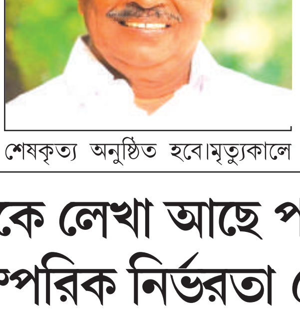

কোচি, ১১ এপ্রিল ঃপ্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (কেপিসিসি) রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ডঃ সুরানন্দ রাজশেখরন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। আজ সন্ধ্যায় কোল্লাম জেলার চাথান্নুরে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।মৃত্যুকালে ডঃ সুরানন্দ রাজশেখরনের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সহযোগী সংগঠনগুলিতে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। রাজ্য সহ-সভাপতি এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন ডঃ সুরানন্দ রাজশেখরন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (কেপিসিসি) রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ডঃ সুরানন্দ রাজশেখরন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি খবর সূত্রে।

জৈনবাদের ফলকে লেখা আছে পরস্পরোপগ্রাহো জীবনম, যার অর্থ সব জীবনে পারস্পরিক নির্ভরতা দেয় গভীর পরিবেশগত বিশ্ব চেতনা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারত শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করছে মহাবীর জয়ন্তী। জৈনদের ২৪তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের জন্মদিনটি গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং প্রগাঢ় শান্তি অনুরণিত করে। উৎসবের থেকে বেশি, এটি সহমর্মিতা, আত্মসংযম এবং সত্যে নিবেদিত এক জীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। দ্বন্দ্বএবং কোলাহলপূর্ণ বিশ্বে ভগবান মহাবীরের অহিংসা, সত্য এবং আত্মজাগরণের চিরায়ত বাণী এখন আরও বেশি মানবিক এবং সম্প্রীতির অবস্থানের লক্ষ্যে উজ্জ্বল পথ দেখাচ্ছে অগণিত মানুষকে। এবছর মহাবীর জয়ন্তীর ভাবনাটি জোরালো ভাবে উঠে এসেছে ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা নভকার মহামন্ত্র দিবসের উদ্বোধনে।নভকার মন্ত্র শুধুমাত্র একটি মন্ত্র নয়, বরং এটি আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং জীবনের সারমর্মনভকার মন্ত্র , প্রাণশক্তি, স্থৈর্য এবং আলোর ছন্দোময় প্রবাহ।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে তাঁর নিজের শিকড়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে জৈন আচার্যরা খুব ছোট বয়স থেকে তাঁর ধারণাকে গড়ে তুলে ছিলেন। এই ব্যক্তিগত যোগাযোগটি তাঁর বার্তায় ফুটে উঠেছে যে, জৈনবাদ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নয়, বরং গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, এমন এক ভারতে যে ভারত বেড়ে উঠতে চায় কিন্তু তার শিকারে সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ না হারিয়ে।এই প্রাসঙ্গিকতা খচিত আছে আধুনিক ভারতের স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক নক্সায়। সে নতুন সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে সাম্মেদ শিখর হোক বা বিদেশ থেকে প্রাচীন তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলি ফেরানোই হোক। এগুলি শুধুমাত্র স্মৃতি ভারের শিল্পবস্তু নয়, এরা ভারতের আধ্যাত্মিক চলমানতার জীবন্ত প্রতীক।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জলবায়ু পরিবর্তনকে আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সঙ্কট বলে বর্ণনা করে বলেন, এর সমাধান আছে সুস্থায়ী জীবনযাপনে, যা জৈন সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অভ্যাস করে এসেছে। জৈন সম্প্রদায় সারল্য, সংযম এবং সুস্থায়িত্বের নীতি মেনে জীবনযাপন করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী । ভগবান মহাবীরের সময়ের শিক্ষাগুলি সুন্দরভাবে মিশেছে মিশন লাইফ (পরিবেশের জন্য জীবনশৈলী)-এর সঙ্গে, সুস্থায়ী জীবনের জন্য দেশের আহ্বান।ভারতীয় এবং জৈন প্রথায় নয়ের শক্তির প্রতি কাব্যিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নভকার মন্ত্রের ৯টি সংকল্পের কথা বলেন যার প্রতিটি জ্ঞান, কার্য, সম্প্রীতি এবং শিকড় না ভুলে অগ্রগতির প্রতি দায়বদ্ধতাকে বোঝায়। তিনি বলেন, কীভাবে একটি মন্ত্র ৯বার বললে বা এর গুণিতকে যেমন ২৭, ৫৪ অথবা ১০৮ বার পড়লে আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা এবং বৌদ্ধিক স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়।প্রথম সংকল্পঃ জল সংরক্ষণ - প্রতিটি জলের ফোঁটাকে মূল্যদান এবং সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর।দ্বিতীয় সংকল্পঃ মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ - সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ১০০ কোটির বেশি বৃক্ষ রোপণ এবং প্রত্যেককে তাদের মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ এবং তাঁর আশীর্বাদের মতো লালন-পালন করার আহ্বান।তৃতীয় সংকল্পঃ পরিচ্ছন্নতা মিশন - প্রতিটি রাস্তায়, পাড়ায় এবং শহরে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝা এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।চতুর্থ সংকল্পঃ ভোকাল ফর লোকাল - স্থানীয় স্তরে তৈরি পণ্যের প্রসার, তাদের আন্তর্জাতিক করে তোলা এবং ভারতের মাটির গন্ধ মেশা পণ্যকে সমর্থন।পঞ্চম সংকল্প ঃ ভারতকে আবিষ্কার করুন - বিদেশে যাওয়ার আগে ভারতের বৈচিত্র্যময় রাজ্যগুলি, সংস্কৃতি এবং অঞ্চলগুলি আবিষ্কার করা, দেশের প্রত্যেকটি কোণের অনন্যতা এবং মূল্যের ওপর জোর।ষষ্ঠ সংকল্পঃ প্রাকৃতিক চাষের ব্যবহার - জৈন নীতি একটি জীবন্ত প্রাণীর উচিত নয় অন্যের ক্ষতি করা এবং ধরিত্রী মাকে রাসায়নিক থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষকদের সহায়তা এবং প্রাকৃতিক চাষের প্রসার।সপ্তম সংকল্প ঃস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা - মিলেট (শ্রী অন্ন) সহ ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা, ১০ শতাংশ তেলের ব্যবহার কমানো এবং অভ্যাসের পরিবর্তন ও সংযমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা।অষ্টম সংকল্প ঃযোগা এবং ক্রীড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা - যোগা এবং ক্রীড়াকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে তোলা সে বাড়িতে হোক বা কাজের জায়গায়, স্কুলে অথবা পার্কে দৈহিক স্বাস্থ্য ।

বারাণসীকে ৩,৮৮৪.১৮ কোটির উপহার মোদীর, প্রবীণদের দিলেন আয়ুষ্মান কার্ড

বারাণসী, ১১ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ৩,৮৮৪.১৮ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের চেক এবং আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী-আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন উত্তর প্রদেশ সরকারের ৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এটি প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বারাণসী সফর। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩৮৮৪.১৮ কোটি টাকা মূল্যের ৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭০ বছরের বেশি বয়সী তিনজন বয়স্ক ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান কার্ড, তিনটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) শংসাপত্র প্রদান করেন এবং বনাস ডেয়ারি (আমুল)-র সাথে যুক্ত রাজ্যের দুগ্ধ চাষীদের ১০৬ কোটি টাকার বোনাসও হস্তান্তর করেন।

গোল্ড কাপ ২০২৫ এর ড্র ঘোষণাঃ১৪ জুন ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হবে

ক্যালিফোনিয়া, ১১ এপ্রিল ঃ টুর্নামেন্টটি ১৪ জুন ক্যালিফোর্নিয়ার ইঙ্গলউডে শুরু হবে এবং ফাইনাল ৬ জুলাই হিউস্টনে অনুষ্ঠিত হবে।২০২৫ কনকাকাফ গোল্ড কাপের গ্রুপ ডি-তে আমেরিকা হাইতি, সৌদি আরব এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মুখোমুখি হবে । বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকো গ্রুপ এ-তে কোস্টারিকা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং সুরিনামের সঙ্গে রয়েছে। বি-গ্রুপে কানাডা কুরাকাও, এল সালভাদর এবং হন্ডুরাসের সঙ্গে খেলবে, অন্যদিকে পানামা গ্রুপ সি-তে গুয়াদেলুপ, গুয়াতেমালা এবং জামাইকার মুখোমুখি হবে।নকআউট পর্ব শুরু হবে ২৮-২৯ জুন। ম্যাচ ভেন্যু পূর্ব সমুদ্র উপকূল বাদে ১১টি এলাকার ১৪টি স্টেডিয়ামে হবে। ২০২৩ সালের সেমিফাইনালে পানামার কাছে পেনাল্টিতে হেরে যায় আমেরিকা। ১২ জুন ২০২৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে আমেরিকা ।২০২৫ সংস্করণের জন্য সৌদি আরব আমন্ত্রিত অতিথি। ফিফা এই টুর্নামেন্টের চেয়ে ক্লাব বিশ্বকাপকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বাঁকড়ি গ্রামে নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় তাঁর। আব্দুর রেজ্জাকের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল।বয়সের ভারে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারতেন না। অসুস্থতার কারণেই ২০২১ সালে রাজনীতির ময়দান থেকে অবসর নেন। ১৯৭২ সালে ভাঙড় বিধানসভা থেকে সিপিএমের টিকিটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন রেজ্জাক মোল্লা। নিজেকে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন ' চাষার ব্যাটা' বলে। ১৯৭৭ সালে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা থেকে জিতে রাজ্যের মন্ত্রী হন রেজ্জাক। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘ দিন। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরে নিঃসঙ্গ রেজ্জাক মোল্লা ঘনিষ্ঠ মহলে বহু বার বলেছেন, সিপিএমের লোকজন তাঁর অসুস্থতার খবর নিলেও বর্তমান শাসকদলের কেউ খবর রাখে না।

প্রতীক্ষা আর মাত্র কিছু দিনের, চারধাম যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন

দেহরাদূন, ১১ এপ্রিল ঃ আর মাত্র কিছু দিন পর শুরু হতে চলেছে এই বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সতপাল মহারাজ বলেছেন, আমরা চারধাম যাত্রার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। শ্রী যমুনোত্রী এবং শ্রী গঙ্গোত্রী ধামের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে, চারধাম যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০ এপ্রিল থেকে শুরু হবে।উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সতপাল মহারাজ আরও বলেছেন, শ্রী কেদারনাথ ধামের দরজা ২ মে এবং শ্রী বদ্রীনাথ ধামের দরজা ৪ মে খোলা হবে। হেমকুণ্ড সাহেবের দরজা ২৫ মে তারিখে ভক্তদের জন্য খোলা হবে। সরকার ২০২৫ সালের চারধাম যাত্রা সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পদ্ম পুরস্কার ২০২৬ঃঅনলাইনে মনোনয়ন চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ আগামী বছরের (২০২৬ সাল) প্রজাতন্ত্র দিবসে ঘোষিত পদ্ম পুরস্কার ২০২৬-এর জন্য মনোনয়ন ৩১ জুলাই পর্যন্ত খোলা থাকবে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া ১৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন এবং সুপারিশ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টালে অনলাইনে গ্রহণ করা হবে।পদ্ম পুরস্কার - পদ্ম বিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী - দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। পুরস্কারগুলি 'বিশিষ্ট কাজের' স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এবং শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, সমাজকর্ম, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, জনবিষয়ক, সিভিল সার্ভিস এবং বাণিজ্য ও শিল্পের মতো সকল ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়। দেশ, পেশা, পদ অথবা লিঙ্গের পার্থক্য ছাড়াই সকল ব্যক্তি এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য।

বারাণসীতে অপরাধমূলক ঘটনায় উদ্বিগ্ন মোদী, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

বারাণসী, ১১ এপ্রিল ঃ বারাণসীতে ধর্ষণ-সহ অপরাধমূলক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। শুক্রবার সকালে বারাণসীতে পৌঁছন কাশীর সাংসদ তথা প্রধানমন্ত্রী মোদী।বারাণসীতে পৌঁছনোর পরপরই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুলিশ কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার এবং বারাণসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে শহরে সাম্প্রতিক অপরাধমূলক ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত শোনেন। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

জিআই ট্যাগের দিক থেকে উত্তর প্রদেশ এক নম্বর স্থান অর্জন করেছেঃযোগী আদিত্যনাথ

বারাণসী, ১১ এপ্রিল ঃ জিআই ট্যাগের দিক থেকে উত্তর প্রদেশ দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য, কাশী এবং এর আশেপাশের জেলাগুলি এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যক জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) ট্যাগ পেয়েছে। জিআই ট্যাগের দিক থেকে উত্তর প্রদেশ দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে। আজ ২১টি নতুন জিআই ট্যাগ সার্টিফিকেটও প্রদান করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বারাণসীতে ৩,৮৮৪.১৮ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় যোগী দাবি করেছেন, জিআই ট্যাগের দিক থেকে উত্তর প্রদেশ দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে।

আজ,শনিবার রায়গড়ে সফর অমিত শাহের, প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

রায়গড়, ১১ এপ্রিল ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার, ১২ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গ পরিদর্শন করবেন। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ৩৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ১০,০০০ ভক্তের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রায়গড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, নিরাপত্তার জন্য ৪,০০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাযগড় সফর সম্পর্কে এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং গণতন্ত্রে তিনি যে কোনও জায়গায় যেতে স্বাধীন। যদি তিনি মহারাষ্ট্রে আসেন, আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই। অতিথিদের স্বাগত জানানো আমাদের সংস্কৃতির অংশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেমন বিভিন্ন রাজ্যে যান, ঠিক তেমনই তিনি এখন আমাদের রাজ্যেও আসছেন।

আজ,শনিবার বিনু মানকড়ের জন্মদিন

কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ বিনু মানকড় ছিলেন ভারতের একজন বিখ্যাত অলরাউন্ডার। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের হযে. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলিংয়ে পারদর্শী ছিলেন।মালবন্তরায় হিম্মতলাল মানকড়, যিনি বিনু মানকড় নামে পরিচিত। ১৯১৭ সালের ১২ এপ্রিল বোম্বে প্রেসিডেন্সির জামনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৮ সালের ২১ আগস্ট মারা যান।মানকাডিং,ক্রিকেটের আউট হওয়ার একটি পদ্ধতি, যেখানে নন-স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানকে আউট করার জন্য বোলার ক্রিজ ত্যাগ করার আগেই আউট করে দেওযা হয, তার নামকরণ করা হয়েছে বিনু মানকড়ের নামে, যিনি প্রথম এই পদ্ধতিতে আউট করেছিলেন।বিনু মানকড় ভারতের হয়ে ৪৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।তিনি ৩১.৪৭ গড়ে ২১০৯ রান করেছেন এবং ৩২.৩১ গড়ে ১৬২ উইকেট নিয়েছেন।১৯৫৬ সালে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে ৪১৩ রান করে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ব্যাপক পরিচিতি পান। তাদের গড়া এ রেকর্ডটি ৫২ বছর অক্ষত ছিল। ২০০৭-০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটিতে গ্রেইম স্মিথ ও নিল ম্যাকেঞ্জি ৪১৫ রান তুলে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ওই টেস্টে তার সংগৃহীত ২৩১ রানের তকালীন রেকর্ডটি ১৯৮৩ সালে সুনীল গাওস্কর অপরাজিত ২৩৬ রান তুলে ভেঙ্গে ফেলেন। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার নাগরিক সম্মাননা হিসেবে তাকে পদ্মভূষণ পদবীতে ভূষিত করে।

''রেজ্জাক মোল্লা'র প্রয়াণে আমি শোকাহত'', বার্তা মমতার

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, দীর্ঘকালের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম মুখ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা'র প্রয়াণে শোকবার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শুক্রবার এক্সবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমার সহকর্মী, আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা'র প্রয়াণে আমি শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সম্মান করতাম।বাংলার গ্রামজীবন, কৃষি-অর্থনীতি ও ভূমি-সংস্কার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সুবিদিত। তাই একসময় অন্য ধারার রাজনীতি করলেও, মা-মাটি-মানুষের সরকারে তাঁর মিলিত হয়ে যাওয়া ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর প্রয়াণে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।আমি তাঁর পরিবারবর্গ, অসংখ্য অনুগামী ও শুভানুধ্যায়ীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই ওনাকে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৯চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১২ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছেই না, পূর্বাভাস থাকলেও হচ্ছে না বৃষ্টি। ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলাবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।শনিবারও ভ্যাপসা গরম রয়েছে মহানগরী কলকাতায়, সকালের দিকে গরম তেমন অনুভূত না হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫৬মনিট এবং রাত ৮ টা ৫৭মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির কারনে হাইটেনশনের তার কেটে মৃত্যু ঘটলো জয়নগরের এক যুবকের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১১ এপ্রিল ঃ বিদ্যুতের হাই টেনশনের তার কেটে মৃত্যু হল এক যুবকের জয়নগরে। মৃত যুবকের নাম জুলফিকার শেখ(৩৪), বাড়ি জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের শেখ পাড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,বৃহস্পতিবার রাতেপ্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়

জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারের নিজের দোকান থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিল জুলফিকার শেখ। আর সেই সময় উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত অফিসের কাছে বিদ্যুৎ এর হাইটেনশনের তার কেটে রাস্তায় পড়ে ছিল। আর সাইকেলের সাথে তার জড়িয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে জুলফিকার শেখের। আর সেই সময়েই এই ঘটনা দেখতে পেয়ে আশেপাশে মানুষ ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দফতরে, খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানা কেও। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন আধিকারিক ঘটনাস্থলে না আসায় মৃতদেহ তোলা নিয়ে জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বাগ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ পড়ে থাকে রাস্তার ওপর। গ্রাম বাসীদের দাবি হাইটেনশন তারে ঘন ঘন তাপ্পি মারা আছে। আর তাদের অবহেলার কারণেই এই মৃত্যু ঘটলো জুলফিকার শেখের। তাই অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করতে হবে। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বাগ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার পরে পুলিশের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারে পুলিশ। এদিন ভোর রাতেই মৃতদেহ জয়নগর থানার পুলিশ থানায় নিয়ে যায় এবং শুক্রবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় জয়নগর থানা থেকে। গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে মৃতের পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,মৃতের পরিবারকে সরকারি চাকরি দিতে হবে এবং এলাকার বিদ্যুতের তার গুলোকে কফার ও নেট সহ নতুনভাবে লাগিয়ে দিতে হবে ও তাদের সাথে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের আলোচনায় বসতে হবে। শুক্রবার বেলায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন আধিকারিক না আসায় জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর তালতলার মোড়ে দীর্ঘ আধঘণ্টা কুলপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পালের মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে নেয় তাঁরা। এদিন জয়নগর থানার আইসি নিজে এলাকা পরিদর্শন করেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। এবং পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে গ্রাম বাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দাবি গুলো পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এ দিন দুপুরে মৃতের বাড়িতে গিয়ে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আসেন জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল, উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর, উপ প্রধান সাহারুল্লা গাজী স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আসিফ ইকবাল সরদার,প্রধান প্রতিনিধি সাজামাল লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন তীব্র ক্ষোভের সুরে গ্রামবাসীরা জানান বিদ্যুৎ দপ্তর এত গাফিলতির কাজ করছে কেন মানুষের জীবন নিয়ে,এই ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন তার জন্য একটা জীবন চলে গেল অকালে। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনো উত্তর দিতে পারেননি। শুক্রবার বিকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেন জয়নগর থানার পুলিশ।এদিন রাতেই কবরস্থ করা হয় জুলফিকার শেখের নিথর দেহকে। আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে বারুইপুরের এক ব্যাক্তির কিডনি চুরির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ এপ্রিল ঃ কাজের নাম করে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে,ভয় দেখিয়ে কিডনি শরীর থেকে বের করে নেওয়ার

অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার দুপুরে বারুইপুর বিডিও অফিসের সামনে দুই ব্যক্তির মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয় একে অপরকে মারধরের ঘটনায় বারুইপুর থানায় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করে। শামসুদ্দিন লস্কর বারুইপুর থানার হিমচির বাসিন্দা, গত তিন মাস আগে তাকে বেসরকারি হাসপাতালে কাজ দেওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে যায় উত্তর প্রদেশে। সেখানে একটি হোটেলে তাকে আটকে রেখে তার কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়, জোর করে কিডনি দিতে বাধ্য করা হয়। অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর কিডনি তুলে নিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ এই কিডনি দেওয়ার জন্য তাকে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা হয় কিন্তু সে দু লক্ষ টাকা তাঁর একাউন্টে পাঠায় অভিযুক্তরা। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শুভ ভট্টাচার্য হুগলি জেলার বাসিন্দা তিনি,শুক্রবার বারুইপুর বিডিও অফিসে এসেছিলেন সেখানেই তাকে ধরে ফেলেন শামসুদ্দিন লস্করের পরিবারের লোকজন। স্থানীয় মানুষজন দুজনের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দুজনকেই আটক করে।আর এই ঘটনার পিছনে কিডনি পাচার চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শেষ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ জোর কদমে শুরু হয়েছে রেলপথ নির্মাণের কাজ। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে রেল আসাও শুরু করেছে বিষ্ণুপুর থেকে। তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার যে রেলপথ সেই রেলপথের কাজ দীর্ঘদিন থমকে ছিল জমি জট অর্থাৎ ভবা দীঘির কারণে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে ভবা দিঘির যে জট সে জট কেটেছে। আর তাতেই অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে মায়ের বাড়ি অর্থাৎ জয়রামবাটি এলাকার ব্যবসায়ীদের। ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর থেকে রেল পৌঁছেছে জয়রামবাটী। মায়ের বাড়িতে ট্রেন ঢুকলেও এখনও কামারপুকুর অর্থাৎ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়নি। স্থানীয় মানুষদের দাবি, সেই কাজও যাতে খুব শিগগিরই শেষ করে রেল কর্তৃপক্ষ। যার ফল স্বরূপ জয়রামবাটি কামারপুকুর ঘুরতে আসা মানুষরা উপকৃত হবেন। বাড়বে এলাকার পর্যটন শিল্প। কারণ জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর হয়ে আবার গন্তব্যস্থল নিজের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া তা খুবই সুবিধাজনক হবে পর্যটকদের জন্য।রেলপথের উপর নির্ভর করে এলাকায় বাড়ছে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা। যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা উন্নত হবে তত বেশি পর্যটক আসবেই এই এলাকায় আর তাতে এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। এমনটাই বলছেন এলাকার মানুষজন। শুধু তাই নয়, তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেল পথ চালু হলে একযোগে শৈবতীর্থ তারকেশ্বর ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর এবং মায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটী এই রুট একেবারেই অতিক্রম করতে পারবেন পর্যটকরা। রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হলে এলাকায় পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে এবং তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে এমনটাই মনে করছেন এলাকার মানুষজন।

মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, হরিপাল, হুগলি,১১ এপ্রিল ঃ হরিপাল থানার হরিশপুর গ্রামের নিধন মালিক গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিপাল থানায় এসে অভিযোগ জানান যে একটি কোম্পানি ফোনের মাধ্যমে তাকে জানায় যে, তারা নিধন বাবুর জমি সার্ভে করেছে এবং সেই জমিতে তারা একটি নামি কোম্পানির মোবাইল টাওয়ার বসাতে ইচ্ছুক। যার মাধ্যমে অভিযোগকারী নিধন বাবু কিছু টাকা উপার্জন করতে পারবেন এবং তার ছেলেকেও একটি চাকরি দেওয়া হবে। কোম্পানির এই প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হয়ে রাজি হয়ে.যান নিধন বাবু , এবং কোম্পানি মোবাইল ফোন মারফৎ কথাবার্তার মাধ্যমে মোবাইল টাওয়ার বসানোর বিভিন্ন কাজের খরচ হিসেবে নিধন বাবু ধাপে ধাপে টাকা ওই ভুয়ো কোম্পানির আকাউন্ট এ পাঠাতে থাকেন। এইভাবে মোট ১, ৪৩, ০০০ টাকা তিনি ওই ব্যাক্তিদের

দিয়ে ফেলেন। পরে কোনোরকম আর উত্তর না পেয়েবুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণা চক্রের শিকার হয়েছেন, এদিকে নিধন বাবুর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ডিসেম্বর ২০২২ এ হরিপাল থানায় একটি কেস রুজু হয়। বিভিন্ন রকম টেকনিক্যাল এভিডেন্স এর সাহায্য নিযে. হুগলি গ্রামীন পুলিশের হরিপাল থানার ইনভেস্টিগেশন অফিসার এই প্রতারণা চক্রের মূল চক্রি বুদ্ধদেব মাজী কে দীর্ঘক্ষন জিজ্ঞাসাবাদ এর পরে গ্রেপ্তার করেন , বৃহস্পতিবার পুলিশ তাকে চঃদননগর মহুকুমা আদালতে পেশ করলে আদালত তার পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।বর্তমানে এই চক্রের সাথে আর কে কে জ।তি আছেন তা ক্ষতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ টিম।

১২ বছরের দুই নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা, সরশুনায় ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ঘরে আটকে রেখে ১২ বছরের দুই নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল খাস কলকাতায়। বৃহস্পতিবার রাতে বেহালার সরশুনায় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় এক অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর এক অভিযুক্তের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। সূত্রের খবর, দুই নির্যাতিতার বয়স ১২ বছর। বৃহস্পতিবার রাতে খেলতে বেরিয়েছিল তারা। তখনই দুই যুবক তাদেরকে যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। অন্য দিকে, খেলতে যাওয়ার পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না দু'জনের। শেষমেশ ঘণ্টাখানেক পর সরশুনার চন্দ্রপল্লীতে একটি ঘর থেকে দু'জনকে উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম বিশ্বজি ওরফে সুখেন। তিনি ঠাকুরপুকুরের শশিভূষণ রোডের বাসিন্দা। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ দুই নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করেন তিনি ও তাঁর সঙ্গী কালু। তবে সুখেন ধরা পড়লেও কালু ঘটনার পর থেকেই পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে। দুই যুবকের বিরুদ্ধে শিশু সুরক্ষা আইন (পকসো)-এর ৮ এবং ১০ নম্বর ধারায় মামলা করা হয়েছে।

মেয়েকে বেঁধে রাখার অভিযোগ বাবা-মা'র বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১১ এপ্রিল ঃ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে নিজের 'কেরিয়ার' গড়তে চেয়ে ধেয়ে এলো পরিবারের 'বাধা'। এমনকি, 'কেরিয়ার' গ।তে মেয়ে বাড়ি ছাড়তে চাওয়ায় তাকে আটকাতে মেয়েকেই ঘরে আটকে রেখে চেন-তালা দিয়ে পা বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠলো বাবা-মা'র বিরুদ্ধে। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনায় হতবাক হয়ে যান পড়শিরাও। তাঁরাই খবর দেন থানায়। পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। বাবা-মা ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও এই নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবার হাও।ার মালিপাঁচঘ।া থানা এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এক প্রতিবেশী বলেন, 'আগেই খবর পেয়েছিলাম যে মেয়েটিকে চেন দিয়ে. ঘরে বেঁধে রেখেছে। খবর পেয়ে সেখানে এসে দেখি চেন দিয়ে বাঁধা ছিল। মেয়েটি আমাদের বলেছে সে পড়াশোনা করতে চায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় এবং চাকরি করতে চায়। মেয়েটিকে পায়ে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা খুব খারাপ ব্যাপার। এটা একটা অপরাধ। মেয়েটি স্বাধীনভাবে থাকতে চায়, চাকরি করতে চায়।' আরেক প্রতিবেশী বলেন, 'সকালেই খবর পাই চেন দিয়ে মেয়েটিকে বেঁধে রেখেছে। এরা প্রায় পাঁচ বছর ধরে এখানে থাকে। প্রায় ১৫ দিন ধরে এদের বাড়িতে গন্ডগোল হচ্ছিল। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ একজন এই খবরটি দেয়। সেখানে গিয়ে দেখি মেয়েটির পা শিকল দিয়ে বাঁধা। স্থানীয় ব্যক্তিরা মিলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

একজন প্রবীণ নাগরিককে সাহায্য করলেন মেট্রো কর্মীরা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ১০.০৪.২০২৫ তারিখে প্রায় ১৮.৫০ মিনিটে, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৭২ বছর বয়সী একজন অসুস্থ প্রবীণ নাগরিককে দেখতে পান। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের পাহারায় তাকে সন্ধ্যা ৭.০০ টায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় সহযোগিতা এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

কলকাতায় পাঁচ ডিগ্রি নামল পারদ, দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার রাতে ঝ।-বৃষ্টিতে পারদ নামল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কলকাতায় পাঁচ ডিগ্রি নামল পারদ। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। দমকা হাওয়ার সঙ্গে কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও বেশ কিছু ক্ষণের জন্য ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়। গরমে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে এই ঝড়-বৃষ্টি। এর ফলে এক দিনে পাঁচ ডিগ্রি কমে গিয়েছে তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের কাছাকাছি। রাতে ঝড়বৃষ্টির কারণে শুক্রবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৪ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে, এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.২ ডিগ্রি কম। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কমবেশি ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। রবিবার হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

স্বরূপনগরের দত্তপাড়া এলাকায় গুলি করে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১১ এপ্রিল ঃ গত ৫ই মার্চ স্বরূপনগর দত্তপাড়া এলাকায় ভোর বেলায় গুলি করে এক যুবককে খুন করে, পরণের জ্যাকেট খুলে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন জন। বসিরহাটের ভ্যাবলা সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে শুক্রবার তাদের বসিরহাট মহাকুমা আদালতের তোলা হয়। এই খুনের ঘটনায় এর আগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই এই তিনজনের নাম জানতে পারে পুলিশ । এরপর বহুদিন ধরেই পুলিশ এদেরকে খুঁজছিল। কিন্তু এরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাটের ভ্যাবলা সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো, লুটপাট, ছিনতাই, ডাকাতি সহ একাধিক থানায় অভিযোগ রয়েছে এই তিন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে।

সিপিএম ও বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে হাওড়াতেও প্রতি ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল

২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল সিপিএম ও বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রে, এর প্রতিবাদে হাও।াতেও প্রতি ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল। হাও।া জেলা সদরের

বিভিন্ন ব্লকেও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অরফ থেকে শুক্রবার বিকেলে এক ধিক্কার প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয। এদিন দক্ষিণ হাও।া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে দানেশ শেখ লেন থেকে নারায়ণা হাসপাতাল পর্যন্ত এক ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের মিছিলে অংশ নেন দক্ষিণ হাও।ার বিধায়িকা নঃিদতা চৌধুরী, দক্ষিণ হাও।ার ব্লক সভাপতি সৈকত চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অযন্ বঃেদ্যাপাধ্যায, হাও।া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি পূর্ণেঃদু ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃঃদ। এদিনের প্রতিবাদের মিছিলের আয়োজন করে দক্ষিণ হাও।া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস। অন্যদিকে, এদিন বিকেলে এই ইস্যুতে এক প্রতিবাদ মিছিল হয় লিলুয়ার মহাবীর চক থেকে বেলুড় বাজার পর্যন্ত। বালি কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে ওই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন সাংসদ প্রসুন বঃেদ্যাপাধ্যায, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, তৃণমূল নেতা রিযাজ় আহমেদ, তফজিল আহমেদ, ভাস্কর গোপাল চ্যাটার্জি, বালি কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুরজি চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃঃদ।

নিশ্ছিদ্র কর্তব্যে মানবিক ছোঁয়া নাদনঘাট থানার আইসির

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ এপ্রিল ঃ নিশ্ছিদ্র কর্তব্যবোধের পাশাপাশি ফের একবার মানবিক মুখ দেখাল রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। রাস্তায় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা এক আহত কুকুরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার রাতে, যখন থানার একটি গাড়ি রুটিন পেট্রোলিংয়ে বেরিয়েছিল। সেই সময় রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরানো একটি কুকুর পুলিশের গাড়িতে নিজেই উঠে পড়ে। পুলিশকর্মীরা প্রথমে কিছুটা অবাক হলেও দ্রুত বুঝতে পারেন, কুকুরটি কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, সম্ভবত দেশি জাতের এই প্রাণীটির ওপর নৃশংস হামলা হয়েছে। এরপর আর দেরি না করে, আহত কুকুরটিকে দ্রুত পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন থানার আইসি নিজে। তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। কুকুরটিকে আপাতত থানাতেই রাখা হয়েছে, এবং সেখান থেকেই তার সেবা-শুশ্রূষা চলছে পুরোদমে। আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ জানান, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত ওষুধ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হচ্ছে। ও তো অবলা জীব, নিজের কষ্ট কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। তাই একে সহানুভূতির চোখেই দেখা উচিত। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা এই কাজটা করছি। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়। এর আগেও একবার রাস্তায় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা একটি ষাঁড়কে উদ্ধার করে নিজ হাতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন তিনি। টানা কয়েকদিন ধরে সকাল-বিকেল ওষুধ ও সেবা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। বিশ্ববন্ধু চট্টরাজের এই মানবিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সমাজে এই ধরণের দৃষ্টান্তই প্রমাণ করে, মানবিকতা এখনও বেঁচে আছে - আর তা রক্ষায় পুলিশও পিছিয়ে নেই।

শিশু পাচারের অভিযোগে উত্তরপাড়ায় গ্রেপ্তার মহিলা চিকিৎসক

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১১ এপ্রিল ঃ উত্তরপাড়া থানা সূত্রে খবর, মুম্বইয়ের একটি ঘটনায় উত্তরপাড়ার যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরেই মুম্বই পুলিশের একটি দলটি উত্তরপাড়ায় এসে থানায় রিকুইজিশন জমা দেয়। চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, মহিলার কাছ থেকে দুটি শিশু উদ্ধার হয়েছে। মুম্বইয়ের ঘটনা। এখানকার কোনও বিষয় নয়।

চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির উত্তরপাড়ায়। অবাক প্রতিবেশীরাও। পুলিশ জানিয়েছে, মূল ঘটনা মুম্বইয়ের। শিশু পাচারের অভিযোগে হুগলিতে গ্রেপ্তার মহিলা চিকিৎসক। ধৃতের নাম মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়। ধৃতের কাছ থেকে দুই শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের ওয়াডরা ট্রাক টার্মিনাল থানার চার জন পুলিশের একটি দল বুধবার উত্তরপাড়ায় আসে। তারপর উত্তরপাড়া থানার পুলিশের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্র এভিনিউ থেকে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি থেকে একটি পাঁচ বছর ও একটি দুই বছরের শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলা পেশায় দাঁতের চিকিৎসক। ওড়িশায় একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় মুম্বই পুলিশ। শুক্রবার ভোরে তাঁকে মুম্বাই নিয়ে যাওয়া হবে। একই মামলায় মুম্বাইতে আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও খবর। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' থেকেই মহিলাকে চিনি। বাবা-মাকেও চিনতাম। ওঁর বাবা সঞ্জয় ব্যানার্জি রেলে চাকরি করতেন। শুনেছিলাম, ওডিশায় ডাক্তারি পড়তেন, এখানে থাকতেন না। এই ঘটনা অত্যন্ত চিন্তার।' উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, ' কিছুদিন ধরেই এখানে দুটি বাচ্চা নিয়ে থাকছিলেন। তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মিশতেন না। দুটি বাচ্চা নিয়ে মহিলা এখানে একাই থাকতেন। অপরাধ করলে তাঁকে পুলিশ ধরবেই। কিছু আছে বলেই অত দূর থেকে পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

প্রশ্ন উঠতেই 'এসআই-কে' সরানো হল তদন্তের দায়িত্ব থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ কসবায় চাকরিহারা প্রার্থীকে লাথি মারার ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই-কে তদন্তের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব পেয়েছেন অন্য এক এসআই। লালবাজার সূত্রে খবর, কসবার ঘটনার তদন্ত করবেন সঞ্জয় সিংহ। কসবা থানায় এসআই পদে আছেন তিনি। এর আগে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এসআই রিটন দাসকে। অভিযোগ, গত বুধবার চাকরিহারাদের বিক্ষোভের ভাইরাল ভিডিয়োয় এক আন্দোলনকারীর পেটে লাথি মারতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। পরে ওই দিনের ঘটনার তদন্তকারী অফিসার (আইও) হিসাবে নিযুক্ত হন সেই রিটনই। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তার মাঝেই শুক্রবার কসবাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার বদলে দেওয়া হয়।

রেড রোডে হনুমান জয়ন্তীর কর্মসূচিতে সায় নেই আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ রেড রোডে হনুমান জয়ন্তীর কর্মসূচির অনুমতি দিল না কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দেন। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছে হিন্দু সেবা দল। শনিবার হনুমান জয়ন্তী। হিন্দু সেবা দল ওইদিন ভোর পাঁচটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত রেড রোডে বসে হনুমান চালিশা পাঠ করতে চায়। কমপক্ষে ৩ হাজার মানুষ ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কথা। সেনার তরফে কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় হিন্দু সেবা দলকে। যদিও পুলিশি অনুমতি পাওয়া যায়নি। সে কারণে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় হিন্দু সেবা দল। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। শীঘ্রই শুনানির সম্ভাবনা।

লিলুয়ার কোনা ব্রিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মালবোঝাই ৪০৭ গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ওপ্রিল ঃ শুক্রবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়ার লিলুয়ায় কোনা ব্রিজের উপর উল্টে যায় একটি ৪০৭ গাড়ি। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। লিলুয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, মালবাহী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনা ব্রিজের উপর উল্টে যায়। মালপত্র রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ওই ৪০৭ গাড়ির চালক আহত হন। তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত উদ্ধার করে কোনা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ কোনা ব্রিজের উপর যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটি তোলা হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জামাইয়ের মৃত্যুতে গ্রেফতার শ্বশুর নরেন্দ্রপুরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ এপ্রিল ঃ আত্মঘাতী জামাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। এই ঘটনায় মৃতের শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে নরে ন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শ্যাম মন্ডল। ধৃতকে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম সৌমেন বারুই। তিনি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ছিলেন একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। দীর্ঘ কয়েক বছর আগে তার বিয়ে হয় সুপর্না মন্ডলের সঙ্গে। প্রথমদিকে স্বাভাবিকভাবে চললেও ধীরে ধীরে স্ত্রীর দাবি-দাওয়া বাড়তে থাকে। অভিযোগ,স্ত্রীর ক্রমাগত চাহিদা ও চাপের মুখে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছিলেন সৌমেন। আয় সীমিত থাকায় স্ত্রীর সকল ইচ্ছা পূরণ করতে না পারায় শুরু হয় দাম্পত্য অশান্তি। দিনকে দিন এই অশান্তি বাড়তে থাকে। সৌমেনের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, স্ত্রীর পাশাপাশি শ্বশুর শ্যাম মন্ডলও জামাইয়ের উপর নানা ভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করতো। অভিযোগ, এই চাপ আর সহ্য করতে না পেরে গত ২৬শে মার্চ নিজের বাড়িতে আত্মঘাতী হন সৌমেন বারুই। তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরেই সৌমেনের বোন লক্ষ্মী নস্কর নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার দাবি, ভাইকে মানসিক নির্যাতন করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়েছে।তিনি এই ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজুর আবেদন জানান। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে শ্যাম মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের দাবি, ধৃত শ্যাম মন্ডল জামাইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করতেন, যার জেরে সৌমেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে সন্দেহের তালিকায় রয়েছে সৌমেনের স্ত্রী সুপর্না মন্ডল। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক সুপর্না। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্ত স্বভাবের সৌমেন সকলের সঙ্গে মিশে চলতেন। তার এমন পরিণতিতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতক সুপর্না মন্ডলকে দ্রুত গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। তদন্তের পরেই পুরো ঘটনা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সরব রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ চাকরিহারা এসএসসি-র শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ করার প্রতিবাদে সরব রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। শুক্রবার ক্যাম্পাসে কালো ব্যাজ পরে আসেন তাঁরা। সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের বরাভয় দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। তার ঠিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই চাকরিহারারা কসবার ডিআই অফিস অভিযান করলে সেখানে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। চাকরিহারাদের উপর কী কারণে পুলিশ লাঠিচার্জ করল, লাথি মারল সেই নিয়ে এখন রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার কালো ব্যাজ পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আসেন অধ্যাপকরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩১ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ চৈত্র , ১৪৩১

বিদ্যাসাগরের বাংলা ত্যাগ

কলকাতার শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি শেষ জীবনে শান্তিতে বসবাস করার জন্য কর্মাটাঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে সাঁওতালদের মধ্যে থেকে জীবনের শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগর মনে করলেন এবারে কলকাতায় থেকে আর কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগর সেই কারণে শেষ জীবন শান্তিতে থাকার জন্য বাংলা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মাটাঁড় কথাটার অর্থ হচ্ছে বিস্তীর্ণ কর্মভূমি বা করমগাছ এর ডাঙ্গা। বিদ্যাসাগর আঠারো বছর সাঁওতালদের মধ্যে কাটান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কর্মা নামে এক সাঁওতালের নামে কর্মাটাঁড়। এখানে বিদ্যার পাহাড় নন, কর্মের পাহাড় করমবুরু বা কর্ম-দেবতা। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় অনেক স্থানে বিভিন্ন গ্রামের এক নাম দেখা যায়,প্রধানত গাছের নাম, যেমন কর্মাটাঁড় (হলুদ ও কেলিকদম), জামতাড়া, মাতকোমডিহি (মহুয়া), সারজমডিহি (শাল), সাপারমডিহি (শিউলিবন) ইত্যাদি। হাওয়া বদল বা বিশ্রাম নিতে বিদ্যাসাগর বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলের বড় বাড়ি কেনার চেয়ে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কর্মাটাঁড়েতে বৃক্ষবাগান সহ ছোট বাড়ি কেনা ঠিক করলেন ১৮৬৯ সালে। সাঁওতালরা ওখানকার সাত-আট ঘর দিকো (বহিরাগত) বা বাঙালিদের বিশ্বাস করতো না। কারণ এই ভদ্রলোকেদের কাছ থেকে তারা জিনিস বিক্রি করলে দাম পেত না। শ্রমের মজুরি পেত না। একমাত্র বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হাজার টাকার কম্বল, কমলালেবু, খেজুর কিনে সাঁওতালদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক সাঁওতালদের শীতের বস্ত্র দিতেন। ওষুধ, ভেজজ ও পথ্য দিতেন। কারোর কলেরা হলে তিনি চিকিৎসা করতেন এবং নিজের হাতে রোগীর মলমূত্র পরিস্কার করতেন। দুপুর রোদে তিন মাইল হেঁটে বালকের চিকিৎসা করেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে থেকে তিনি কাজ করে গিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। সেখানকার আদিবাসী সমাজ বহিরাগতদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞা ছিল সেটাকে তিনি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য সেখানে একটি স্কুল খুলে ছিলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি স্বয়ং। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের এই নন্দন কাননের নাম দিয়েছিলেন 'মহর্ষির আশ্রম'। বিদ্যাসাগর সকাল বেলায় বাগানের কাজ করতেন। সেখানে ব্রহ্মী শাক, তেলাকুচা শাক, তুলসী সহ আরও বেশ কিছু ওষুধি গাছ লাগিয়েছিলেন। ফলের গাছও তিনি লাগান। এখন তাঁর নিজের হাতে পোঁতা আম গাছটি বিশাল আকার ধারন করে বিরাজ করছে এখনও। সাঁওতালদের গ্রামেও যেতেন বিদ্যাসাগর। সহজ সরল মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বিদ্যাসাগর না চাইলে তার হাতে মরগিছানা তুলে দিত সাঁওতালরা। তাঁর সমানে সাঁওতাল মেয়েরা নাচ করতো। বিদ্যাসাগরের সমানে নাচ করতে সাঁওতাল মেয়েদের কোনও লজ্জা ছিল না। নন্দন কাননে বিদ্যাসাগর একটি স্কুল স্থাপন করেন ১৮৭৩ সালে। সাঁওতালরা সবাই কিন্তু বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষা বুঝতো না। মাত্র একজন সাঁওতাল মেয়ে বিদ্যাসাগরের কথা বুঝতো। সেই বিদ্যাসাগরের কথাকে সবার কাছে পৌঁছে দিত। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাঁওতালদের শিক্ষিত করলে গেলে তাদের মতো করে থাকতে হবে। তাদের মতে মতো দিয়ে চলতে হবে। তারপরে ধীরে ধীরে তাদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। সেই কারণে তিনি কর্মাটাঁড়ে কঁড়কুড়ে মাটি সরিয়ে সেখানে ফল গাছের কলম লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ফল গাছ লাগালে তার থেকে অধিক পরিমানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ভেষজ গাছ লাগিয়ে কোনও গাছের কোন রোগ সারে সেই কথাও তিনি সাঁওতালদের শিখিয়েছেন। থানকুনি পাতা বেঁটে খেলে পেটের রোগ সারে সেটাও তিনি সাঁওতালদের শেখান। আবার সাঁওতালদের কাছ থেকে বহু কিছু তিনি রপ্ত করেছিলেন। সাঁওতালরা রোগ হলে কি করে রোগ সারায় তা তিনি নিজের চোখে পরখ করেন। ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত কর্মাটাঁড় গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়াজ

পরিষেবা নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এককালে বিএসএনএল গ্রাহকেরা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তার পরে তারা যায় অন্য বেসরকারি সংস্থার গ্রাহক হতে। কিন্তু হালে ডেটা রিচার্জের অবাক করা মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলির উপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সকলেই। তাই তারা সরাসরি না হলেও ফের বিএসএনএল-মুখী হচ্ছেন।

সম্প্রতি, টেলিকম সংস্থার মাশুল ঘিরে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। কারণ, জুলাই মাসের শুরুতেই দেশের প্রধান তিনটি টেলিকম সংস্থা- 'জিও', ' এয়ারটেল' এবং 'আইডিয়া' তাদের দাম রীতিমতো বাড়িয়েছে। বাজারে টিকে থাকতে পাল্টা সস্তায় অফার দিতে থাকে বাকিরা। তবে অনেকেই তখন গ্রাহকদের সতর্ক করেছিল জিও-র সস্তার অফারে না ভুলতে, কারণ একচেটিয়া বাজার দখলের উদ্দেশ্যে এমন অফার দেওয়া হচ্ছে। বাজার দখল হয়ে গেলে এমন দাম বাড়াবে যে, গ্রাহকদের নাভিশ্বাস উঠবে। প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রের কাছে বিএসএনএল ইউনিয়ন আরজি ইতিমধ্যে জানিয়েছিল, যতদিন না পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় প্রযুক্তিতে পুরোপুরি বিএসএনএল-এর ফোর-জি আনা যাচ্ছে, ততদিন ভোডাফোন-আইডিয়ার পরিকাঠামো ব্যবহার করে গ্রাহকদের ওই পরিষেবা দেওয়া হোক। তিন বেসরকারি সংস্থার মধ্যে গ্রাহকরা মুকেশ আম্বানির জিও-র উপর বেশি রাগ উগড়ে দিচ্ছে। বিশেষত, গত কয়েক মাস ধরে মুকেশ অম্বানির ছেলের বিয়ে উপলক্ষে যে এলাহি আয়োজন ও খরচের প্রবণতা দেখা গিয়েছে, তা দেখে গ্রাহকদের অভিমত, বিয়ের ওই খরচের খরচ তুলতেই গ্রাহকের উপর ভারী মাশুলের বোঝা চাপিয়েছে জিও। তারই জেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়াজ উঠছে জিও বয়কটের। শুধু তা-ই নয়, এই পরিস্থিতিতে এবার পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বদলে ফেলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএল-এর গ্রাহক হওয়ার জন্যেও সওয়াল উঠছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত
ততখানি ভুঁই বাদ, করলে
প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-
প্রাসাদ।

ঈশ্বর তাঁর সর্বদাই মঙ্গল করে থাকেন।' এমনই বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে? অভিজ্ঞতা একটি কঠিন শিক্ষক, সে প্রথমে তোমার পরীক্ষা নেয় এবং পরে তার পাঠ দেয়। লোভী মানুষের মন অনেকটা নর্দমায় বেড়ে ওঠা কীটের মত, তাকে যতই ভাল যায়গায় রাখো না কেন, সে তো ফিরে নর্দমাতে যাবেই। যদি তুমি মনের মধ্যে অহংকার কালো মেঘ পুষে রাখো, স্বয়ং ঈশ্বরও আলোর পথ দেখাতে পারবে না।

বাংলা গানের মহীরুহ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ বিশ্বাসের) কাছে শিখেছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত

কৌশিক দাস

বাংলা সঙ্গীতের দিকপাল শিল্পীদের মাঝে যাঁর নামটা কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যায় না তিনি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একাধারে তিনি সঙ্গীত শিল্পী, অন্যদিকে সুরকার। জন্ম ১৯২৯-এর ১১ আগস্ট। ডাক নাম ছিল পল্টন। ছোটবেলা থেকেই এক সুরেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠেন মানবেন্দ্র। নিজের দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে বহু হিট আধুনিক গান শ্রোতাদের উপহার দিলেও নজরুলগীতির প্রতি এক আলাদাই ভালবাসা ছিল তাঁর। বাঙালি মননে চির ভাস্বর সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাংলা চলচ্চিত্রকে দর্শকদের কাছে মনোরম করে তুলেছিলেন এই শিল্পী। বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকারও ছিলেন মানবেন্দ্র। ১৯৫০-র দশকের গোড়ার দিকে লাইমলাইটে আসা মানবেন্দ্র ছিলেন একজন উস্তাদশিল্পী এবং আড়ম্বরপূর্ণ গায়ক যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মানবেন্দ্র তার স্বতন্ত্র কণ্ঠে শ্রোতাদের কাছে সর্বাঙ্গীণ হিট। স্বর্ণযুগের গান, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালির অহঙ্কার। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, আরও কত নাম। তবে বাংলা সঙ্গীতের এই সমস্ত দিকপাল শিল্পীদের মাঝে যাঁর নামটা কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যায় না তিনি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একাধারে তিনি সঙ্গীত শিল্পী, অন্যদিকে সুরকার। জন্ম ১৯২৯-এর ১১ আগস্ট। ডাক নাম ছিল পল্টন। ছোটবেলা থেকেই এক সুরেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠেন মানবেন্দ্র। নিজের দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে বহু হিট আধুনিক গান শ্রোতাদের উপহার দিলেও নজরুলগীতির প্রতি এক আলাদাই ভালবাসা ছিল তাঁর। শোনা যায় মানবেঃন্দ্রর কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন কাজি নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এমনকী স্বয়ং কাজি নজরুল ইসলাম নাকি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যাকে দুটি গান শিখিয়েছিলেন। গানদুটি ছিল 'সখী সাজায় রাখ লো পুষ্পবাসর' এবং 'হে মাধব হে মাধব'। নিজের জীবনে প্রচুর নজরুলগীতি রেকর্ডও করেছেন মানবেন্দ্র। আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি

এ ছিল তাঁর ভূতে পাওয়া গান। কাজী নজরুলকে তিনি ফিরিয়েছিলেন বাঙালির ঘরে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি পঁচাশি। লিখছেন দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়' একটু খারাপ করে গাইতে হবে।'' স্বয়ং ছবির পরিচালকের এমন কথায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'দেওয়া নেয়া' ছবির গান। 'দোলে দো দুল দোলে ঝুলনা'। তারই রেকর্ডিং-এর আগে রিহার্সাল। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র আছেন। ইউনিটের অন্যরাও উপস্থিত। তারই ফাঁকে অমন বজ্রপাত। 'মানে কেন? কী বলছেন আপনি!'' পরিচালকের যুক্তি, 'আসলে ছবিতে নায়ক (উত্তমকুমার) গান জানেন। তাঁর বন্ধু (তরুণকুমার) গাইতে পারেন না। গল্পে এমনই বলা আছে। নায়কের গানটা শ্যামলবাবুর (মিত্র)। আপনি গাইছেন বন্ধুর লিপে।''' একটু খারাপ করে গাইতে হবে।''

স্বয়ং ছবির পরিচালকের এমন কথায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

'দেয়া নেয়া' ছবির গান। 'দোলে দো দুল দোলে ঝুলনা'। তারই রেকর্ডিং-এর আগে রিহার্সাল। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র আছেন। ইউনিটের অন্যরাও উপস্থিত। তারই ফাঁকে অমন বজ্রপাত।

'মানে কেন? কী বলছেন আপনি!'' পরিচালকের যুক্তি, 'আসলে ছবিতে নায়ক (উত্তমকুমার) গান জানেন। তাঁর বন্ধু (তরুণকুমার) গাইতে পারেন না। গল্পে এমনই বলা আছে। নায়কের গানটা শ্যামলবাবুর (মিত্র)। আপনি গাইছেন বন্ধুর লিপে।''

'তাই বলে খারাপ করে গাইতে হবে! তা হলে আমাকে ডেকেছেন কেন? আমায় বরং ছেড়ে দিন।''

গম্ভীর হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন মানবেন্দ্র। তখনই নায়ক উত্তমকুমারের প্রবেশ। কনট্রোল রুমে বসেছিলেন এতক্ষণ। এ ঘরের সব কথাই তাঁর কানে গেছে। ঢুকেই বললেন, 'মানব তুই উঠিস না।'' মানবেন্দ্রর মনের অবস্থাটা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন তিনি। আলাপ তো আর এক দিনের নয়। যখন তিনি চলচ্চিত্রের ধারেকাছে নেই, তখন থেকেই। টালিগঞ্জের বাঙাল পাড়ায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে তবলা শিখতে যেতেন সে দিনের অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সে কত কাল আগে! সেই আলাপ আরও জমে গিয়েছিল 'সাড়ে ৭৪'-এ একসঙ্গে অভিনয় করায়।

ইউনিটের লোকজনের দিকে তাকিয়ে উত্তম বললেন, 'দেখুন গল্পটা তো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নয়। একটু বদলে নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নায়কের বন্ধুকে গায়ক করতে দোষ কী! মানবকে আপনারা ডেকেছেন, ও তো চাইবে ওর একশো ভাগ দিতে। যেমন আমার কাছ থেকেও আপনারা আশা করেন। ওর মতো এক জন গায়ক খারাপ করে কী করে গাইবে?''এই কথায় কাজ হল। ভাগ্যিস! নইলে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা দ্বৈত সঙ্গীতের যে কী হত, কে জানে!

সে-যাত্রায় বন্ধু উত্তম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েও এক বার সঙ্গীত পরিচালনার কাজ থেকে সরে আসেন মানবেন্দ্র।'বনপলাশীর পদাবলী' ছবি করবেন উত্তমকুমার। সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ডাকলেন তাঁর ' প্রথম সিটিঙে গিয়ে মানবেন্দ্র দেখেন, তিনি একা নন। শ্যামল মিত্র সহ আরও জনা তিন-চার সঙ্গীতকার রয়েছেন।সবাই মিলেই একই ছবিতে একসঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি মানবেন্দ্রর। সরে দাঁড়ান। -'এত অ্যামেচারিশ ব্যাপার আমার পোষাবে না।''

অ্যামেচারিজম পছন্দনয়। গানের সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে পড়ার মধ্যে অদ্ভুত সব কাতরতা। আর তার জন্যই বোধ হয় অমন বিচিত্র ভাবে প্রথম বার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। 'চাপাডাঙার বউ'। কাহিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্রপরিচালক নির্মল দে নিজেই বললেন, ' কাজ হতে পারে। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা দিতে হবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।'' তত দিনে প্লে-ব্যাকে অল্পবিস্তর নামধাম হয়েছে। 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ ছোট্ট একটু আহির ভৈরো আলাপ গেয়ে পরিচালক নির্মলবাবুর মন ছুঁয়েছেন। তাতেই ওই প্রস্তাব।

যাওয়া হল তারাশঙ্করের টালা পার্কের বাড়ি। ব্যাঘ্রচর্মের ওপর বসে লাল ধুতি পরে লিখছেন তারাশঙ্কর। গলায় উপবীত। রুদ্রাক্ষ। আলাপ করিয়ে কথা পাড়তে মাথা না তুলেই নির্মলবাবুকে বলে দিলেন, 'না, না হবে না। গল্পটা আমার খুব শক্ত। স্ক্রিপ্ট আমিই লিখছি। তুমি কোনও পাকা সঙ্গীত পরিচালককে আনো।''এর পর আর কোনও কথা নেই। কিছুক্ষণ বাদে নিজে থেকেই তারাশঙ্কর বললেন, ' দু'কলম লিখে দিচ্ছি। সুর করো তো।'' ' সিচ্যুয়েশনটা কী?'' যুবক-সঙ্গীতকারের এ-কথায় সেই প্রথম বোধ হয় থমকেছিলেন কাহিনিকার। মুখে শুধু বললেন, ' (উত্তমকুমার) গাজনে শিব সেজে নৃত্য করছে।'' গানের কথা হাতে নিলেন মানবেন্দ্র। - 'শিব হে / অশিব শঙ্কর।' এর পরই ঢাকের তাল মাথায় রেখে কীর্তনের ঢঙে সুর বেঁধে গাইতে লাগলেন। একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে। কিছুক্ষণ বাদে দেখেন তারাশঙ্করও উঠে পড়েছেন। মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি। গান থামলে নির্মল দে-কে বললেন, 'একদম ঠিক জনকেই এনেছ। এই-ই পারবে। আর কারও খোঁজ লাগবে না।'' গানের জন্য এক দিকে আবেগী। অন্য দিকে বেপরোয়া। নাছোড়। সে একেবারে ছোট থেকেই। ইন্টার কলেজিয়েট কম্পিটিশন। সেখানে কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে হবে। বাকিগুলো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত? বাড়ির পরিবেশ ভরপুর গানের, কিন্তু কোনও দিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা তেমন করা হয়নি। কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ। বললেন, 'জর্জ বিশ্বাসের (দেবব্রত বিশ্বাস) কাছে যা। পারলে ওই তোকে গাইড করতে পারবে।'' ভোরে লেকে জগিং করার অভ্যাস ছিল মানবেন্দ্রর। জর্জ বিশ্বাস তখন থাকতেন সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এ। দিনভর তাঁর বাড়ির দরজা খোলা। জগিং সেরে ঢুকে গেলেন দরজা ঠেলে। এলোমেলো ঘর। মশারি টাঙানো। ঘুমিয়ে আছেন দেবব্রত বিশ্বাস। সটান মশারি তুলে হাত দিয়ে তাঁকে ঠেলাঠেলি করতেই উনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'আপনি ভারী অসভ্য ইতর লোক তো! না বলে কয়ে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত লোককে তুলে দিচ্ছেন!''ভয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মানবেন্দ্র। বাড়ির কর্তা বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুয়ে জাঁতি হাতে সুপারি কাটতে কাটতে আড়চোখে খানিক চেয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'মশায়ের কী করা হয়?'''ছাত্র' ' তো মনে হয় না ভাল কিছু কাজ করেন। তা আগমনের হেতু?'' কলেজ কম্পিটিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে। আপনার কাছে শিখব।''

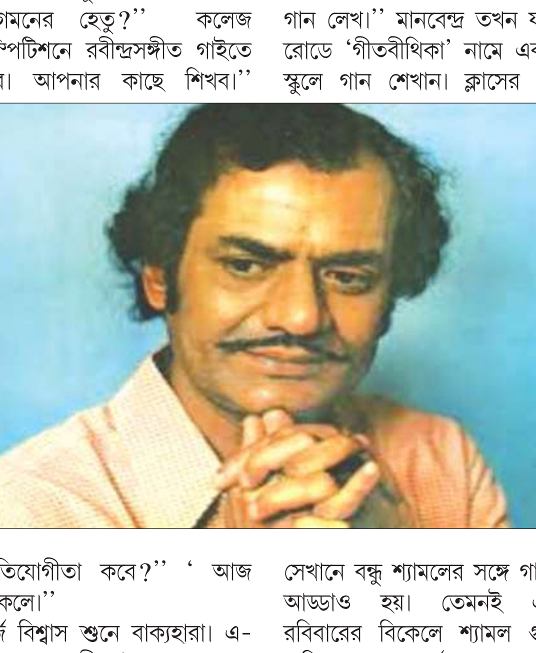

'প্রতিযোগীতা কবে?'' ' আজ বিকেলে।''

জর্জ বিশ্বাস শুনে বাক্যহারা। এ-ছেলে বলে কী! ' কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। উনিই আপনার কাছে পাঠালেন।'' এর পর সদয় হলেন জর্জ বিশ্বাস। গান শেখাতে বসলেন- 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশেরও পাখি'। কিছুক্ষণ বাদে জর্জ অফিসে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর বোনকে বলে গেলেন, 'যতক্ষন না ওঁর গানটা ঠিক হচ্ছে, ছাড়বি না।'' সে আর আটকানো যায়নি। একটু বাদেই বোনের নিষেধ সত্ত্বেও চলে এসেছিলেন। কিন্তু বিকেলবেলা প্রতিযোগিতায় গিয়ে চমকে গেলেন। বিচারকদের চেয়ারে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, অনাদি দস্তিদারের পাশে স্বয়ং দেবব্রত বিশ্বাস! মানবেন্দ্রকে দেখে উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। প্রতিযোগিতায় তাঁকে তিনি কোনও নম্বরও দেননি। কিন্তু সবার বিচারে প্রথম হলেন মানবেন্দ্রই। এর পর আবার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে দেখা করতে যেতেই জর্জ বললেন, ' আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই আপনার প্রথম আর শেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া। এ লাইন আপনার নয়।'' সেই থেকে পারতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গানের ধার মাড়াননি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গান নিয়ে ওঁর প্যাশনটা যে কী পর্যায়ের ছিল! কত বার হয়েছে, রেকর্ডিং করতে বসে কখনও সুরের গমকে কেঁদে ফেলেছেন। আবার সুর আসছে না, কথা ভাল লাগছে না বলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, এমনও হয়েছে। এক বার এমনই এক কারণে সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে বড়সড় ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। সে বছর পুজোয় বিখ্যাত এক গানের মহলা। 'বনে নয় মনে মোর'। রেকর্ডিং হবে একটু পরেই। অথচ নচিকেতার তৈরি মুখড়াটা কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। শেষে তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দীকে মানবেন্দ্র বললেন, 'তুই একটা টুকরো বাজা তো।'' বাজালেন রাধাকান্ত। সেটাই গানের মুখে লাগালেন। এ বার মানবেন্দ্র-রাধাকান্ত দু'জনেরই খুব পছন্দ হল। নচিকেতা গেলেন রেগে। তক্কাতক্কি করে উঠেই গেলেন মহলা ছেড়ে। মহলা কিন্তু থামল না। রেকর্ডিংও হল। এই পুরো সময়টা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে গান শুনেছিলেন নচিকেতা। ধীরে ধীরে গানটা ওঁর মনে ধরে গেল। শেষে এসে জড়িয়ে ধরলেন মানবেন্দ্রকে।' গান বাঁধা হচ্ছে। গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। মানবেন্দ্রর বহুকালের বন্ধু। যখন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্যামলের বিয়ে হয়নি, তখন থেকেই তাঁরা হরিহর আত্মা। এই বন্ধুতা শুধু দু'জনের নয়, সম্পর্ক ছিল পরিবারে-পরিবারে। তা যে কতটা ঘন, বোঝাতে দুই বাড়ির একটা রীতির কথা বলা যেতে পারে।- প্রত্যেক বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নর্থ রোডে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে যেতেন। এক কুঁজো জল, এক থালা ফল আর মিষ্টি নিয়ে। এ প্রথা কবে শুরু হয়েছিল বলা মুশকিল, কিন্তু চলেছিল মানবেন্দ্রর জীবনের একেবারে প্রান্তবেলা অবধি। মায়ামৃগ-র সময় শ্যামল গুপ্তকে মানবেন্দ্র বললেন, 'নায়ক বিশ্বজিৎ নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু নায়কের সব কথাতেই ডাক্তারির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এমনকী প্রেম নিবেদনের সময়ও তাই। এটাকে মাথায় রেখে একটা গান লেখ।'' মানবেন্দ্র তখন ফার্ন রোডে 'গীতবীথিকা' নামে একটি স্কুলে গান শেখান। ক্লাসের পর সেখানে বন্ধু শ্যামলের সঙ্গে গান-আড্ডাও হয়। তেমনই এক রবিবারের বিকেলে শ্যামল গুপ্ত হাজির হলেন ফার্ন রোডে। সঙ্গে গান- 'মেটেরিয়া' মেডিকার কাব্য'। দেখে বললেন, 'ছ্যা' এ কী লিখেছিস! এ একেবারে চলবে না। গান লেখা টুকরো কাগজটা হাতে নিয়ে মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন জানলা দিয়ে। বন্ধু আর কী করেন! মুষড়ে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়লেন। ঘণ্টা দুই গড়াল। গানের ক্লাস শেষ। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন বন্ধু পাংশুমুখে বসে। বললেন, 'নারে, গানটা তুই মন্দ লিখিসনি। দেখি এক বার!'' এ বার রাগে-অভিমানে শ্যামল বললেন, 'তুই তো ফেলে দিলি রাস্তায়। আমার কাছে কোনও কপিও নেই। ট্রামে আসতে আসতে হাতে যা ছিল, তার ওপরে লিখেছিলাম।'' তা হলে? তখন সন্ধে নেমে গেছে। রাস্তায় আলো প্রায় নেই। টর্চ হাতে তোলপাড় খোঁজ চলল তার মধ্যেই। শেষে দলা পাকানো টুকরো কাগজটার খোঁজ মিলল নর্দমার পাশে। এর পর 'মেটেরিয়া মেডিকার' জনপ্রিয়তা তো আকাশ ছুঁয়ে যায়। যেখানে অনুষ্ঠানে যেতেন, 'মেটেরিয়া না শুনিয়ে রেহাই নেই। গানের লিপ দিতে মঞ্চে ডাক পড়ত বিশ্বজিতের। এই শ্যামল গুপ্তরই লেখা 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি'। মানবেন্দ্র বলতেন, 'ও আমার ভূতে পাওয়া গান।''

তখন রেডিয়োয় লাইভ ব্রডকাস্টের যুগ। ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেস থেকে ইডেনে আসেনি আকাশবাণী। এক অনুষ্ঠান শেষে পরের অনুষ্ঠানের মাঝে অনেকটা ফাঁকা সময় থাকলে অফিসেই কাটিয়ে দিতেন অনেকেই। তেমনই এক দিনে ছাদে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গান গাইছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিঝুম সন্ধেবেলা। ঠিক নীচে কবরখানার দিকটা জমাট কালো। ও-বাড়ির সাহেব-ভূতের গল্প বহুশ্রুত। তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না তাঁর। হঠাৎ কেউ যেন ডেকে উঠল, 'মানব মানব।'' চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখেন দুটো চোখ। জ্বলছে।- ' 'আমি শ্যামল। একটা গান লিখে ফেলেছি। শুনবি?''

একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'বল' অন্ধকারে দাঁড়িয়েই শুনতে লাগলেন গানের কলি- 'তোমার কাজল চোখে যে গভীর ছায়া কেঁপে ওঠে ওইতোমার অধরে ওগো যে হাসির মধু মায়া ফোটে ওইতারা এই অভিমান বোঝে না আমার।''

সারা শরীরে যেন বিদ্যু খেলে গেল। শেষ হতেই এক হাতে বন্ধুকে পাকড়ে ধরে সোজা পাঁচ নম্বর স্টুডিয়ো। ওখানে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো রাখা। সন্ধে পাঁচটার পর সে-ঘরের দরজা তালাবন্ধ থাকে। পিয়ানোর ডালায় চাবি দেওয়া। কিন্তু সে দিন যে কী হল!

দরজার ' ঘোরাতেই খুলে গেল! ডালায় হাত দিয়ে ওঠাতে উঠে গেল! তাতে বসেই গানের মুখড়াটা করে ফেলেছিলেন মানবেন্দ্র।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বিস্ময়ের ঘোর জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর কাটেনি। কেবলই বলতেন, ' আমার ভূতে পাওয়া গান।''কাকা শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখার্জি এবং শ্রী রত্নেশ্বর মুখার্জির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, মানবেন্দ্র ১৯৫৩ সালে তার প্রথম মৌলিক সঙ্গীত নাই চোখো লেখা শ্রীরাধার চোখে নাই শ্যামো রাই দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন । তিনি এইচএমভির সহযোগিতায় ফিরে দেখো না এবং জানিনা তুমি কোথায় নামে তার দুটি রেকর্ড প্রকাশ করেছিলেন । গানের কথা লিখেছেন শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এটি কীর্তন আন্দাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং মানবেন্দ্র শৈশব থেকেই কীর্তন, ভজন এবং ভক্তিগীতির প্রতি প্রশিক্ষিত ছিলেন। তার কাকারা প্রশিক্ষিত ধ্রুপদী বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং মূলত তাদের প্রভাবের কারণে তিনি সঙ্গীতের জগতে আসেন। তার বেশ কয়েকটি গান আকাশচুম্বী হতে শুরু করে যার মধ্যে রয়েছে রোমান্টিক এমনি কোরে পরবে মনে (গীতিঃ শ্রী শ্যামল গুপ্ত), এবং আধা ধ্রুপদীভাবে বাঁকানো ঘুমায়োনা সহেলি গো । অল্প সময়ের মধ্যে, মানবেন্দ্র বাংলার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় সঙ্গীত রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যথা শ্রী। সলিল চৌধুরী, শ্রী. সুধীন দাশগুপ্ত, শ্রী. রবিন চ্যাটার্জি, শ্রী আনোল চ্যাটার্জি, শ্রী. নচিকেতা ঘোষ, শ্রী. প্রবীর মজুমদার, পন্ডিত। শ্রী জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, শ্রী ড. অভিজিৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। তার সফল গানের মধ্যে রয়েছে আমি পরিণী বুঝিতে পরিণী এবং জুড়ি জনতে শ্রী রচিত। সলিল চৌধুরী ময়ূর কোঁথি রাতেরো নীল ও তরি চুড়িতে জে রেখেছি মন শোনা কোরে শ্রী। সুধীন দাশগুপ্ত Jodi Amake Dekho Tumi Udashi এবং Sei Chokh Kothai Tomar by Shri. অভিজিৎ ব্যানার্জি Ei Neel Nirjan Sagore by Shri. প্রবীর মজুমদার বিরোহিনী চিরো বিরোহিনী by Shri. হিমাংশু দত্ত ডক্টর শ্রী রচিত বোন নয় মনে মোর , আহা না রয় না । নচিকেতা ঘোষ তোমার পথের প্রান্তে মনের মনিদীপ জেলে রেখেছি ও তুমি ফিরায়ে দিয়েছো বোলে শ্রী। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজস্ব সুরও শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে, যেমন আমি এত যে তোমাই ভালোবেসেছি , সেই ভালো এই বসন্ত নই, রিমঝিম বাজে মঞ্জিরা কর , কতো আশা নিয়ে তুমি এসেছিলে ইত্যাদি। গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আজও শ্রোতাদের কাছে সমাদৃত। এর প্রমাণ হল এইচএমভির অনেক অডিও সংকলনে এখনও এই গানটি রয়েছে এবং এটি অনেক রেডিও স্টেশনে বাজানো হয়। মানবেন্দ্র মহানায়ক শ্রী উত্তম কুমারের চাঁপাডাঙ্গার বউ (১৯৫৪)। নজরুল স্বয়ং গান শিখিয়েছিলেন মানবেন্দ্রকে,

বাংলা সঙ্গীতের দিকপাল শিল্পীদের মাঝে যাঁর নামটা কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যায় না তিনি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একাধারে তিনি সঙ্গীত শিল্পী, অন্যদিকে সুরকার। জন্ম ১৯২৯-এর ১১ আগস্ট। ডাক নাম ছিল পল্টন। ছোটবেলা থেকেই এক সুরেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠেন মানবেন্দ্র। নিজের দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে বহু হিট আধুনিক গান শ্রোতাদের উপহার দিলেও নজরুলগীতির প্রতি এক আলাদাই ভালবাসা ছিল তাঁর। দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে শিখেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। তবে নজরুলের গান প্রচুর গাইলেও রবিঠাকুরের গান খুব বেশি গাইতে শোনা যায়নি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। শোনা যায় একবার নাকি কোনও এক প্রতিযোগিতায় কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাওয়ার কথা ছিল মানবেন্দ্রর। কিন্তু বাকিগুলো নিয়ে বিশেষ সমস্যা না থাকলেও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। সেই সময় মানবেন্দ্রর কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়াই নাকি তাঁকে দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ বিশ্বাসের) কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতো প্রতিযোগিতার দিন সকালে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে রীতিমতো তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন মানবেন্দ্র। প্রথমে একটু বিরক্ত হলেও পরে তাঁকে 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশেরও পাখি' গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। আর অবাক করা বিষয় সেই প্রতিযোগিতায় প্রথমও হয়েছিলেন মানবেন্দ্র।

চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হয়ে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন , যেখানে গানগুলি লিখেছিলেন বিশিষ্ট লেখক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে, তিনি উত্তম কুমার অভিনীত সারে চুয়াত্তোর চলচ্চিত্রে একটি ক্যামিও করেছিলেন এবং একটি গানও গেয়েছিলেন। চাঁপাডাঙ্গার বউ -এ , মানবেন্দ্র মহাদেবের গাজনের স্বাদ এনেছিলেন, যা বাংলার গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয় - শিবো হে শিবো হে । মানবেন্দ্রের মতে (একটি পুরনো টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে - কোথায়ে ও শুরে), তিনি শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তার অডিশন দিয়েছিলেন কারণ লেখক সুর শুনতে চেয়েছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত গানটি তার বাড়িতেই রচিত হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে, শ্রী. রবিন চট্টোপাধ্যায় দুটি প্রতিবন্ধী ছেলের গল্প লালু ভুলু নামে একটি চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন । চলচ্চিত্রটি বাংলায় অত্যন্ত সফল হয়েছিল এবং মানবেন্দ্র এই গানগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গেয়েছিলেন - যার হিয়া আকাশের নীল নীলিময় , দু ঃখ আমার শেষ কোরে দাও প্রভু , সুরজো তোমার সোনার তোর খোলা , দু ঃখের পথে নয় জোড়া , এই প্রাণ ঝরনা জাগলো । গানের কথা লিখেছেন শ্রী সাইলেন রায়। আরেকটি চলচ্চিত্র নীলাচল মহাপ্রভুতে, প্রখ্যাত সুরকার শ্রী রাইচাঁদ বড়াল তাকে চৈতন্যদেবের কীর্তন গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং জগন্নাথ জগবন্ধু গানটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবে, মানবেন্দ্র নবজন্মের একটি গান - ওরে মন মাঝি -কে চলচ্চিত্রে তার প্রথম হিট বলে কৃতিত্ব দেন।

১৯৭০ এর দশকেও, মানবেন্দ্র এই গঙ্গা সে পড্ডা , হালকা মেঘের পালকি , হাজর জনম ঘোর , এই মৌসুমি মন শুধু রং বোদলাই , ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গান গেয়েছিলেন। ১৯৮০-এর দশকে মানবেন্দ্র নজরুল গীতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং সেখানে গানের গান এবং গানের গানও গেয়েছিলেন। শ্রী বাগবাজারের গানে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গানের মধ্যে রয়েছে শ্রী রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের সৃষ্টি। ভোলা ময়রা, শ্রী. খিরোদ প্রসাদ, শ্রী. গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ, বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর অন্নপূর্ণার ঘাট , বাঁধোনা তোরিখানি , জয়গো ওই বাজায়ে বাশি প্রাণ কেমন কোরে , কি দিয়ে পুজিবো বোলো কি আছে আমার , ইত্যাদি শিরোনাম।

তিনি শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সাথে বিবাহিত ছিলেন এবং শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন, যিনি বর্তমানে একজন স্বনামধন্য গায়িকা।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৯২ সালে তিনি শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকের মতে, শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি, যা স্বর্ণযুগে অনেক ধ্রুপদী গায়কের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।বই পড়ে হোমিওপ্যাথি শিখেছিলেন মেয়ে প্রেমে পড়তে গান বেঁধে উপহার দেন। এমনই মানুষ সঙ্গীতসাধক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বলছেন কন্যা মানসী মুখোপাধ্যায় মেয়ে মানসী মুখোপাধ্যায়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি স্লোভাকিয়ায় স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেছেন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ২০২৫ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু পর্তুগাল এবং স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে তাঁর সরকারি সফরের শেষ লগ্নে ব্রাতিস্লাভায় পৌঁছেছেন। ২৯ বছরে এই প্রথম কোন ভারতীয় রাষ্ট্রপতির স্লোভাক প্রজাতন্ত্র সফর। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি দলে আছেন প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী নিমুবেন বাম্ভানিয়া এবং সাংসদ শ্রী ধবল প্যাটেল এবং শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়ও। রাষ্ট্রপতি তাঁর সফরের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান, যেখানে স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি শ্রী পিটার পেলেগ্রিনি আন্তরিক ভাবে তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁকে চিরাচরিত স্লোভাক ঐতিহ্য মেনে এক দম্পতি লোকসাজে সজ্জিত হয়ে রুটি এবং নুন দেন এবং পরে তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। পরে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি শ্রী পিটার পেলেগ্রিনির সঙ্গে একান্ত বৈঠকে এবং প্রতিনিধি স্তরে আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে রাষ্ট্রপতি পেলেগ্রিনির ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে স্লোভাকিয়ায় ভারতীয় শিল্প এবং সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তিনি ভারতের দ্রুতবর্ধনশীল সংবাদ জগ, মনোরঞ্জন এবং সৃষ্টিশীল অর্থনীতি ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রভূত সম্ভাবনা তুলে ধরেন। স্লোভাকিয়াকে চলচ্চিত্রের শ্যুটিং-এর জন্য উপযুক্ত স্থান এবং যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনায় একজন অংশীদার হিসেবে উপযুক্ত বলে মনে করে ভারত। তিনি স্লোভাকিয়াকে মুম্বাইতে ১ থেকে ৪ মে ভারত আয়োজিত আসন্ন ওয়েভস শিখর সম্মেলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দুই নেতাই দুটি সমঝোতা পত্রের হস্তান্তরের সাক্ষী থাকেন, একটি এনএসআইসি এবং স্লোভাক বিজনেস এজেন্সির মধ্যে এমএসএমই-র ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে এবং অন্যটি এসএসআইএফ এবং স্লোভাক বিদেশ ও ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রকের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ সহযোগিতা বিষয়ে।এর পরে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ দ্য স্লোভাক রিপাবলিকের স্পিকার শ্রী রিচার্ড রাশির সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতি শ্রী রাশিকে স্পিকার পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনঃদন জানান এবং দু-দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বকে ভারত কতটা গুরুত্ব দেয় সেটাও জানান। তিনি বলেন, ভারত এবং স্লোভাকিয়ার মধ্যে সৌজন্য এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে সাংসদদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা আছে। তিনি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ স্লোভাকিয়ায় স্লোভাক-ভারত মৈত্রী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলেন যে এতে আমাদের সাংসদদের মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রপতি স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রবার্ট ফিকো-র সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি জানান, স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে চিরাচরিত নৈকট্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনকে ভারত অত্যন্ত মূল্য দেয়, যার ভিত্তি গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, আইনের শাসন এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঐকমত্য।

জেলা শিক্ষা ভবনে তালা মারতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের ধস্তাধস্তি ঘিরে উত্তেজনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ ডিআই অফিস অভিযানে চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTUC (সেবাদল) শুক্রবার বিক্ষোভে সামিল হয়। বর্ধমানের কার্জন গেট থেকে একটি মিছিল করে তারা জেলা শিক্ষা ভবনের সামনে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভকারী কংগ্রেস কর্মীরা 'দফা এক, দাবী এক- মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' শ্লোগান তুলে শিক্ষা ভবনের প্রধান গেটে তালা লাগানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য গৌরব সমাদ্দার তালা ও শিকল নিয়ে এগিয়ে গেলে পুলিশ কর্মীরা বাধা দেয়। এক পর্যায়ে তালা কেড়ে নিতে গেলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। শেষপর্যন্ত পুলিশ তালা ও শিকল কেড়ে নেয় এবং তালা লাগানো আটকাতে সক্ষম হয়। পুলিশ তালা ও শিকল কেড়ে নিতেই বিক্ষোভকারীরা ডি আই অফিসের সামনেই বসে পরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার জানান, ডিআই অফিস অভিযান চলাকালীন পুলিশ যেভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং চাকরিপ্রার্থীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে, তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয়। শিক্ষা দপ্তর ঘুঘুর বাসা তৈরী হয়েছে। এতগুলো যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গেল শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার জন্য। সেই ঘটনারই প্রতিবাদে এই প্রতীকী তালাবন্দির কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ একপ্রকার জবরদস্তি করে তাদের হাত থেকে তালা ও শিকল কেড়ে নেয়। তাতে আঙুল কেটে রক্তপাত হয় তাদের এক কংগ্রেস কর্মীর। পুলিশ এখন দলদাসের কাজ করছে বলে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন গৌরববাবু। এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। তবে পুলিশের সক্রিয়তায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মসন্ধান! কলেজে আয়োজিত চাকরি মেলা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ এপ্রিল ঃ ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবনের দিশা দেখাতে 'চাকরি মেলার' আয়োজন। এদিন শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর সীতানন্দ কলেজ নন্দীগ্রামে এমনই চাকরি মেলার আয়োজিত করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, কলেজের কেরিয়ার প্ল্যানিং ও প্লেসমেন্ট সেলের উদ্যোগে ও অঞ্জনা ঘোষ মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী বেসরকারি সংস্থায় চাকরির ইন্টারভিউ দেয়। ছাত্রছাত্রীদের চাকরির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ, জানিয়েছেন সীতানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ড. সামু মাহালী। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের চাকরি মেলায় বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, ই-কমার্স, ম্যানুফ্যাকচারিং, কমিউনিকেশন, ব্যাংকিং ও ফিনান্স, স্বাস্থ্য-সহ মোট ৬ টি বেসরকারি সংস্থা যোগ দিয়েছিল। এই সব সংস্থায় সদ্য উত্তীর্ণ হওয়া ও কলেজের বর্তমান মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ইন্টারভিউ দিয়েছে বলে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ। গোটা বিষয় নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ জানান, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করা একটি জেনারেল ডিগ্রি কলেজের ক্ষেত্রে কার্যত রেকর্ড।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, 'ছাত্রছাত্রীদের চাকরির ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় কলেজে বিনামূল্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র আয়োজন ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। খুব শীঘ্রই প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে।' স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিষয়ে খুশি কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও।

রূপালী ধর স্মৃতি সম্মাননা - ২০২৫

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ মর্যাদা সৈনিক প্রয়াতা রূপালী ধর এর স্মরণে মর্যাদা সুরক্ষা আন্দোলন কর্তৃক ২০২২ সাল থেকে প্রবর্তিত রূপালী ধর স্মৃতি সম্মাননা রাণাঘাট এর পায়রাডাঙ্গা মর্যাদা সৈনিকবৃন্দ এই অনন্য সম্মাননা প্রদান করছেন রাজ্যে নারী হিসাবে সমাজসেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অনন্য নজির স্থাপন করার জন্য। রূপালী ধর স্মৃতি সম্মাননা - ২০২৫ দেওয়া হল রাজ্যের মধ্যে নারী হিসাবে সমাজসেবামূলক কাজে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা তথা উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলিকাতা বিধান মানব বিকাশ সমিতি - র অর্চিতা বসু -কে।

অর্চিতা বসু প্রসঙ্গে জানা যায়, বিগত কয়েক দশক ব্যাপী অর্চিতা বসু নিরলস সমাজসেবার কর্মধারা নতুন প্রজন্মের সামনে এক ইতিবাচক অনুসরণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একাধিকবার গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। বতর্মানেও তিনি আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা আছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় কখনোই তাঁর সমাজকর্মী সত্ত্বার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। রাজনৈতিক দলে যোগদান ও সক্রিয়ভাবে যোগদান করার অনেক আগে থেকেই অর্চিতা বসু সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সমাজসেবা তাঁর রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে। সমাজসেবায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর মাতা প্রয়াতা রূপালী বসু ও তাঁর পিতা প্রয়াত শম্ভুচরণ বসু। সমাজসেবায় সর্বদা তিনি পাশে পাচ্ছেন স্বামী তারাপদ মান্না, পুত্র সৌপায়ন মান্না, কন্যা আত্রেয়ী মান্না - কে। সমাজসেবার জন্য আমতা, উদয়নারায়ণপুর, বাগনান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর এর প্রত্যন্ত এলাকার অসহায়, অবহেলিত মানুষজন তাকে ' মা' বলে সম্বোধন করেন। সদালাপী, সদাহাস্যময়ী, মৃদুভাষী, যে কোনো মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সমাজসেবা রক্তে প্রবাহিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে। এখানেই অর্চিতা বসু - র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। অর্চিতা বসু অসুস্থ শরীরে ও গ্রামের পর গ্রাম প্রান্তিক এলাকার মানুষজনদের কাছে ছুটে বেড়ান। দামোদর নদের বন্যাবিধ্বস্ত, বন্যাবিধ্বংসী চেহারার সাথে বছরের পর বছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জন্য লড়াই চলে তাঁর। নদীয়ার করিমপুরের পরিত্যক্তা মরনাপন্না মানসিক প্রতিবন্ধী এক কন্যাকে নিজের বাড়িতে রেখে শুশ্রূষা দিয়ে আপন কন্যা স্নেহে পালন করছেন। সন্তান মর্যাদায় নতুন জীবনদান করার মতো বিভিন্ন কাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরবে করে চলেছেন। প্রচারের আলোকে তিনি কখনও আসতে চান নি। তিনি বলেন, আমি যেটা করি, যেটা করছি সেটা মানুষ হিসাবে করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । প্রচার বিমুখ অর্চিতা বসু এই অনন্য সম্মাননা পাওয়ার পর বলেন, এই অনন্য সম্মাননা পাওয়ায় সমাজের অবহেলিত, নিপিড়িত, অসহায়, নির্যাতিত মানুষজনদের প্রতি, সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আমার দায়িত্ব - কর্তব্য - দায়বদ্ধতা আর ও বাড়িয়ে দিয়েছে। নদীয়ার পায়রাডাঙ্গা - র এই অনন্য সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মর্যাদা আন্দোলনের রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে হাজারের ও অধিক নারী- পুরুষ সৈনিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অর্চিতা বসু এই সম্মাননা পাওয়ায় হাওড়া জেলা তথা কলিকাতা গ্রাম সহ হাওড়ার প্রত্যন্ত অসংখ্য এলাকার মানুষ আনন্দিত।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁওস্থিত সেন্ট্রাল হাসপাতালে নবজাতক পুনর্জীবন প্রোগ্রাম-এর আয়োজন

মালিগাঁও, ১১ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার কর্মচারী, তাদের পরিবার এবং সাধারণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য তার অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে। ৯ এপ্রিল, ২০২৫-এ সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এ একটি নবজাতক পুনর্জীবন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (এনআরপি) সফলভাবে আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণটি ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (আইএপি) এবং ন্যাশনাল নিওনাটোলজি ফোরাম (এনএনএফ) দ্বারা যৌথভাবে ফার্স্ট গোল্ডেন মিনিট প্রোজেক্ট-এর অংশ হিসাবে আয়োজন করা হয় - যার লক্ষ্য সময়োপযোগী এবং দক্ষ পুনর্জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে নবজাতকের বেঁচে থাকার হার উন্নত করার একটি প্রচেষ্টা। এই অনুষ্ঠানটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা যা নবজাতককে কার্যকরভাবে

পুনর্জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে জন্মের পরের প্রথম মিনিটে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি নিশ্চিত করে নবজাতকের অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার চেষ্টা করা। পেডিয়াট্রিক পরিষেবার উপর আরও জোর দিয়ে, হাসপাতালটি অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিশু চিকিৎসার বিশেষ বিভাগ চালু করেছে, ফলে রোগীদের এই অঞ্চল থেকে বাইরে গিয়ে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কম হয়েছে। প্রশিক্ষণে মোট ১৬ জন অংশগ্রহণকারী অংশ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ব্যাপক হ্যান্ড-অন সেশন এবং সিমুলেশন-ভিত্তিক লার্নিং মডিউল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অনুষ্ঠান কেন্দ্রীভূত পদ্ধতির মাধ্যমে, নবজাতকের জরুরী অবস্থা ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা কর্মীদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করেছে। এই পদক্ষেপ স্বাস্থ্যসেবার ফলাফল উন্নত করা এবং তার নেটওয়ার্কের অধীনে প্রদান করা চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নত করার প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবিরত দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে। জানুয়ারি, ২০২৫-এ নতুন আয়ুষ এবং আরইএলএইচএস ক্লিনিকের উদ্বোধন, বর্ধিত রোগী থাকা ঘরের সুবিধা সহ, রোগীর যত্নের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটায়। এই বিকাশ, ডিজিটাল ইন্ডিয়া পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ডস (ইএইচআর) গ্রহণের সাথে রোগীর ব্যবস্থাপনাকে সুশৃংখলিত করে এবং পরিষেবা সরবরাহকে উন্নত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সক্রিয় কমিউনিটি আউটরিচের মধ্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক কার্যসূচী রয়েছে, যা আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা অগ্রগতিতে অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে এর ভূমিকা অধিক দৃঢ় করে।

কাঠের গুড়িতে খোদাই করে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এঁকে নজির গড়লেন পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ কাঠের গুড়িতে খোদাই করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এঁকে নজির গড়লেন খোদ পঞ্চায়েত প্রধান। জীবন মানেই অনেক স্বপ্ন অনেক চাওয়া পাওয়া, রয়েছে অন্তহীন শখ, তবে শখের বসে

অন্যের ফেলে দেওয়ার জিনিস চাইতে দেখেছেন কখনও কাউকে? হ্যাঁ ঠিক শুনছেন এই মানুষটির শখ হল অন্যের ফেলে দেওয়া জিনিসকে পুনর্জন্ম দেওয়া। পদমর্যাদায় তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনতে এবং তা সমাধান করতে কাটে দিনের অধিকাংশ সময় তবে তার মাঝেও নিজের সখকে ভুলে যাননি। সময় পেলেই শখ পূরণে কখনও পুরনো জিনিস খুঁজে বেড়ান আবার কখনও নারকেল থেকে শুরু করে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরে কারুকার্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীববাবু। কলেজ লাইফ থেকেই এসবের প্রতি ঝোঁক তাঁর। হঠাৎই কলেজের মাঠে বসে চক পেন্সিলের উপর সুঁচ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বানিয়ে ফেলেছিলেন একটি মূর্তি তারপরেই যেন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসটা আরও বেড়ে যায়। এরপর থেকেই একেকটি ফেলে দেওয়ার জিনিসকে নতুন রূপ দেওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের অন্দরমহল তাঁর হাতের তৈরি নানান কারুকার্যে ভরা জিনিস দিয়ে ভর্তি। শখ ছিল কাঠের উপর মুখ্যমন্ত্রীর একটি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলবেন। সেই স্বপ্ন পূরণেই বিগত এক বছর থেকে কাঠের উপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যন্ত্র দিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। এই প্রসঙ্গে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সিনহা জানান ইচ্ছেটা অনেক আগে থেকেই, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। বর্তমানে সেই ইচ্ছে আর ভালবাসাতেই কাঠের গুড়ির উপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলছি। মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের হাতে এই উপহার তুলে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তবে জানি না কবে সেই সুযোগ হবে। কখনও চক পেন্সিল কখনও সাবান আবার কখনও নারকেলের উপরেই বিভিন্ন কারুকার্য করে থাকি। তারপরে হঠাৎ একদিন মাথায় আসে সবকিছুর উপরে বিভিন্ন মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে পারলে পাথর বা কাঠের উপর কেন পারব না? তারপর এই চেষ্টা শুরু। এরপরেই মিলে যায় সাফল্য বিগত এক বছর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ছবিটি তৈরি করছি আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সেই কাজের সম্পন্ন হবে। কথায় আছে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, আপার বাগডোগরা বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীববাবুর বাড়ি বর্তমানে যেন আস্ত এক মিউজিয়াম। যেই ঘরে গেলে ফিরে যাওয়া যায় পুরনো ইতিহাসের পাতা। শুধু অ্যান্টিক জিনিসই নয় তাঁর হাত যে ভাবে ফেলে দেওয়ার জিনিসকে নতুন রূপ দিয়ে আসছে তা আগামী নতুন প্রজন্মকে এক অন্য পথ দেখাবে।

জমির ধান তছনছ করল দাঁতাল, কৃষকদের কাঠগড়ায় বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল ঃ পাকা ধানে মই দিয়ে গেল হাতির দল। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ডিহিলাপুর মৌজায়। প্রায় ৬২ টি হাতির তাণ্ডবে ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে এলাকার প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা জমির বোরো ধান। মাথায় হাত কৃষকদের। চাপানউতোরের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন দফতর। সূত্রের খবর, প্রায় সাত মাস ধরে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের পাবয়ার জঙ্গলে ঘুরছিল দাঁতালগুলি। বুধবার বিকাল থেকে ওই হাতির দল বিষ্ণুপুর হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফেরার পথ ধরে। বন দফতরের কড়া নজরদারির মধ্যে হাতির দল বড়জোড়া থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাওয়ার পথেই ঘটে বিপত্তি। পাত্রসায়ের ব্লকের কুশদ্বীপ অঞ্চলের ডিহিলাপাড়া গ্রাম লাগোয়া প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘে জমির পাকা বোরো ধান মারিয়ে দেয়। মাঠের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান। আচমকা এভাবে পাকা ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না কৃষকরা। কৃষকদের অনেকদের দাবি, মহাজন অথবা স্থানীয় সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তাঁরা বোরো ধান চাষ করেছিলেন। এখন হাতির দল বোরো ধানের জমি মারিয়ে দেওয়ায় সেই ঋণ তাঁরা কিভাবে শোধ করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। এই ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য বন দফতরের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা। তাঁদের অভিযোগ বন দফতর হাতির দলকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে এ ছবি দেখতে হতো না। এত ধান এক লহমায় শেষ হয়ে যেত না।

।।।।

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ সামান্য গাছ কাটার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে গন্ডগোল। পরিণতি মৃত্যু। নৃশংসভাবে একাধিক বার হাসুয়ার কোপ মেরে ভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। মালদহের ইংলিশ বাজার থানার দক্ষিণ ভবানীপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে মৃত ভাইয়ের নাম মির্জা আজাদ। অভিযুক্ত দাদা বাবলু মির্জা ঘটনার পর থেকে পলাতক। তার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা যায় মৃত মির্জা আজাদ রা তিন ভাই। সব থেকে ছোট ছিল সে। দুই বিঘা জমিতে থাকা আম গাছ কেটে বিক্রি করছিল বাবলু মির্জা। আরো দুই ভাই রয়েছে সে একা কেন আম গাছ বিক্রি করবে এই কথা বলাতে ছোট ভাই এবং বড় দাদার মধ্যে শুরু হয় বচসা। অভিযোগ এরপরই বাবলু মির্জা তার ছোট ভাই মির্জা আজাদকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে একাধিকবার নৃশংস ভাবে কোপ মারে। গভীর রাত্রেই মির্জা আজাদকে মালদা

২৬ হাজার চাকরি বাতিল, বড় ধাক্কা ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়!

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১১ এপ্রিল ঃ চাকরি বাতিলের কারনে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পের আকাশে কালো মেঘ, রিসোর্ট, জঙ্গল সাফারি থেকে বিনোদন পার্ক সবেতেই প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা, যদিও শিক্ষা থমকে যাওয়ায় অধিক লাভের চিন্তা বিনোদন পার্ক মালিকের। জলপাইগুড়ি জেলার পরিচয় দেওয়া হয় ইংরেজি বর্ণমালার তিনটি 'টি' দিয়ে। টি, ট্যুরিজম, টিম্বার। নানান আইনি প্রতিবন্ধকতায় টিম্বার বা কাঠ ব্যাবসার ইতি ঘটেছে কয়েক দশক আগেই, চা এবং পর্যটনের ওপর নির্ভর করেই বেছে ছিলো ডুয়ার্সের পরিচয় সহ আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো, তবে চা বাগান এবং চা শিল্প নিয়ে এই মুহূর্তে আর উৎসাহজনক কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। দুটি আর্থিক স্তম্ভের পতনের পর কার্যত তৃতীয়টি অর্থাৎ পর্যটন শিল্পের কাধে ভোর দিয়েই কচ্ছপের গতিতে এগিয়ে চলছিলো ডুয়ার্সের আর্থ সামাজিক গ্রাফ। তবে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে একধাক্কায় ২৬ হাজার শিক্ষা কর্মীর জীবিকা চলে যাওয়ার ফল এবার রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের পাশাপশি পরতে চলেছে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পের ওপর, এটা প্রায় নিশ্চিত এমনটাই জানাচ্ছেন, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যাবসায়ী থেকে সাধারণ জনতা। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে গরু মারা, জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া, অভয়ারণ্য সহ একাধিক জঙ্গলে বন্য প্রাণীদের দেখার আশায় স্কুল গুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা হতেই ছুটে আসেন শিশু সন্তান সহ পরিবার। আর এতেই হাসি ফুটে উঠতো এতদ এলাকায় পর্যটন শিল্পের দৌলতে উপার্জন করে দিন গুজরান করে চলা লক্ষাধিক মানুষের মুখে। কোর্টের এক আদেশে যেমন নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষাকর্মী এবং তাদের নিকট আত্মীয়দের স্বপ্ন, ঠিক তেমনটাই অবস্থা ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবার গুলোর। এই প্রসঙ্গে ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম সেরা ঠিকানা রহমান হাউসের কর্ণধার , এই প্রসঙ্গে আক্ষেপের সুরে বলেন, এপ্রিল মাসে গরমের ছুটি শুরু হতেই প্রচুর শিক্ষক- শিক্ষিকা সপরিবারে ডুয়ার্স বেড়াতে আসেন , কিন্তু এবার বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে ব্যবসায় ভাটা পরা নিশ্চিত। যদিও সম্প্রতি নানান বিতর্কের মধ্যে দিয়েও গড়ে ওঠা উল্টো বাড়ি সহ অন্যান্য বিনোদন পার্কের ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত জিয়ারুল রহমান শিক্ষক - শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিলের ঘটনাটিকে সাপে বর হিসেবেই দেখছেন, এই বিষয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের ফলে আরো বাড়বে পর্যটক বিশেষত ছাত্র- ছাত্রীদের ভ্রমণ, কারন শিক্ষক নেই পড়াশুনো নেই, কি করবে ঘরে বসে থেকে। যদিও জিয়ারুলবাবুর আসায় জল ঢেলে দিয়ে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং ডুয়ার্সের জঙ্গল প্রেমী যশপ্রকাশ দেবদাস বলেন, চাকরি বাতিলের প্রভাব এবারের গরমের পর্যটন মরশুমে পরতে বাধ্য, কারন হিসেবে তিনি জানান, একদিকে যে সমস্ত শিক্ষা কর্মীদের রুজিরুটি বন্ধ হয়ে গেলো তারা যেমন মানসিক, আর্থিক দুভাবেই ভেঙে পরলেন, এরই সঙ্গে এই ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই করাল গ্রাসের শিকার হতে চলেছে আসন্ন পর্যটন মরশুম।

রাস্তা সারাই করতে এসে কালভার্ট ভেঙে ঢুকে গেল আস্ত রোলার ঃ পৌরসভার প্রতি গাফিলতির অভিযোগ বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ রাস্তা মেরামতির কাজ করতে এসে কালভার্ট ধসে ড্রেনে ঢুকে গেলো আস্ত একটা রোলার। ঘটনাটি বর্ধমান শহরের ৩নম্বর ওয়ার্ডে রসিকপুর এলাকার। এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার চাঞ্চল্যের ছড়ালো বর্ধমান শহরে। স্থানীয়দের অভিযোগ পৌরসভার গাফিলতির জেরেই এই ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার ওই কালভার্ট টি বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পরে ছিল। যে কোন সময় দূর্ঘটনা হতে পারে এই আশঙ্কা করে একাধিকবার বর্ধমান পৌরসভায় অভিযোগ জানানো হলেও সঠিক সময় ব্যবস্থা নেই নি পৌরসভা। ফলে ওই দূর্বল কালভার্টটির উপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পরেছে স্থানীয়রা। এলাকার তৃণমূল নেতা আবদুল রব দাবি করেন, গত তিন বছর আগে এই দুর্বল কালভার্টের মেরামতির প্রতিশ্রুতি দেয় পৌরসভা। তারপরও বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও কাজ হয়নি। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন জনপ্রতিনিধিদের জনসেবামূলক কাজ গুলি আগে প্রাধান্য দিতে হবে। সেই জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরবোর্ড নাকে সরষের তেল ঢেলে

ঘুমিয়ে আছে। আব্দুল রবের আরো অভিযোগ, বর্ধমান শহরের এক প্রভাবশালী নেতা ওই কালভার্টে টি তৈরীর করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালভার্টের গার্ড ওয়াল গুলি লোকজন দিয়ে ভেঙে দেন। পরে তিনি কালভার্টটি তৈরীর আর উদ্যোগ নেননি। ফলে কালভার্ট টি আরো দুর্বল হয়ে পরে। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা টি ঘটে। এই বিষয়ে বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, কালভার্ট টি মেরামতি কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। দুর্বল কালভার্টের উপর দিয়ে প্রত্যেকদিন ভারি যানবাহন যাতায়াত করতো। এতে কালভার্ট টি আরো দুর্বল হয়ে পরে। এরজেরেই কাজ করতে যাওয়া পৌরসভার রোলার টি দুর্ঘটনার কবলে পরে। পৌরসভার সবরকম ব্যবস্থা নিছে বলে দাবী করেন পৌরপতি।

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_০৩_২৫-২৬; তারিখ ঃ ০৯-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল_টিআরডি_০৩_২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ সম্পর্কিত- (i) ডিইএন/II/কাটিহার -এর অধীনে কাটিহার-জোগবানী সেকশনে আরসিসি বক্স তৈরি করে ৯/৭-৮ কিলোমিটার (০১নং) অতিরিক্ত জলপথের ব্যবস্থা, (ii) কাটিহারে- ১৪০ টি ক্রেনের জন্য ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কাভার্ড শেড নির্মাণ এবং পরিষেবা ভবন এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৩,৪০,০৪৮.৯১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৫-০৫-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বালুরঘাট বাজারে অভিযানে নামল খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল ঃ বাজার থেকে ড্রাইফ্রুট কিনছেন! তবে সাবধান। প্যাকেটের গায়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট বা এক্সপায়ারি ডেট লেখা আছে কিনা বা ওই প্যাকেট কোথা থেকে হয়েছে তার ঠিকানা দেওয়া আছে কিনা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বালুরঘাট বাজারে অভিযানে নামল খাদ্য সুরক্ষা দফতর ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র শহরের ফলের দোকানগুলিই নয়, বিস্তর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্যাসের দোকানেও অভিযান চালান তাঁরা। রাস্তার পাশে থাকা ফাস্টফুডের দোকানে উন্মুক্ত খাবার রাখার জন্য জোর ধমক দেন আধিকারিকরা। বালুরঘাট শহর জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফলের বাজার গুলিতে হানা দিয়ে আধিকারিকরা দেখতে চান প্যাকেটজাত ও শুকনো ফলের হাল বেহাল। ফলের দোকানগুলিতে ঢুকেই যেন চক্ষু চরক কাজ আধিকারিকদের। কেননা ড্রাইফ্রুট গুলির প্যাকেট করা হলেও তবে কতদিন এই গুনমান বজায় থাকবে তা স্পষ্ট নয়। এমনকি ফলের দোকানে ব্যবহৃত ওজন মাপার যন্ত্র সঠিক নয়। কিছু দোকানের ওজন যন্ত্রে গরমিল থাকায় সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরকম নানা অভিযোগ সামনে আসতেই আধিকারিকরা ফল ব্যবসায়ীদের চরম সতর্কতা দেন। আগামীদিনে এভাবে ব্যবসা করতে থাকলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিয়ম মত ফাইন বা আর্থিক জরিমানা করা হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, ঝা-চকচকে বিভিন্ন সিনেমাহল, রেস্টুরেন্ট গিয়েও খাবারের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন আধিকারিকরা। তার গুণমান ও বিক্রির দাম সঠিক নেওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। দফতরের পক্ষ থেকে জানা যায়, বেশ কিছুদিন যাবত বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সমস্ত ফলের দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে আসতেই এই ধরনের অভিযান বলে জানা যায়। পরবর্তী হানায় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থাকলে জরিমানা করা হবে। এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমমোক্তারনামা

১) **কাদের সেখ,** পিতা- সাজ্জাদ সেখ, সাং- নওদা, ২) মুকুল দাস, সাং- দক্ষিন পাড়া, উভয়ের পোঃ- গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৫ সালে Book-IV, ২৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) শিশ মহম্মদ সেখ, ২) গিয়াসুদ্দিন সেখ, ৩) জলেনুর বেওয়া, ৪) রহিমা বিবি, ৫) মাজিয়া বিবি** আমাদেরকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৫ নং রামচন্দ্রবাটি মৌজাস্থিত এল. আর. ১ নং দাগের এল. আর. ১৯৭৮, ১৯৭৬ নং খতিয়ানের মোট ১৮ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

রজব মিঞা, পিতা- আজাদ মিঞা, সাং- বানীপুর, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, ১৪৬৭৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) বাদিরুল সেখ, ২) ফরিদ সেখ, ৩) হাবিবুল সেখ, ৪) মহঃ এবাদুল সেখ, ৫) মুনজেরা বিবি, ৬) শেফালী বিবি, ৭) টুনটুনি বিবি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১২ নং সাধুয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ৬০, ৫২ নং দাগের এল. আর. ১২১৯, ১২২০ নং খতিয়ানের মোট ৭.৭১৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

১) আসরাফ মল্লিক, পিতা- আফতাবুদ্দিন মল্লিক, সাং- ও পোঃ- ও থানা- পাইকর, জেলা-বীরভূম, ২) নবাবুল সেখ, পিতা- রিয়াজুদ্দিন সেখ, সাং- মুকুন্দপুর, পোঃ- দয়ারামপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৯ সালে Book-IV, ৫৫৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **আলি আফজাল** আমাদেরকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত এল. আর. ১৬২৩ নং দাগের এল. আর. ৮০৫ নং খতিয়ানের মোট ১৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

ফারুক আহমেদ, পিতা- আব্দুল হাকিম, সাং- বানীপুর, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, ১৭২৭৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **মহম্মদ উস্তর আলি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১২ নং সাধুয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ৪৯ নং দাগের এল. আর. ২০১৫ নং খতিয়ানের মোট ৯ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

মোঃ ইসমাইল সেখ, পিতা- মৃত ফেরদাউস সেখ, সাং- ও পোঃ- লালখাঁনদিয়া।, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-1, ১১৪০৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) জাকির হোসেন, ২) রেজাউল করিম আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১২ নং সাধুয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ৫১ নং দাগের এল. আর. ১৮৯৯, ১৮৯০ নং খতিয়ানের মোট ১.২৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Tender ID 2025_ZPHD_835597_1. for details visit Website www.wetenders.gov.in

Sd/- Pradhan Simulpur G.P

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৩৫, তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/২৬/২৪-২৫/এসএফ, আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** "কৃষ্ণনগর সিটি জং-লালগোলা শাখায় এল.সি গেট নং ৮৫/ই, ৮৭ই/১১৩/ই, ১১৬/ই, ১১৭/ই, ১১৮/ই, ১৪৩/ই-তে আরসিসি ইউ-ট্রাফ দ্বারা ছাদ আচ্ছাদন সহ আরসিসি বক্স দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের দ্বারা প্রহরাযুক্ত/প্রহরাবিহীন এলসি গেট অপসারণের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে টেলিকম-এর কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,০০,৮৫,৯২৫.০১; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ₹ ২,০০,৪০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ২৫.০৪.২০২৫; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ০৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ** www.ireps.gov.in -এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের কাজের জন্য সমতুল ধরনের কাজ বলতে সিগন্যাল বা টেলিকমের যেকোনো কাজ যা গর্ত খোঁড়া, সিগন্যালিং বা টেলিকম কেবেল পাতা বা পরীক্ষার কাজকে বোঝাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-10/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE DADPUR GRAM PANCHAYAT

Vill.- Jampur, P.O.: Puinan , P.S.- Dadpur, Dist.- Hooghly

e-NIT – 1/DGP/2025-26 ; Dated. 14th April 2025

For and on behalf of the Dadpur Gram Panchayat, Prodhan, Dadpur Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 6(Six)Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC, Work completion Period: **90 Days.** Last date of Submission of Bid(online) **28.04.2025 up to 13:30 Hrs.** Date of Opening of Bid(online) on **28.04.2025 at 13:30 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

গৃহকোণ

ঘরে গাছ, দেওয়ালে হালকা রং, কম আসবাবের ব্যবহার চোখকে প্রশান্ত করে

উৎসবে নিজেদের পাশাপাশি অন্দরেরও চাই নতুন সাজ। বিশেষ করে বাড়ির প্রবেশপথ, বসার ঘর, খাবার ঘরে নানা কিছু যোগবিয়োগ করে নতুনত্ব আনার একটা চেষ্টা কমবেশি সবারই থাকে। কেউ নতুন আসবাব কেনেন, কেউ অনুষঙ্গে আনেন বদল। এ সময় ঘরের আসবাবে মিনিমালিস্টিক ধারণা বেশি জনপ্রিয়। বিশেষ কোনো দিনে অন্দর কীভাবে সাজাতে পারেন, তারই একটি ধারণা এখানে রইল। অতিথি বসার ঘরেই প্রথমে আসবেন। ছবি দেখলেই বোঝা যায়, এটি তরুণ কোনো দম্পতির ঘর। স্পটলাইট, আধুনিক নকশার ঝাড়বাতি, দেয়ালের দুই থেকে তিন ধরনের নকশা, এল আকারের সোফায় সবুজ রঙের থ্রোস, বড় কফি টেবিলের পরিবর্তে ছোট ছোট একাধিক টেবিল সবকিছুতেই এই সময়ের ছাপ। টেলিভিশনের নিচে এমন ক্যাবিনেট অন্দরের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি ঠেসেঠুসে রাখা যায় নানা ধরনের জিনিস।

ছবি, আলোকবাতি, ঘর অনুযায়ী আসবাব, প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা, ফলস ছাদ এবং দেয়ালের বাড়তি অলংকরণ ড্রয়িং রুমকে আকর্ষণীয় করে তোলে যে কয়েকটি বিষয়, সবই এই বসার ঘরে আছে। ঘরটি ছোট হলেও পরিকল্পনার কারণে দেখতেও লাগছে বড়। ঘরের ভেতর ছোটখাটো পরিবর্তনেই চলে আসবে উৎসবের আমেজ। গাছ এ ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। দেয়ালে যোগ করতে পারেন আয়না। দেয়ালে লাগানো ঝুড়িগুলো দেখেছেন? সেখানে রাখা হয়েছে ছোট ছোট টবে লাগানো পাতাবাহার। জুতা রাখার রাকের ওপর এ ধরনের ছবিও রাখতে পারেন। অন্দরে ঢোকার সময় সবুজের উপস্থিতি মন ভালো করে, দূর করে ক্লান্তি। বাড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রান্নাঘর। জায়গা অনুযায়ী রান্নাঘর ডিজাইন করা প্রয়োজন। এতে কাজের গতি বাড়বে। আধুনিক রান্নাঘরে তাকের ভেতর আলো ব্যবহারের বিষয়টি অনেকেরই পছন্দ। চুলার ওপর কিচেন হুড লাগাতে পারলে তেল চিটচিটে ভাব কম হবে। ব্যবহার করা জিনিস গুছিয়ে রাখতে রান্নাঘরের ওপরে ও নিচে পর্যাপ্ত তাক বা শেলফ থাকতে হবে। গল্প করা, একসঙ্গে বসে খাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন খাবার ঘরের অনেক কাজ। প্রয়োজনীয় জিনিস রাখার জন্য ওয়াগন, শেলফ, হাত ধোয়ার জায়গা প্রভৃতি পরিকল্পনা অনুযায়ী থাকলে ভালো। কাজের সময় গতি বাড়বে। এই ঘরের একদিকের দেয়ালে রাস্টিক ইট, আরেক দিকে দেয়ালজুড়ে আলমারি, অন্যদিকে বেসিন আর বাসন রাখার কাবার্ড। খাবার টেবিলের টপটি মার্বেলের। চেয়ারগুলো ভেলভেট কাপড়ে মোড়া, পায়ার নিচের অংশে সোনালি ধাতবের ব্যবহার আর মাথার ওপরের ঝাড়বাতিটি অনেকটা মধ্যযুগের ভাব নিয়ে এসেছে। কথায় আছে, পরিবেশন সুন্দর হলে খিদে বেড়ে যায় বহুগুণ। তাই খাবার পরিবেশনের সময় খাবার টেবিলের সৌন্দর্যের দিকেও খেয়াল রাখুন। ফুলতোলা নকশার বাসন, টেবিলের ওপর ছোট ফুলদানি আর মোমবাতির ব্যবহার করতে পারেন। পুরো পরিবেশেই চলে আসবে সতেজ ভাব।

রূপবানের তৈজসপত্র রাঙানো হচ্ছে রিকশা পেইন্টিংয়ে

যদিও রিকশা পেইন্টিংয়ের ব্যবহার শুরু হয় পোশাক আর আসবাবে, তবে এখন বিভিন্ন তৈজসপত্র রাঙানো হচ্ছে রিকশা পেইন্টিংয়ে। প্লেট, কেটলি, চায়ের কাপ, ট্রে, গ্লাস, টিফিন বাটি তো আছেই। আরও আছে মুড়ির টিন, চাকফির বয়ামের মতো অনুষঙ্গ। তৈজসে রিকশা পেইন্টিংয়ের কাজ করছেন শিমুল মজলিশ। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম রূপবান। বলছিলেন, হারিকেনের ওপর রিকশা পেইন্টিংয়ের কাজ শুরু করেন। এরপর ক্রেতাদের কাছ থেকেই হাঁড়ি, পাতিল, প্লেট, গ্লাস রাঙানোর ফরমাশ আসতে থাকে। সেই থেকে শুরু। সম্প্রতি তাঁদের রিকশা পেইন্টিংয়ের মুড়ির টিন বেশ ভাইরাল হয়। এর পেছনে এক মজার গল্প শোনালেন শিমুল। বলছিলেন, ছোটবেলায় নানুবাড়িতে বেড়াতে গেলে দেখতেন ভাঙারিওয়ালারা তাঁদের টিনে হাওয়াই মিঠাই বা কটকটি বিক্রি করছেন। পুরোনো ভাঙা জিনিসের বিনিময়ে সেগুলো কিনে খাওয়া হতো। সেই টিনের বাক্স ছোটবেলায় শিমুলকে বেশ টানত। এই ভাবনারই প্রতিফলন রিকশা পেইন্টের মুড়ির টিন। রূপবান ছাড়াও ফিনারী, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, যাত্রার মতো প্রতিষ্ঠানও তৈরি করছে রিকশা পেইন্টের তৈজস। কাঠের বাসনকোসন নিয়েও কাজ হচ্ছে বিস্তর। সেখানেও প্রাধান্য পাচ্ছে দেশীয় উপকরণ। তাতে যুক্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধারার নকশা। কাঠের তৈজসপত্র নিয়ে কাজ করছে ইকিগাই। সেগুন, গামারি, গর্জন কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে বাসন। কাঠের প্লেট, বাটি, চামচ, হাতাকী নেই। এসব তৈজসের আকারগুলোতেও আছে বেশ বৈচিত্র্য। তবে কাঠের তৈজস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা মেনে চলতে হবে। যেমন ঝোলজাতীয় জিনিস কাঠের বাসনে পরিবেশন না করাই ভালো। এতে কাঠের বাসনের খাঁজে খাঁজে মসলা ঢুকে থাকে। ভালো করে ধোয়ার পরও তা যায় না। পরে খাবার পরিবেশনের সময় সেই তৈজস থেকে আসে বিকট গন্ধ। যে কারণে শুধু শুকনো খাবার পরিবেশনের সময় কাঠের তৈজস বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ইকিগাইয়ের উদ্যোক্তারা। তবে এত বৈচিত্র্যময় দেশীয় তৈজসের ভিড়ে কিন্তু হারিয়ে যায়নি মাটির বাসনকোসনের চাহিদা। আদি নকশার মাটির তৈজস যেমন আছে, তেমনি বাঁশ, বেত যুক্ত করে সেখানেও আনা হচ্ছে ভিন্নতা। মাটির সঙ্গে বাঁশের সংমিশ্রণের ভিন্নধর্মী তৈজস তৈরি করছে ভূমি আর্টিসান। এর স্বত্বাধিকারী স্থপতি জান্নাতুল ফেরদৌস বলছিলেন, খুব একটা বৈচিত্র্য না থাকায় মাটির বাসনকোসনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কিছুটা কম থাকে। স্থাপত্যবিদ্যায় পড়াশোনার কারণে দেশবিদেশের ক্র্যাফট পণ্য নিয়ে জান্নাতুল অনেক তথ্যই জেনেছেন। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোতে মাটি দিয়ে বেশ ভালো মানের পণ্যের কাজ হয়। তিনিও দেশীয়ভাবে সেই প্রযুক্তি দিয়ে কাজ শুরু করেন। যে কারণে ভূমি আর্টিসানের পণ্যের ফিনিশিং একটু অন্য রকম হয়। সঙ্গে বেত যুক্ত করে তিনি এনেছেন ফিউশন, যা ক্রেতারা সাদরে গ্রহণ করছেন। 'আসলে দেশীয় উপকরণে দেশি তৈরি পণ্যে যাতে আন্তর্জাতিক মান দেওয়া যায়, সেই বিষয় নিয়েই কাজ করছি।' তিনি মনে করেন, এতে একজন ডিজাইনারের চেয়ে কারিগরের অবদানটাই বেশি থাকে। ঐতিহ্যবাহী মাটির বাসনকোসন পাত্র শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, বরং এর রয়েছে কিছু স্বাস্থ্যগত উপকারিতাও। মাটির পাত্রে জল রাখলে জলেতে হরেক রকমের খনিজ পদার্থ মেশে। ফলে দেহে প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানগুলোর অভাব হয় না। ভালো থাকে বিপাকপ্রক্রিয়া।

এশিয়া বুক অব রেকর্ডস-এর স্বীকৃতি পেল ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ

আগরতলা, ১১ এপ্রিলঃ আবারো ইতিহাসের মাইল ফলক ছুঁল ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। দেশের পর এবার মহাদেশ। 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস' এর পর এবার ''এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর স্বীকৃতি পেল এই মেডিকেল কলেজের। আজ, শুক্রবার, সকালে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই স্বীকৃতি সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। আজ এশিয়া বুক অব রেকর্ডস-এর প্রতিনিধি ও প্রখ্যাত মুখোশ শিল্পী, সঞ্জয় ভোলাধীর, ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় ডেপুটি স্পিকার ও স্থানীয় বিষয়ক শ রামপ্রসাদ পাল ও কলেজের প্রিন্সিপ্যালের হাতে এই সম্মান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় ডেপুটি স্পিকার ও স্থানীয় বিষয়ক রামপ্রসাদ পাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সত্য রঞ্জন দেববর্মা, রাজ্যের প্রবীন সাংবাদিক তথা সন্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল দে, সম্পাদক নব্যেন্দু ভট্টাচার্য, মেডিকেল কলেজের সহ-সভাপতি সৌগত পীট সহ আর বহু বিশিষ্টজন। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী ও রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষার জগতে এটি এক অনেক বড় অর্জন বলেই মনে করা হচ্ছে।এই স্বীকৃতির কারণ হিসাবে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস জানিয়েছেন যে, ''ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে, যেখানে একটি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধনী শিক্ষাবর্ষে সর্বাধিক রাজ্যব্যাপী ভর্তি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এশিয়া বুক অব রেকর্ডস-এর প্রতিনিধি সঞ্জয় ভোলাধীর জানিয়েছেন যে, এশিয়ার ৪৮টি দেশের মধ্যে এমন ঘটনার কোন নজির তাদের কাছে নেই। ২০২৪২৫ শিক্ষাবর্ষে কলেজটি ভারতের ২১টি রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করেছে, যা এশিয়ার নবনির্মিত মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। রেকর্ডের পথচলা ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ২০২৪ সালে তাদের প্রথম শিক্ষাবর্ষ শুরু করে। কলেজের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। প্রথম বর্ষেই এই কলেজে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন, যা দেশের অন্যান্য নতুন মেডিকেল কলেজগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম বছরে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে, ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের তালিকা দেখলে বোঝা যায়, এখানে ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি কোণ (মোট ২১ রাজ্য থেকে) থেকে শিক্ষার্থীরা এসেছে। ত্রিপুরা থেকে সর্বাধিক ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, , হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, দিল্লি, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, এবং উত্তরাখণ্ড থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে এসেছে। এই কলেজের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। প্রথম বর্ষেই এই কলেজে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন, যা দেশের অন্যান্য নতুন মেডিকেল কলেজগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, 'ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ' জাতীয় স্তরের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেরা স্বাস্থ্য শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে। প্রথম থেকেই এই কলেজ দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিবাবকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।আজকের অনুষ্ঠানে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এর পক্ষে শ্রী সঞ্জয় ভোলাধীর অসামান্য এই স্বীকৃতির স্মারক, মেডেল ও মানপত্র তুলে দেন ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় ডেপুটি স্পিকার ও স্থানীয় বিষয়ক শ্রী রামপ্রসাদ পাল, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সহ-সভাপতি সৌগত পীট ও কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ সঞ্জয় নাথের হাতে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডেপুটি স্পিকার ও স্থানীয় বিষয়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, ''দেশের ২১টা রাজ্য থেকে এখানে পড়তে এসেছে। আজ এই মেডিকেল কলেজ 'মিনি ভারতবর্ষ' গড়ে উঠেছে। এটা অহংকারের বিষয়। এখানকার এলাকবাসী ভাগ্যবান। ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, আজ ত্রিপুরার গর্ব। ১০ বছরে মেডিকেল কলেজ চালু করা যায় না, আর এখানে কলেজের সভাপতি মলয় পীটের নেতৃত্বে ২ বছরের মধ্যে কলেজ পুরোদমে চালু হল, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। এটা অভাবনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''লাফালাফি করলে হবে না। কাজ করতে হবে। যারা কাজ করতে চায় তাদের কাআজ করতে দিতে হবে। তবেই সঠিক উন্নয়ন হবে। তিনি বলেন যে যে দুই বছর আগে যখন তিনি এখানে এসেছিলেন, তখন এই এলাকা জঙ্গলে ভর্তি ছিল। আজ সেখানে প্রকৃত উন্নয়ন করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ করার সময় সাময়িক ''যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল, কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তার জন্য জনপ্রতিনিধি হিসাবে মার্জনা চেয়ে নেন তিনি। কলেজের সভাপতি ডঃ মলয় পীট বলেন, ''আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। এশিয়া মহাদেশের ৪৮ টি দেশের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে - ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। যার স্বীকৃতি দিতে আজ এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের প্রতিনিধি এসে সম্মাননা তুলে দেন। এই সম্মান, স্বীকৃতি স্বাধীন ট্রাস্ট নয়, এই সম্মান স্বীকৃতি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর, গোটা দেশের। এই সম্মানে আমরা সবাই আনন্দিত, গর্বিত এবং উজ্জীবিত। এই স্বীকৃতি আমাদের সকলকে আরো এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেবে।তিনি আর বলেন, ''এই স্বীকৃতি আমাদের দেশ শুধু নয়, গোটা এশিয়া মহাদেশের মেডিকেল শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরী করলো। এই স্বীকৃতি সমগ্র মেডিকেল শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন স্থাপন করল। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এর পর এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি পাওয়া এই প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের উন্নত প্রশিক্ষণের দিক থেকে আরও বহু ধাপ এগিয়ে দেবে। আজকের এই কৃতিত্ব অর্জনে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। সেই উচ্ছাস তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ফুটে ওঠে। এদিন তারা ২১টি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও জীবন চর্চার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের এই সাফল্য রাজ্যের স্বাস্থ্যখাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং আগামী দিনে আরও বেশি শিক্ষার্থীকে এই কলেজের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

ভদ্রেশ্বর এর চাঁপদানিতে রাস্তা অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ আটক কয়েকজন এলাকায় মাইকিং পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ এপ্রিলঃ

চাঁপদানিতে উত্তেজনা, দীর্ঘক্ষন ধরে রাস্তা অবরোধ, অবরোধ উঠাতে পুলিশের লাঠিচার্জ এর অভিযোগ। একটি শোভাযাত্রা থেকে কটুক্তির অভিযোগ, সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় শুক্রবার পুলিশ ফাঁড়ি ও পদ্মাঘাটে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি সহ কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি সহ উচ্চ পদস্থ অফিসাররা উপস্থিত জানা গিয়েছে কিছু কটুক্তির প্রতিবাদে এলাকার লোকজন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের বোঝাতে থাকে তাতেও কাজ না হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, এলাকায় পুলিশ মাইকিং করছে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলা হচ্ছে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে।

মহাসমারোহে নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী চোদ্দ মাদল উৎসব

দুরন্ত বার্ত, নামখানা, ১১ এপ্রিলঃ নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের গায়েনের বাজার এলাকায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী চোদ্দ মাদল উৎসব। এই ১৯ তম বর্ষের উৎসবকে ঘিরে মেতে উঠেছেন আপামোর জনসাধারণ। শুধু স্থানীয় ভক্তবৃন্দ নয় দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে এই চোদ্দ মাদল অনুষ্ঠানে হরি নামে মেতে ওঠেন। নগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে গত বুধবার থেকে নামখানা সেবাশ্রম সংঘের পরিচালনায় শুরু হয় পাঁচ দিন ব্যাপী শিবরামপুর গায়েনের বাজার এলাকায় এই চোদ্দ মাদল উৎসব। চোদ্দ মাদল উৎসব কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, নামখানা ব্লক এর প্রথম গায়েনের বাজারে আজ থেকে ১৮ বছর পূর্বে এই চোদ্দ মাদল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ধারাকে অক্ষুন্য রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি কৃষ্ণ নামের মধ্যে মানুষ আশক্তি হয়ে সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, সৎভাবে জীবন যাপন করবে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। কলিযুগের উদ্ধারে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের কীর্তন গান রয়েছে। এই বছর আমাদের দুটো চমকপ্রদ থাকছে, শ্রীমতি রাধারানীর অষ্টসখী, যাদের নিয়ে তিনি রাসলীলা করেছিলেন, বৃন্দাবনে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে নিয়ে রাসলীলা হয়েছিল তার একটা দৃশ্য এখানে দেখানো হয়েছে। আর নদী বক্ষে বেনারসের আদলে দুই দিন থাকছে গঙ্গারতী। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি সবাই যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই মেলায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাষ সরকার সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ছুঁয়েছে ডিমের দাম

ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিলঃ যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ছুঁয়েছে ডিমের দাম। মার্চ মাসে দেশটিতে এক ডজন ডিমের দাম দাঁড়িয়েছে গড়ে ৬.২৩ ডলার। মার্চের শেষে পাইকারি দাম কিছুটা কমলেও খুচরা বাজারে এর তেমন প্রভাব পড়েনি। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকেই ডিমের দাম বাড়ছে। ফেব্রুয়ারিতে এক ডজন ডিমের দাম পৌঁছায় ৫.৯০ ডলারে। দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে এক ডজন ডিমের দাম ছিলো গড়ে দুই ডলার। গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের দাম ৩৫ শতাংশ কমে এসেছে। তিনি এর জন্য কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিন্সের প্রশংসা করে বলেন, দাম কমানোর ক্ষেত্রে তিনি 'ভালো কাজ' করেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম তথ্যমতে, এক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য ছয়টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের (মুরগির মাংস, কমলার রস, গরুর কিমা, বেকন ও পাউরুটি) তুলনায় ডিমের দাম এখনো ৭৫ শতাংশ বেশি। ডিমের দামে বড় ধরনের ওঠানামায় ডিম পাচারের ঘটনা বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশকে ডিম রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সরকার ইতিমধ্যে ডেনমার্ক, তুরস্ক ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলো থেকে ডিম আমদানির চেষ্টা করছে। আর ডিমের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির বিচার বিভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের ডিমের দাম বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব। ২০২২ সাল থেকে দেশটি এ সংকট মোকাবিলায় ধুঁকছে। চলতি বছরে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। খামারিরা তিন কোটির বেশি ডিম দেওয়া মুরগি নিধন করেছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, যদি কোনো খামারে একটি মুরগিও আক্রান্ত হয় তাহলে পুরো খামারের সব মুরগি মেরে ফেলতে হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, গত দুই সপ্তাহে নতুন করে বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। তবে এরপরও ডিম উৎপাদন ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় লাগছে। কৃষি অর্থনীতিবিদ জাডা থম্পসন বলেন, একটি মুরগি ডিম দিতে শুরু করতে সাধারণত ছয় মাস সময় লাগে। কিছু অঞ্চলে ডিমের দাম আরও বেশি বেড়ে গেছে। কোথাও প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে ৮ দশমিক ৯৬ ডলারে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এক সংবাদে জানায়, ক্যালিফোর্নিয়ায় কিছু দোকানে ডিমের দাম প্রতি ডজন ১২ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। বাড়তি দাম সামলাতে অনেক রেস্তোরাঁ, যেমন ডেনিস ওয়াফেল হাউস চেইন তাদের মেনুতে ডিমের তৈরি খাবারের পদে অতিরিক্ত দাম যুক্ত করেছে। ডিমের দাম বাড়ার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দুষছেন ট্রাম্প। মার্চের শুরুতে কংগ্রেসে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, জো বাইডেন ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়েছেন। ডিমের দাম এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। দাম কমানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন তাঁরা।

শিশু পাচারের অভিযোগে উত্তরপাড়ায় গ্রেপ্তার মহিলা চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১১ এপ্রিলঃ উত্তরপাড়া থানা সূত্রে খবর, মুম্বইয়ের একটি ঘটনায় উত্তরপাড়ার যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরেই মুম্বই পুলিশের একটি দলটি উত্তরপাড়ায় এসে থানায় রিকুইজিশন জমা দেয়। চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, মহিলার কাছ থেকে দুটি শিশু উদ্ধার হয়েছে। মুম্বইয়ের ঘটনা। এখানকার কোনও বিষয় নয়। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির উত্তরপাড়ায়। অবাক প্রতিবেশীরাও। পুলিশ জানিয়েছে, মূল ঘটনা মুম্বইয়ের। শিশু পাচারের অভিযোগে হুগলিতে গ্রেপ্তার মহিলা চিকিৎসক। ধৃতের নাম মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়। ধৃতের কাছ থেকে দুই শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের ওয়াডরা ট্রাক টার্মিনাল থানার চার জন পুলিশের একটি দল বুধবার উত্তরপাড়ায় আসে। তারপর উত্তরপাড়া থানার পুলিশের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্র এভিনিউ থেকে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি থেকে একটি পাঁচ বছর ও একটি দুই বছরের শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলা পেশায় দাঁতের চিকিৎসক। ওড়িশায় একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় মুম্বই পুলিশ। শুক্রবার ভোরে তাঁকে মুম্বাই নিয়ে যাওয়া হবে। একই মামলায় মুম্বাইতে আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও খবর। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ছোট থেকেই মহিলাকে চিনি। বাবা-মাকেও চিনতাম। ওঁর বাবা সঞ্জয় ব্যানার্জি রেলে চাকরি করতেন। শুনেছিলাম, ওড়িশায় ডাক্তারি পড়তেন, এখানে থাকতেন না। এই ঘটনা অত্যন্ত চিন্তার।' উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'মহিলা কিছুদিন ধরেই এখানে দুটি বাচ্চা নিয়ে থাকছিলেন। তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মিশতেন না। দুটি বাচ্চা নিয়ে মহিলা এখানে একাই থাকতেন। অপরাধ করলে তাঁকে পুলিশ ধরবেই। কিছু আছে বলেই অত দূর থেকে পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

Name Change

I, Banasri Barman W/o Subal Chandra Barman Residing at G4/20, A.P Nagar, P.o+P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin- 700150 West Bengal India shall henceforth be known as Banasri Mondal. I declare that Banasri Barman and Banasri Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Riyajul Mondal S/o Late Jabber Mondal Residing at Vill - Nimdaria, P.o - Taki, P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin- 743429 West Bengal India shall henceforth be known as Riyajul Islam Mondal. I declare that Riyajul Mondal and Riyajul Islam Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Itu Agarwal W/o Navin Agarwal Residing at The Hazelton, 6th Floor, Flat -6B, 19,Dr.U.N Brahmachari Sarani, P.s - Shakespeare Sarani, P.o - Circus Avenue, District - Kolkata, Pin- 700017 West Bengal India shall henceforth be known as Nitu Agarwal. I declare that Itu Agarwal and Nitu Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Md Safique S/o Mohammad Nabijan Residing at 29/1, G.J Khan Road, P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin- 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shafique. I declare that Md Safique and Md Shafique is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Azijul Rahaman Molla S/o Late Sultan Ali Molla Residing at Vill - Gabberia, P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin- 743503 West Bengal India shall henceforth be known as Azizul Rahaman Molla. I declare that Azijul Rahaman Molla and Azizul Rahman Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Ganesh Dutta S/o Late Ganga Narayan Dutta Residing at Madhabitala, P.o+P.s - Katwa, District - Purba Bardhaman, Pin- 713130 West Bengal India shall henceforth be known as Ganesh Chandra Dutta. I declare that Ganesh Dutta and Ganesh Chandra Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-04-2025.

Name Change

I, Niazul Islam S/o Late Khairul Bashar Nurul Islam Residing at 9B, Nasiruddin Road, P.o - Circus Avenue, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin- 700017 West Bengal India that my deceased father who previously known as Khairul Bashar shall henceforth be known as Khairul Bashar Nurul Islam.I declare that my deceased father Khairul Bashar and Khairul Bashar Nurul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 11-04-2025.

Name Change

I, ASIM KUMAR DUTTA (Old Name) S/O Late ATINDRA MOHAN DUTTA Residing at Vivekananda 1st Bye Lane, P.O.-Rabindra nagar, P.S.-Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ASHIM KUMAR DUTTA (New Name) as declared before the Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit dated 09-11-2011. ASIM KUMAR DUTTA (Old Name) and ASHIM KUMAR DUTTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ASIM KUMAR DUTTA (Old Name) S/O Late ATINDRA MOHAN DUTTA Residing at Vivekananda 1st Bye Lane, P.O.-Rabindra nagar, P.S.-Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ASHIM KUMAR DUTTA (New Name) as declared before the Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit dated 09-11-2011. ASIM KUMAR DUTTA (Old Name) and ASHIM KUMAR DUTTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Narendra Agarwal & Narendra Kr. Agarwal (old names) S/O Din Dayal Agarwal, residing at Space Town Housing Complex, Block-3, Flat No.2B, Raghunathpur Near VIP Haldiram, Kolkata- 700052, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Narendra Kumar Agarwal (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Narendra Kumar Agarwal (new name) and Narendra Agarwal & Narendra Kr. Agarwal (old names) all are same and identical person.

Name Change

I, BASANTA PARAMANIK (OLD NAME), SON OF BARUN PARAMANIK,RESIDING AT PRAMODGARH BAZAR MATH, PO - GOURANGANAGAR, RAJARHAT GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS - 700159, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASANTA SARKAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT BASANTA PARAMANIK AND BASANTA SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MASUDA (OLD NAME), WIFE OF BARUN PARAMANIK,RESIDING AT NEHRU PALLI,JHARKHALI, SOUTH 24 PARGANAS - 743312, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DULU PARAMANIK (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT MASUDA AND DULU PARAMANIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Khukumoni (old name) W/O Late Najimuddin Khan, residing at Nath Para Jagannath Nagar, P.O.- & P.S.- Maheshtala, Kolkata- 700140, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mamtaj Bibi (new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore, dated 04/04/2025. Mamtaj Bibi (new name) and Khukumoni (old name) both are same and identical person.

বিষ্ণুপুরের কিংবদন্তী মতিচুরের লাড্ডু পেল জিআই স্বীকৃতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের চারটি মূল পরিচিতি হল গান বাজনা, টেরাকোটার মন্দির, মল্ল রাজা এবং মতিচুর। এবার মতিচুরের লাড্ডুর জন্যও বিশেষ স্বীকৃতি পেল বিষ্ণুপুর। মল্ল রাজাদের এই মিষ্টি পেল জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ। হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন ইতিহাস। মল্ল রাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। মল্ল রাজদরবারে প্রায়ই গানের আসর বসত। তখনকার দিনে বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন শিল্পীরা নিজেদের হাতে তৈরি করতেন পিয়াল ফলের বীজ দিয়ে মতিচুর লাড্ডু। সেই আসরে আসত থালা ভর্তি লোভনীয় লাড্ডু। লাড্ডু খেয়ে মুগ্ধ হতেন সকলেই। তবে কালের কালান্তরে হারিয়ে যেতে বসে এই লাড্ডু। বিগত কয়েক বছরে আবারও বিষ্ণুপুরের মিষ্টি ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছেন মতিচুরের লাড্ডু। জিআই স্বীকৃতির জন্য দারস্ত হয়েছেন সরকারি বিভিন্ন দফতরে। অবশেষে তাদের এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিল ভারত সরকার। তৈরি করা হয়েছে লোগো। জিআই স্বীকৃতির খবর পাওয়ার পর খুশির হাওয়া বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী মহলে,সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে নতুন পালক যুক্ত হল। এই ইতিহাস আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। জিআই স্বীকৃতি পাওয়া এই মতিচুরের লাড্ডু দেশ-বিদেশে আরও বিক্রি বাড়বে, মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

ডিএম অফিস ঘেরাও বিজেপির, ক্ষোভ প্রকাশ দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, দলের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা শুক্রবার মালদায় ডিএম অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। মালদার মোথাবাড়িতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ এবং যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা চাকরি হারানোর প্রতিবাদে মালদায় ডিএম অফিস ঘেরাও করে বিজেপি। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, হাওড়া জেলাগুলিকে হিন্দু জনগোষ্ঠীমুক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশ থেকে মানুষ এখানে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে। মালদার মোথাবাড়িতে রাম নবমীর আগে লোকজনকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়কে শক্তি দেওয়ার জন্য একটি সমাবেশ করেছি, আমরা ডিএম অফিসে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ডিএম ইতিমধ্যেই চলে গেছেন। আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি এবং যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয়, তাহলে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের হার কম, উদ্বিগ্ন অসমের শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১১ এপ্রিল ঃ এবারের হাইস্কুল লিভিং সার্টিফিকেট (এইচএসএলচি বা মাধ্যমিক) পরীক্ষার ফলাফলে তফশিলি জাতি (এসসি) এবং চা বাগান জনগোষ্ঠীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের হার কম হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অসমের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। এদিন শুক্রবার ‘ রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ’ কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের সামগ্রিক পাশের হার ৬৩.৯৮ শতাংশ। এর মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থী ৫৮.৫৬ শতাংশ এবং চা বাগান জনগোষ্ঠীয় শিক্ষার্থীরা আরও কম ৫১.৮৯ শতাংশ পাশ করেছে। এই বৈষম্যের বিষয়টি লক্ষ্য করে শিক্ষামন্ত্রী ডা. পেগু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, ‘উদ্বেগজনক যে তফশিলি জাতি (৫৮.৫৬ শতাংশ) এবং চা বাগান জনগোষ্ঠীয় শিক্ষার্থীদের (৫১.৮৯ শতাংশ) পাশের হার রাজ্যের গড়ের চেয়ে কম... ২০২৫-২৬ সালে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার ব্যবধান পূরণ করতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাগত প্রবৃদ্ধিকে উসাহিত করতে এই দুটি সামাজিক ক্ষেত্রে মনোযোগী হস্তক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেবে।’

অভিনব উদ্যোগ, বাংলার বুকেও এবার চালু হল বিদেশের ধাঁচে স্ট্রিট লাইব্রেরি

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১১ এপ্রিল ঃ বহরমপুর শহরে এবার ছোট্ট একটা লাইব্রেরি। তাও আবার রাস্তার উপরেই।

পাশেই চায়ের দোকান, আর তার পাশেই ব্যারাক স্কোয়ার। বহরমপুরে ব্যারাক স্কোয়ারের পাশে চৌতারায় শুরু হল এই স্ট্রিট লাইব্রেরি। ডিজিটাল যুগে এখন মোবাইল এবং ইন্টারনেট মানুষের বেশিরভাগ সময় দখল করে নিচ্ছে। যুব সমাজের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ দিন দিন কমছে বলেও দাবি অনেকের। এখন শহর বা গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ লাইব্রেরিগুলিতে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, শিশু সাহিত্যের বইগুলোতে ধুলোর পাহাড় জমছে। তবে ব্যতিক্রম দেখা গেল বহরমপুরে। বহরমপুর শহরের কয়েকজন শিক্ষা অনুরাগীদের উদ্যোগে চালু হওয়া অভিনব এই এই লাইব্রেরিতে আপাতত ৩০ টি বই রয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, যেকোন লেখকের বই সারা দিনের যেকোন সময় সাধারণ পাঠক সেখানে বসে পড়তে পারেন। রয়েছে শিশু পাঠ্যের বেশ কিছু বইও। শত প্রতিকূলতা থাকলেও মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে নেওয়া হল ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। কিছু বইপ্রেমী মানুষের তরফ থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্র ব্যারাক স্কোয়ার মাঠের কাছে চালু হল একটি ‘ স্ট্রিট লাইব্রেরি’। অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শহরগুলিতে ‘স্ট্রিট লাইব্রেরি’ জনপ্রিয় হলেও আমাদের রাজ্যে এখনও তেমনভাবে নতুন ধরনের এই লাইব্রেরির ভাবনা জনপ্রিয় হয়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা বহরমপুরের চৌতারায় হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা চলে। এখানেই বসে গল্প করেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। এখানেই জিরিয়ে নেন গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ। সেই চৌতারায় এবার বই পড়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত বই প্রেমীরাও। এই লাইব্রেরির অন্যতম উদ্যোক্তা অর্ধেন্দু বিশ্বাস পেশায় শিক্ষক। রাস্তার মোড়ে, আড্ডার জায়গায় তৈরি করছেন এই স্ট্রিট লাইব্রেরি। বহরমপুরের চৌতারায় এক টুকরো এই লাইব্রেরিতে রয়েছে ৩০ টি বই। এই লাইব্রেরি ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকবে। যে কেউ এসে বই পড়তে পারেন। দিতে হবে না কোন চাঁদা বলেই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ইঁটভাটার ধূলোর মধ্যেও শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন শিক্ষক সৌমেশ মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের এক নিরলস ও মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকছে নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমেশ মন্ডল গত কয়েক বছর ধরে এক ব্যতিক্রমী কাজ করে চলেছেন-ভিন রাজ্য থেকে আসা ইঁটভাটার শ্রমিকদের শিশুদের জন্য ইঁটভাটার মধ্যেই চালু করেছেন একটি চলমান স্কুল। সৌমেশ মন্ডল বুঝেছিলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানেরা শিক্ষার মূল স্রোত থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। পরিবারের সঙ্গে তারা বারবার স্থানান্তরিত হয়, যার ফলে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। ঠিক সেই কারণেই তিনি উদ্যোগ নেন- যেখানে শিশুরা থাকে, সেখানেই পৌঁছে যাবে শিক্ষার আলো। রাজ ইটভাটা সহ বিভিন্ন ভাটায় তিনি নিজের চেষ্টায় এবং কিছু এনজিও-র সহযোগিতায় তৈরি করেছেন ছোট্ট শিক্ষাকেন্দ্র। শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, শিশুদের টিফিনের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। অনেক সময় এনজিওদের সহযোগিতা না পেলেও সৌমেশবাবু নিজের উদ্যোগেই এই মহান কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, ওদের চোখে যখন অক্ষর চিনতে শেখার আনন্দ দেখি, তখনই মনে হয় এই পরিশ্রম সার্থক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাঁর এই প্রচেষ্টায় পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁরই ছাত্রছাত্রীরা। কেউ বইপত্র এনে দেয়, কেউ টিফিনে সাহায্য করে, কেউ আবার ছোট ছোট শিক্ষণীয় গল্প বলে শিশুদের মন জয় করে ফেলে। এক শিক্ষক ও তার ছাত্রছাত্রীদের এই যৌথ প্রয়াস যেন মানবিকতার এক নিখাদ উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে সৌমেশ মন্ডলের ইচ্ছা, আশেপাশের আরও কয়েকটি ইঁটভাটাতেও এই শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রমাণ করে দেয়- উদ্যোগ, মানবিকতা আর নিষ্ঠা থাকলে সমাজ বদলানো সম্ভব।

বৃষ্টি স্বস্তি আনল তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানের, কুঁড়ি ফলনের অপেক্ষায় মালিক-শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ এপ্রিল ঃ বৃষ্টি না হওয়ায় দুশ্চিন্তা বাড়ছিল চা বাগানের মালিক-শ্রমিকদের। চা বাগানের দুটি পাতা একটি কুঁড়িও দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমে গাছগুলিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছিল। পর্যাপ্ত জলের অভাবে বেশিরভাগ চা গাছ লাল হতে শুরু করে। গতকাল বৃহস্পতি উত্তরবঙ্গের এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। আর সেই বৃষ্টিই স্বস্তি এনেছে বাগানের মালিক, শ্রমিকদের। জানা গেছে, তরাই ও ডুয়ার্সের প্রায় সব জায়গাতেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়েনি। তেমন ঝড়ও হয়নি। ফলে এই বৃষ্টিই আশীর্বাদ হিসেবে ঝড়েছে বলে মনে করছেন মালিক, শ্রমিকরা। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝের ডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার বলেন, দীর্ঘ ছয় মাসের অপেক্ষার পর এমন বৃষ্টি পেলাম আমরা। যেসব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে এই বৃষ্টি খুব কাজে লাগবে। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বৃষ্টির ফলে ভালো পাতা তৈরি হবে। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি চায়ের জন্য কেবল প্রয়োজন হয়। সেই ফসল এবার পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তিনি। এই বৃষ্টির ফলে চা পাতার উৎপাদন, গুণমান দুটোই ভাল হবে। মে মাসে ফলন ভালো হবে। এই কথা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতদিন চা উৎপাদনের পরিমান অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু এবার কত উৎপাদন হবে? সেই বিষয়টি আগামী দিনে বলা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে রোগ, পোকার আক্রমণ কমবে। যে সব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এই বৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু মালিকপক্ষই না, এই বৃষ্টির ফলে খুশি চা শ্রমিকরাও। চা শ্রমিক নেতা বলেন, অনেক দিন থেকে আমরা বৃষ্টির অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সেই বৃষ্টি পেলাম। এটা চা শিল্পের পক্ষে খুব আশার কথা। বাগানের শ্রমিকরা বৃষ্টির পরে অত্যন্ত আনন্দিত। সপ্তাহ দু'য়েক পরেই ভালো ফলনের আশা করছেন তাঁরা।

আঞ্জি খাদ সেতু - সমৃদ্ধ কাশ্মীরের জন্য সেতুর উচ্চতা

১১ এপ্রিল ঃ ভারতের প্রথম কেবল-স্থির রেল সেতু, আঞ্জি খাদ সেতু, যা চেনাব সেতুর দক্ষিণে আঞ্জি নদীর গভীর আলিঙ্গনকে বিস্তৃত করে উঁচুতে উড়ে যায়। এই স্মৃতিস্তম্ভ আছে, সংযোগ বৃদ্ধি করে এবং অঞ্চল জুড়ে ভ্রমণকে সহজ করে তোলে। তরুণ ভাঁজ করা পাহাড়ের মাঝখানে নির্মিত, আঞ্জি খাদ সেতু অপ্রত্যাশিত ভূতত্ব, ভূমিকম্পের কম্পন, ঝোড়ো বাতাস এবং সময়ের পরীক্ষাকে জয় করে। নদীর তলদেশ থেকে ৩৩১ মিটার উঁচু, এটি ৭২৫ মিটার গভীর খাদের উপর বিস্তৃত, ৯৬ টি উচ্চ-প্রসার্য তার দ্বারা স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এর একটি উল্টানো Y পাইলন রয়েছে যা ভিত্তির উপর থেকে ১৯৩ মিটার উচ্চতায় উঠে যায়। ৮,২১৫ মেট্রিক টনেরও বেশি স্ট্রাকচারাল স্টিল এর মূল অংশকে শক্তিশালী করে, নিশ্চিত করে যে এই সেতুটি কেবল অস্তিত্বই রাখে না - এটি সমৃদ্ধ হয়। দিগন্তে এর জমকালো উদ্বোধনের সাথে সাথে, আঞ্জি খাদ সেতু জীবনকে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত, দূরত্ব কমাতে এবং বন্ধন তৈরি করতে প্রস্তুত। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক যুগের সূচনা করবে, যেখানে বাণিজ্য সমৃদ্ধ হবে, পর্যটন প্রস্ফুটিত হবে এবং সম্প্রদায়গুলি এর অটল উপস্থিতির অধীনে একত্রিত হবে। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (USBRL) প্রকল্পের অংশ, এই সেতুটি কেবল ধাতু এবং পাথরের চেয়েও বেশি কিছু - এটি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। একটি সেতু যা অগ্রগতির প্রতীক, এটি সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে এবং স্থিতিস্থাপকতা এবং আশার প্রতীক। একটি নীরব প্রহরী, এটি ভূমির উপর নজর রাখে, তার অটল উপস্থিতি দিয়ে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। একবার কার্যকর হলে, আঞ্জি খাদ সেতুটি নির্বিঘ্ন ভ্রমণ, পরিবহন সময় হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি নতুন যুগের সূচনা করবে, পর্যটন ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের ভূমিকাকে শক্তিশালী করবে। অগ্রগতি এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক, এই সেতুটি আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সংযুক্ত করবে, সম্প্রদায়গুলিকে ক্ষমতায়িত করবে এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে।

সেতুটি কেবল একটি কাঠামো নয় - এটি একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত, প্রকৃতির ভয়াবহ চ্যালেঞ্জগুলিকে উপেক্ষা করে মানুষের দক্ষতার প্রমাণ। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লাইনের কাটরা-বানিহাল অংশকে সংযুক্ত করে, এই কেবল-স্থির বিস্ময় জম্মু শহর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, বিস্ময়কর হিমালয় ভূদৃশ্যে অবস্থিত। তুষারাবৃত শৃঙ্গের পটভূমিতে স্থাপন করা, সেতুটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে

পাখিবিতান অভয়ারন্যের জন্যে বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের হাতে জমি দিল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির গজলডোবায় প্রস্তাবিত পাখিবিতান অভয়ারন্যের জন্যে বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের হাতে প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে এক হাজার ২৪ দশমিক ৮৮১ হেক্টর জমি সম্প্রতি বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এখানে পাখি পর্যবেক্ষনে নতুন ওয়াচ টাওয়ার তৈরির পাশাপাশি নতুন ফরেস্ট রেঞ্জ ও বিট অফিস তৈরি করা হবে। পাখিবিতানের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট ইতিমধ্যেই রাজ্য বন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ির মালবাজার ও রাজগঞ্জ ব্লকের তিস্তা ব্যারেজের জলাশয় এবং জঙ্গল নিয়ে পাখিবিতার অভয়ারন্য তৈরির জন্যে রাজ্য সরকার ২০১৮ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

বালুরঘাটে ফাইলেরিয়া রুখতে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল ঃ ফাইলেরিয়া প্রতিরোধে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বালুরঘাটে। শুক্রবার জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত এই শিবিরে সাধারণ মানুষকে ফাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদিকা কেয়া বালা, অফিস বেয়ারা নিখিলেশ কর্মকার সহ অন্যান্যরা। এই শিবিরে বিনামূল্যে ফাইলেরিয়ার ওষুধ বিতরণ করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রম নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-কেজিপি-ইস্ট-৩১-২০২৫,** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র আওতাধীনে ৬০.৩৭৭ মিটার সেস মেরামতির কাজ সম্পাদন এবং ১০.৫৪১ টিকেএম থ্রু ফর্মেশন ট্রিটমেন্ট (টিএফটিআর)-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৩৬,৭৩,৬১৫.৪৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬,১৮,৪০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ইস্ট-৩২-২০২৫,** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র আওতাধীনে কোলাঘাট স্টেশনে মেচেদা প্রান্তে ডাউন ও মিড লাইনের মধ্যে ব্রিজ ৫৭-র ১৬-তে ১ ক্রশ ওভার প্রতিষ্ঠার কাজ এবং এস অ্যান্ড টি-র জন্য একটি আইপিএস এবং ব্যাটারি রুমের ব্যবস্থা করার কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫৭,৩২,৯৮০.৩৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৮,৭০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-১৭-২০২৫,** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/কেজিপির আওতাধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেতুগুলির শক্তি বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯১,০৪,২০৯.৬৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৫,৫০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-সাউথ-১৮-২০২৫,** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/কেজিপির আওতাধীনে খড়গপুর-ভদ্রক এবং রূপসা-বাংরিপোসি শাখার মধ্যে পিএফ উপরিতল, স্টেশনে প্রবেশের রাস্তা, চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা, জলের ভ্যাট, পিএফ শেল্টার, শৌচালয় মেরামতি এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর রঙ ইত্যাদির কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,০৩.১০.৩৫৮.১৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৫১,৬০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-ইস্ট- ৩৩-২০২৫,** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধীনে আন্দুল স্টেশনে পুরোনো আরআরআই বিল্ডিং-এ ক্রুদের বেড রুম, টয়লেট ইত্যাদি সহ অস্থায়ী থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৯,০১,৬২৮.৪১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৮,০০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৪-২০২৫,** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপির আওতাধীনে মেচেদাতে ২০ শয্যার নতুন রানিং রুম নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭৮,৭৪,৪৮৩.০৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৯,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর ক্ষেত্রে ২৪.০৪.২০২৫, ক্র. নং ৩ ও ৪-এর ক্ষেত্রে ৩০.০৪.২০২৫ এবং ক্র. নং ৫ ও ৬-এর ক্ষেত্রে ০১.০৫.২০২৫। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র নং ১ক্ষেত্রে ১৮ মাস, ক্র নং ২ ও ৫-এর ক্ষেত্রে ৯ মাস এবং ক্র. নং ৩, ৪ ও ৬-এর ক্ষেত্রে ১২ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য ১০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, ক্রম নং ৩ ও ৪-এর জন্য ১৬.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, ক্রম নং ৫ ও ৬-এর জন্য ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে ০১.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-37)**

টেন্ডার নোটিস নং (i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৪৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** ছয়টি এলসি গেট ঃ কেএ-৩, কেএ-৯, কেওয়াই-১১, পিএইচ-২, পিএইচ-৮ এবং পিএইচ-১০-এর ইন্টারলকিং-এর বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,৫৮,৪৫৯.৯০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৫,২০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৪.২০২৫। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং (i)-এর জন্য ৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-38)**

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **Hub Infra Park Private Limited** এর পক্ষে ডাইঃ- বিজয় কুমার কাবরা পিতা-রাজেন্দ্র কুমার কাবরা অফিস ঠিকানা- ১৩৫ ফরশোর রোড, পোঃ ও থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া এর বাসিন্দা। বিগত ইং ০৮।০২।২০২৩ তারিখে সাব-রেজিস্ট্রী হাওড়া অফিসে ১ নং বহির ৯১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্যামল কুমার ঘোষ পিতা - দ্বীইয়াপদ ঘোষ ঠিকানা-৭২৫ / ৭২৬ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, পোঃ- শিবপুর, থানা-চ্যাটার্জী হাট, জেলা- হাওড়া কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- হাওড়া, থানা-জে বি পুর অধীন হাল ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত গুমাডাঙ্গী মৌজায় হাল ৪০৮, ৭৯০, ৬৪, ১২৬ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ১২১০, ১০৪২, ১৩১২ নং দাগে ৪৬ শতক শালি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।
উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তারা B.L. & L.R.O J B Pur অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দশাইবে।

Kushal Patra
Advocate
Amta & Uluberia Court.

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **HR Infracon Limited** এর পক্ষে ডাইঃ- শচীদা নন্দ রাই পিতা -বাশিত নারায়ন রাই অফিস ঠিকানা- ১৩৫ ফরশোর রোড, পোঃ ও থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া এর বাসিন্দা। বিগত ইং ০৮।০২।২০২৩ তারিখে সাব রেজিস্ট্রী হাওড়া অফিসে ১ নং বহির ৯১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্যামল কুমার ঘোষ পিতা-দ্বীইয়াপদ ঘোষ ঠিকানা- ৭২৫ / ৭২৬ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, পোঃ-শিবপুর, থানা- চ্যাটার্জী হাট, জেলা- হাওড়া কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- হাওড়া, থানা- জে বি পুর অধীন হাল ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত গুমাডাঙ্গী মৌজায় হাল ১৫২০, ১২০৬, ১৫৯১ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ২৬, ১০২, ১২২ নং দাগে ৬৯.৬৪ শতক শালি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।
উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তারা B.L. & L.R.O J B Pur অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দশাইবে।

Kushal Patra
Advocate
Amta & Uluberia Court.

পাবলিক নোটিশ

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্ট মেসার্স প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, যার শাখা অফিসের ঠিকানা সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তলা, ৫ /১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬ (ঋণদাতা/ বন্ধকগ্রহীতা) **শ্রীমতি অনিমা মণ্ডল, শ্রী তুহিন মণ্ডল, শ্রীমতি রুস্মিতা মণ্ডল এবং শ্রী তন্ময় মণ্ডল** (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকগ্রহীতা) কে ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করেছে এই শর্তে যে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকগ্রহীতা এখানে লিখিত তফসিলে **(তফসিলি সম্পত্তি)** আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক রাখবেন।
বন্ধকদাতা নিশ্চিত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে তফসিলি সম্পত্তিটি সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল/ দান দলিল/ হস্তান্তর দলিলের ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদারের একক/ যৌথ মালিকানাধীন এবং দখলে রয়েছে এবং নিশ্চিত করেছেন যে তফসিলি সম্পত্তিটি সমস্ত দায়মুক্ত এবং পরিষ্কার এবং বিপণনযোগ্য মালিকানা এবং তফসিলি সম্পত্তি বন্ধক এবং লেনদেনের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। অতএব, যে কোনও ব্যক্তি (ব্যক্তিদের) উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনও অংশের উপর বিক্রয়, উপহার, ইজারা, উত্তরাধিকার, বিনিময়, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, ট্রাস্ট, লাভজনক স্বার্থ, দখল, ইজমেন্ট , ভাড়াটে, সাব-টেন্যান্সি, লাইসেন্স, বন্ধক, রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, আদেশ, ডিক্রি, অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট বা অন্য কোনও উপায়ে কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা দাবি রয়েছে, তাদের এই তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরিত ঠিকানায় সহায়ক নথি সহ লিখিতভাবে তা জানাতে হবে, অন্যথায় আমার ক্লায়েন্ট এই দাবির কোনও উল্লেখ ছাড়াই ঋণ বিতরণ করতে এগিয়ে যাবেন এবং যদি থাকে তবে তা মওকুফ বা পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে।

তফসিল
(সম্পত্তির বর্ণনা)

হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে দাগ নং ৯৯৩, ৯৯৪ এবং ৯৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৩৬ এবং ৭৯৮, মৌজা বালিটিকুরি, থানা জগাছা, জেলা হাওড়া, পৌর হোল্ডিং নং ৩৩, ধারা পাড়া দ্বিতীয় বাই লেন, হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৫০ এর অংশ হিসেবে প্রায় ১১টি কুঠি, ০২টি চিটক এবং ২০ বর্গফুট আযতনের সমস্ত জমি।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
‘টেম্পল চেম্বার’, রুম নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোনঃ ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯ / ৪৬০১/ ৪৮৫৪
ই-মেইলঃ supriyobasuilp@gmail.com, partho.adhikary@sbalaw.in

SHIRAKOLE Gram Panchayat
Under Magrahat-I Panchayat Samiti, 24 Pgs(s).
Tender Notice.
NIT NO.-SGP/ 184/2025 Dated 12.04.2025 SL No.01 to 10
NIT No. SGP/185/2025 Dated 12.1.2024 SL NO. 01 to 07
Sealed Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works.
Last date of Application and Tender Drop **23.04.2025.**
For further details contact office of the under signed, **from 12 noon to 5.00 P.M** except holidays.
With regards.

Sd/-
Pradhan
Sirakole Gram panchayet

E-Tender

E- Tender of Leach pit.
Tender Issue date 11.4.25
D.M. Ghat -I GP
Shyampur-II Block

e-Tender

The Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti
Invites Tender for 3 Nos.Schemes under **15th FC fund**
NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	No.of Published Tender	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/15th FC /001/2025-26	3	19/04/2025 up to 17:30 hrs.

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Pingla Panchayat Samiti

OFFICE OF THE
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/ agencies for **(1) NIeT No. 16/Tied 15th FC(2024-25) 1st Inst. (2nd Call) vide Memo No. 248/KHGP/25-26, Date: 11.04.2025 for 2(Two) work, (2) 17/Tied 15th FC (2024-25) 2nd Inst. vide Memo No. 249/KHGP/25-26, Date: 11.04.2025 for 1(One)No. works. (3) 18/Tied 15th FC (2024-25) 2nd Inst. vide Memo No. 250/KHGP/25-26, Date: 11.04.2025 for 8(Eight)Nos. works.** Bid submission (online) from **11/04/2025, 18.00 Hrs. up to 23/04/2025 14.00 Hrs.** Bid opening date (Online) **25/04/2025 at 11.00 Hrs.** For details. Please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **Vedansh Traders Private Limited** এর পক্ষে ডাইঃ - ইন্দর কুমার মল পিতা- শিত্তকৃষান মল অফিস ঠিকানা- ১৩৫ ফরশোর রোড, পোঃ ও থানা - শিবপুর, জেলা- হাওড়া এর বাসিন্দা। বিগত ইং ০৮ ।০২।২০২৩ তারিখে সাব রেজিস্ট্রী হাওড়া অফিসে ১ নং বহির ৯১২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্যামল কুমার ঘোষ পিতা- দ্বীইয়াপদ ঘোষ ঠিকানা- ৭২৫ / ৭২৬ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, পোঃ- শিবপুর, থানা- চ্যাটার্জী হাট, জেলা - হাওড়া কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- হাওড়া, থানা- জে বি পুর অধীন হাল ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত গুমাডাঙ্গী মৌজায় হাল ১৭৪৭, ১০২৬১, ৫৫০ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ২৩৪, ৩৪৩, ৮২৯, ৮৪০, ৭৮৪, ৮৪৬, ১১৭৪ নং দাগে ২৫৮ শতক শালি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।
উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তারা B.L. & L.R.O J B Pur অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দশাইবে।

Kushal Patra
Advocate
Amta & Uluberia Court.

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **Eastern Bag Manufacturers Pvt Ltd** পক্ষে ডাইঃ- অজয় রাম নাগর পিতা- লক্ষন রাম নাগর অফিস ঠিকানা- ২১৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ ও থানা- বড়বাজার, জেলা হাওড়া এর বাসিন্দা। বিগত ইং ০৪।০৮।২০২২ তারিখে সাব-রেজিষ্ট্রী হাওড়া অফিসে ১ নং বহির ৮৯২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্যামল কুমার ঘোষ পিতা- দ্বীইয়াপদ ঘোষ ঠিকানা-৭২৫ / ৭২৬ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, পোঃ- শিবপুর, থানা- চ্যাটার্জী হাট, জেলা- হাওড়া কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- হাওড়া, থানা- জে বি পুর অধীন হাল ৩১ নং জে. এল. ভুক্ত গুমাডাঙ্গী মৌজায় হাল ৪০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ১২১০ নং দাগে ১১ শতক শালি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।
উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তারা B.L. & L.R.O J B Pur অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দশাইবে।

Kushal Patra
Advocate
Amta & Uluberia Court.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work:
NIT No. : KMC/LTG/HQ/MSC/06/24-25
Name of the work : **Replacement of 2 (two) nos. old AC Machine with allied works in the office of West Bengal Municipal Service Commission at 149 A.J.C. Bose Road, Kolkata-700014 under KMC.** Estimated Amount : **Rs. 1,46,825.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.04.2025** at **5 p.m.** The bid form and other details are available on and from **12.04.2025** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical) Lighting Zone-IV, Borough-XII, KMC** invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/02/25-26
Name of work : **Installation of additional CCTV Monitoring System along with replacement of faculty camera in existing system for A.C J.U/Br-XII at Santoshpur Market Complex.** Estimated Amount : for **Part A : Rate to be quoted** and for **Part B : Rs. 49,459.70**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.04.2025** up to **3 p.m.** The bid form and other details are available on and from **11.04.2025, 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/268/36/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Restoration of lighting system at Canal West Road in WD-36 due to Fire Hazard on 08.02.2025**. Estimate Amount : **Rs. 2,83,673.65**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.04.2025** up to **6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025** at **6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/27/24-25
Name of work : **Installation of lighting arrangement at 20 Ramkrishna Ghosh Road in Ward No.-02 under Br-I, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 2,69,792.00**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.04.2025** at **1.15 p.m.**
2. NIT No. : LTG/1/MKT/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Restoration with replacement of damaged accessories of Air-Conditioning Machines installed at Assessment Collection Center at VIP Market Kankurgachi under Br-III, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 1,95,075.44**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **14 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.04.2025** at **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/NG1/25-26
Name of work : **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown / disaster preparedness of lighting system to avoid any type of Accident and Public Safety under Br-XVI**. Estimated Amount : **Rs. 4,87,913.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **180 Days**. Technical bid open date: **25.04.2025 (2 p.m.)**. Last date and time of submission of bid: **23.04.2025 (6 p.m.)**
2. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/35/1/24-25 (2nd call)
Name of work : **Supply electrical item LED fittings for street lighting system on existing pole at Sukanta Sarani and other different areas in Ward No.123**. Estimated Amount : **Rs. 2,89,871.00**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **7 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/36/1/24-25 (2nd call)
Name of work : **Supply electrical item LED fittings for street lighting system on existing pole at Nabalia Para Road and other different areas in Ward No.123**. Estimated Amount : **Rs. 2,92,672.00**. Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period of Completion: **7 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/37/1/24-25 (2nd call)
Name of work : **Supply electrical item LED fittings for street lighting system on existing pole at Bose Para by Lane and other different areas in Ward No.123**. Estimated Amount : **Rs. 2,77,842.00**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **7 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/38/1/24-25 (2nd call)
Name of work : **Repairing work for street lighting system at Sarat Chandra Road and other different areas in Ward No. 123**. Estimated Amount : **Rs. 2,96,463.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **12 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/39/1/24-25 (2nd call)
Name of work : **Miscellaneous repairing and replacement work for street lighting system at Motilal Gupta Road and other different areas in Ward No. 123**. Estimated Amount : **Rs. 2,82,360.00**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 to 6). Date tender opening for technical purpose: **26.04.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 to 6). The bid forms and other details are available on and from **11.04.2025 (4 p.m.)** (for sl. no. 1) and **11.04.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 2 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

CORRIGENDUM

NIT No. : (1) KMC/DG(C)/BR-VI/046/PITCOVER /2025-2026, (2) KMC/DG(C)/BR-VI/047/ PITCOVER/2025-2026, (3) KMC/DG(C)/BR-VI/051/PITCOVER/2025-2026, (4) KMC/DG(C)/ BR-VI/052/PITCOVER/2025-2026, (5) KMC/ DG(C)/BR-VI/053/PITCOVER/2025-2026, (6) KMC/DG(C)/BR-VI/054/PITCOVER/2025-2026, (7) KMC/DG(C)/BR-VI/055/PITCOVER/2025-2026, (8) KMC/DG(C)/BR-VI/060/PITCOVER/ 2025-2026, (9) KMC/DG(C)/BR-VI/061/PIT COVER/2025-2026, (10) KMC/DG(C)/BR-VI/ 062/PITCOVER/2025-2026, (11) KMC/DG(C)/ BR-VI/046/CHOKAGES/2025-2026, (12) KMC/ DG(C)/BR-VI/047/CHOKAGES/2025-2026, (13) KMC/DG(C)/BR-VI/051/CHOKAGES/2025-2026, (14) KMC/DG(C)/BR-VI/052/ CHOKAGES/2025-2026, (15) KMC/ DG(C)/BR-VI/053/CHOKAGES/2025-2026, (16) KMC/ DG(C)/BR-VI/054/CHOKAGES/2025-2026, (17) KMC/DG(C)/BR-VI/055/CHOKAGES/2025-2026, (18) KMC/DG(C)/BR-VI/060/CHOKAGES /2025-2026, (19) KMC/DG(C)/BR-VI/061/ CHOKAGES/2025-2026, (20) KMC/DG(C)/BR-VI/062/CHOKAGES/2025-2026, (21) KMC/ DG(C)/BR-VI/046/POTHOLES/2025-2026, (22) KMC/DG(C)/BR-VI/047/POTHOLES/2025-2026, (23) KMC/DG(C)/BR-VI/051/ POTHOLES/2025-2026, (24) KMC/DG(C)/BR-VI/052/POTHOLES/2025-2026, (25) KMC/ DG(C)/BR-VI/053/POTHOLES/2025-2026, (26) KMC/DG(C)/BR-VI/054/POTHOLES/2025-2026, (27) KMC/DG(C)/BR-VI/055/ POTHOLES/2025-2026, (28) KMC/DG(C)/BR-VI/060/POTHOLES/2025-2026, (29) KMC/ DG(C)/BR-VI/061/POTHOLES/2025-2026, (30) KMC/DG(C)/BR-VI/062/POTHOLES/2025-2026, Published in this Newspaper on **07.04.2025 (Key No. 28/25-26)** of **Engineering Civil Br-VI Department** (for sl. no. 1 to 30). Last date and time of submission of bid **21.04.2025** at **3 p.m.** instead of 20.04.2025 at 3 p.m. (for sl. no. 1 to 30). Tender will be open on **23.04.2025** at **3 p.m.** instead of 22.04.2025 at 3 p.m. (for sl. no 1 to 30).

54/25-26

‘ইউরোপে কেউ ক্রিকেট দেখে নাকি!’ দি ব্রুইনের মন্তব্যে বিতর্ক

ম্যানচেস্টার, ১১ এপ্রিলঃ সালটা ২০১৪। একটি সাক্ষাৎকারে টেনিস-সুন্দরী মারিয়া শারাপোভাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-‘সচিন তেন্ডুলকরকে চেনেন?’ মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি জবাব দেন-‘না চিনি না। নামও শুনিনি।’ ব্যাস! এটুকুই যথেষ্ট। স্রেফ একটি ‘না’-তেই সরগরম হয়ে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়া। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন দেশের ক্রিকেটভক্তদের বড় অংশ। সচিনের নাম-পরিচয় না জানাটা মস্ত বড় অপরাধ বলে সেদিন নিদান দেন তাঁরা। এগারো বছর পর প্রায় একই বিতর্কের পুনরাবৃত্তি। যার কেন্দ্রে এবার কোনও টেনিস তারকা নন, রয়েছেন এক ফুটবলার। কেভিন দি ব্রুইন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মিডফিল্ডার। বেলজিয়ামের জাতীয় দলের অধিনায়কও তিনি। সম্প্রতি ম্যান সিটির তরফে একটি কুইজ শো সম্প্রচারিত হয়। যেখানে হাজির ছিলেন দি ব্রুইন ও তাঁর সতীর্থ জেমস ম্যাকাটি। ‘এআই শোডাউন’ নামের ওই অনুষ্ঠানে দুজনের সামনে পরপর একগুচ্ছ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল- ‘ইউরোপের সেরা পাঁচটি জনপ্রিয় খেলার নাম বলুন!’ এই লিস্টিতে ক্রিকেট দু’নম্বরে রয়েছে জানার পর চমকে ওঠেন দি ব্রুইন। বলেন, ‘ক্রিকেট কী করে তালিকায় দুইয়ে থাকে? এটা মিথ্যে।’ তারপর জুড়ে দেন, ‘সত্যি বলতে আমি জানি না ইউরোপের কারা ক্রিকেট দেখে!’ এরপর প্রত্যাশিতভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের দাবানল জ্বলে ওঠে! ভারতের ক্রিকেটমোদীরা একহাত নেন দি ব্রুইনকে। ভেসে আসে তির্যক মন্তব্য, ছড়ানো হয় চটুল মিম। একজন বলেন, ‘একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড়ের থেকে এটা প্রত্যাশিত নয়। একজন ক্রীড়াবিদ কখনওই আরেকটি খেলাকে হেয় করতে পারেন না।’ প্রসঙ্গত, চলতি বিতর্কে যোগ দিয়েছে এক্স-এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত চ্যাটবট ‘গ্রক’ও। একজন ব্যবহারকারী তাঁকে ফুটবলারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে জিজ্ঞেস করেন- ‘দি ব্রুইনের স্যালারির সঙ্গে কোহলি ও আরসিবির আয় তুলনা করুন!’ এর উত্তরে গ্রক জানায়- ‘দি ব্রুইনের বাৎসরিক উপার্জন ২ হাজার কোটি টাকারও উপরে। যেখানে কোহলির আয় ২১ কোটি টাকা। আর গোটা আরসিবি দলের মোট বেতন মোটামুটি ৮৭ কোটি টাকা।’ অর্থকে অস্ত্র করে দি ব্রুইনকে বিঁধতে চেয়েছিলেন ওই ক্রিকেটভক্ত। পাল্টা তীর খেয়ে মুখ কুলুপ আঁটেন তিনি।

হরিয়ানা সরকারের কাছে চার কোটি টাকা চাইলেন বিনেশ

চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিলঃ জমি, সরকারি চাকরি না টাকা? হরিয়ানা সরকারের ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী যে কোনও একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল বিনেশ ফোগাটকে। অলিম্পিয়ান কুস্তিগির বেছে নিয়েছেন ৪ কোটি টাকা। নিজের পছন্দের কথা সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক। তিনটি অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিনেশ। গত প্যারিস অলিম্পিক্সে মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেও বাতিল হয়ে যান। ফাইনালের দিন সকালে শরীরের ওজন নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশি থাকায় বাতিল করে দেওয়া হয় তাঁকে। দেশের অন্যতম সেরা মহিলা কুস্তিগিরকে কিছু দিন আগে রাজ্যের ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী প্রস্তাব দেয় হরিয়ানা সরকার। রাজ্য সরকারের ‘গ্রুপ এ’ পদে চাকরি, চার কোটি টাকা অথবা হরিয়ানা শেহরি বিকাশ প্রাধিকরণ প্রকল্পে জমির মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়। বিনেশ জমি এবং চাকরি নেননি। তিনি চার কোটি টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত মঙ্গলবার নিজের পছন্দ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন হরিয়ানা সরকারের ক্রীড়া দফতরকে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিংহ সাইনি জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার বিনেশকে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী ক্রীড়াবিদের সমতুল মর্যাদা দেবে। রাজ্যের ক্রীড়ানীতি মেনে মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেইমতোই বিনেশকে পছন্দমতো যে কোনও একটি বেছে নিতে বলা হয়। উল্লেখ্য, হরিয়ানার গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন বিনেশ। জীন্দ জেলার জুলানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি।

বাগানের শেষ মুহূর্তের জাদু, টানা তিনবার আইএসএল ফাইনালে সবুজ-মেরুন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাদের তৃতীয় টানা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ কাপ ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। সেমিফাইনালে জামশেদপুর এফসি-কে মোট ৩-২ গোলে পরাজিত করে। দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে মেরিনার্সদের আক্রমণাত্মক খেলার ধরন ছিল তাদের চিরাচরিত শৈলীতে। শেষ মুহূর্তে অপুইয়ার অসাধারণ গোল এই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে, কলকাতার জায়ান্টদের পক্ষে জয় নিশ্চিত করে। এই গল্পটি মোহনবাগানের জন্য একটি চেনা চিত্রনাট্য। প্রতিপক্ষ যখন মনে করে তারা মোহনবাগানকে ঠেকিয়ে ফেলেছে। তখনই শেষ মুহূর্তে তারা এমনভাবে আঘাত হানে যে প্রতিপক্ষের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। গত বছরের সেমিফাইনালেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ২-১ গোলে পিছিয়ে থাকা মোহনবাগান দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে ২-০ গোলে জিতেছিল। সাহাল আব্দুল সামাদের শেষ মিনিটের গোল তাদের জয় নিশ্চিত করেছিল। এবার অপুইয়ার শেষ মুহূর্তের গোল জামশেদপুর এফসি-কে হতাশ করেছে। দু’বারই মেরিনার্সরা উল্লাসে মেতে উঠেছে। কলকাতার এই জায়ান্টদের শেষ মুহূর্তে গোল করার অসাধারণ ক্ষমতা তাদের প্রতিপক্ষের জন্য দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে। সময় ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলেছে।

আইএসএল-এ মোহনবাগান ২০২০-২১ মরশুমে যোগ দেওয়ার পর থেকে ১১টি শেষ মুহূর্তের জয়সূচক গোল করেছে। সেমিফাইনালের দুটি গোল, যা ম্যাচের রাতে জয় এনে দেয়নি কিন্তু টাই নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেগুলো সহ মোট ১৩টি শেষ মুহূর্তের গোল তাদের নামে। এই পরিসংখ্যানে তারা লিগের অন্য যেকোনো দলের থেকে এগিয়ে। জামশেদপুর এফসি ৯টি শেষ মুহূর্তের গোল নিয়ে দ্বিতীয়, আর বেঙ্গালুরু এফসি ৭টি গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই শেষ মুহূর্তে গোল করার ক্ষমতা জোসে মোলিনার দলের জন্য একটি বড় সম্পদ। মোহনবাগান খুব কম গোল হজম করে, ফলে তারা প্রায় সবসময়ই ম্যাচে টিকে থাকে। শেষ মিনিটে গোল করার এই ক্ষমতা তাদের মধ্যে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাস জোগায় এবং প্রতিপক্ষের মনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। গতবার মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি-র ফাইনালে দিমিত্রি পেত্রাতোসের ৮৫তম মিনিটের সমতা ফেরানো গোল ম্যাচটিকে অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যায়। যেখানে মেরিনার্সরা পেনাল্টি শুটআউটে জয়ী হয়। বড় ম্যাচে মোহনবাগান বারবার প্রমাণ করেছে যে শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত খেলা শেষ হয় না। এই রেকর্ড তাদের শনিবার বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ফাইনালে দারুণ আত্মবিশ্বাস জোগাবে। এই মরশুমে মোলিনার দল এই ক্ষমতার আরও বেশি প্রমাণ দিয়েছে। তারা শেষ মুহূর্তের গোলের মাধ্যমে ৮টি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এই ৮ পয়েন্ট না পেলে মোহনবাগান এখনও লিগ শিল্ড জিতত। তবে তা হতো এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে হেড-টু-হেড রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে, কারণ এই গোলগুলো ছাড়া ৮ পয়েন্টের ব্যবধান থাকত না। এমনকি গত মরশুমেও মোহনবাগান লিগ পর্বে দুটি শেষ মুহূর্তের জয়সূচক গোল করেছিল, যা তাদের লিগ শিল্ড জিততে সাহায্য করেছিল। সল্টলেক স্টেডিয়ামে আরেকটি বড় ম্যাচের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। ঘরের মাঠে মোহনবাগানের সুবিধা থাকলেও, জেদি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারসাম্যে থাকতে পারে। আর তখনই আমরা আতশবাজির প্রত্যাশা করছি। সাম্প্রতিক এবং অপেক্ষাকৃত পুরনো ইতিহাস বলছে, এমন পরিস্থিতিতে মেরিনার্সরাই ফলাফল নিজেদের পক্ষে আনে। সবুজ-মেরুন সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন!

২০২৬ আই লিগে ডায়মন্ড হারবার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২২ সালে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর তিন বছরের মধ্যেই সেই ক্লাব যোগ্যতা অর্জন করে নিল আই লিগের। শুক্রবার আই লিগ ২-এর ম্যাচে কেরলে এসএটি তিরুরকে ২-১ গোলে হারিয়ে পরের বছর আই লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিল ডায়মন্ড হারবার। শুক্রবারের ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের হয়ে গোল করেন পিন্টু মাহাতো এবং সুপ্রতিম হাজরা। এই জয়ের পর ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট হল তাদের। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী আই লিগ ২-এর পয়েন্ট তালিকার প্রথম দু’টি দল আই লিগের যোগ্যতা অর্জন করবে। দু’টি ম্যাচ বাকি থাকলেও প্রথম দু’য়ে ডায়মন্ড হারবারের শেষ করা নিশ্চিত। তাই দু’ম্যাচ বাকি থাকতেই আই লিগের যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। আই লিগে যাচ্ছে চানমারি এফসিও। গত বছর আই লিগ ৩ জিতে আই লিগ ২-এর যোগ্যতা অর্জন করেছিল ডায়মন্ড হারবার। একটি মরসুমেই তারা আই লিগের যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। শুক্রবার জয়ের পর সমাজমাধ্যমে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক লিখেছেন, ‘শুধু আমার কাছে নয়, ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য এবং সমর্থকের কাছে এই মুহূর্তটা গর্বের এবং আনন্দের।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমাদের খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা, আমাদের দল এবং কোচেদের দায়বদ্ধতা, আমাদের স্পনসর থেকে বিশ্বাস এবং সমর্থন এবং সবার উপরে,

উচ্ছ্বসিত অভিষেক

আমাদের সমর্থকদের ভালবাসা এবং আবেগের কারণেই ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব আই লিগের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে।’ ক্লাবের এই কৃতিত্বকে ‘অসাধারণ’ বলে বর্ণনা করেছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা নীচ থেকে উপরে উঠে এসেছি- কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশন, তার পর আই লিগ ৩-এ চ্যাম্পিয়ন, আই লিগ ২ এবং এখন আই লিগ। মাত্র তিন বছরে এই কাজ করে দেখানো অসাধারণের থেকে কম নয়। জেদ, দূরদৃষ্টি এবং বিশ্বাসের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে দেশের লক্ষ লক্ষ ফুটবলার এবং সমর্থকদের এই কাহিনি অনুপ্রাণিত করবে।’ শেষে অভিষেক লিখেছেন,

‘আই লিগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আইএসএল থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। কী অসাধারণ একটা যাত্রা। তবে সেরাটা এখনও বাকি।’

ওনানার ভুলে ভরা রাতে জয়বঞ্চিত ম্যান ইউ

লিওঁ, ১১ এপ্রিলঃ আন্দ্রে ওনানার জন্য রাতটা এর চেয়ে বাজে হতে পারত না। এককথায় ভুলে ভরা এক রাত। লিওঁর বিপক্ষে তাঁর জোড়া ভুলের কারণেই ইউরোপা লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগ জিততে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ২-২ গোলে ম্যাচটি ড্র হয়। শুধু ওনানার ভুলের কারণেই নয়, শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তার কারণেও ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ড্র হতে যাওয়া ম্যাচে ৮৮ মিনিটে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ইউনাইটেড। এরপর ওনানার দ্বিতীয় ভুলে যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে জয়বঞ্চিত হয় ইউনাইটেড। লিওঁর মাঠে ওনানা প্রথম ভুলটি করেন ম্যাচের ২৫ মিনিটে। থিয়াগো আলমাদার ফ্রি-কিক ঠেকাতে না পারার কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু হাতের কাছে থাকা বলটি আশ্চর্যজনকভাবে মিস করেন ওনানা। বল জড়ায় জালে আর ইউনাইটেড পিছিয়ে পড়ে ১-০ গোলে। গোলরক্ষকের ভুলে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফিরে এসেছিল ইউনাইটেড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লেনি ইউরো এবং নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে গোল করেন জশুয়া জিরকজি। কিন্তু ২-১ গোলের লিড নিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। ওনানার দ্বিতীয় ভুল শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেয়নি ইউনাইটেডকে। বক্সের ভেতর গিওর্গে মিকাউতাদজের নেওয়া প্রথম শটটি নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হন ওনানা। আর ইউনাইটেড গোলরক্ষকের হাত ফসকে যাওয়া বলটি ফিরতি শটে জালে জড়ান রায়ান চেরকি। আর গোলেই শেষ পর্যন্ত ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ

ছাড়তে হয়েছে ইউনাইটেডকে। ওনানার ভুল নিয়ে ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘‘এই মুহূর্তে আমি এমন কিছু আন্দ্রেকে (ওনানা) বলতে পারব না যা তার উপকার করবে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বাভাবিক থাকা। আর সময় হলে আমি ম্যাচের জন্য সেরা একাদশই বাছাই করব। তবে আন্দ্রের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।’’ কোচকে পাশে পেলেও সমালোচক ও সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েছেন ওনানা। বিবিসি রেডিও ফাইভের লাইভে প্রাক্তন ইংলিশ মিডফিল্ডার অ্যারন লেনন বলেছেন, ‘‘ওনানার সতীর্থরা ফুঁসবে। এই দুটো বড় ভুল। আমার মত হচ্ছে, দুটি গোলই তার বাঁচানো উচিত ছিল। আজ তার ভুলেই ইউনাইটেড হেরেছে।’’ ফিরতি লেগ ১৭ এপ্রিল ইউনাইটেডের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব

লুকু (প্যারাগুয়ে), ১১ এপ্রিলঃ ৬৪ দল নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজন করা নিয়ে আলোচনা চলছে কিছুদিন ধরে। গত ৬ মার্চ ফিফা কাউন্সিলের অনলাইন সভায় এ প্রস্তাব সামনে আনেন উরুগুয়ের এক প্রতিনিধি। এর পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় নানামুখী আলাপ। ফিফা বিষয়টি বিবেচনা

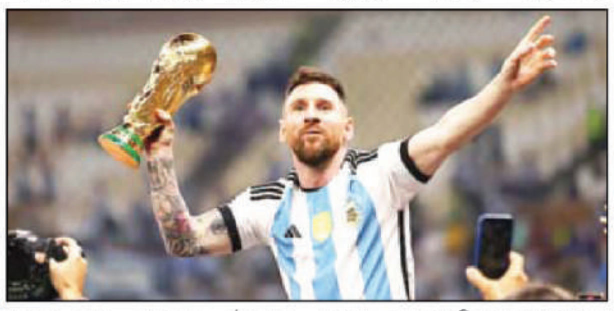

করার কথা বললেও, উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্ডার সেফেরিন অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। সেফেরিন স্পষ্টভাবে বলেন, ‘‘আমি মনে করি, এটা বাজে পরিকল্পনা। এ প্রস্তাব আপনাদের চেয়ে আমার কাছে বেশি বিস্ময়কর।’’ তবে উয়েফা সভাপতির এই আপত্তি অগ্রাহ্য করে এবার ৬৪ দেশ নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন বা কনমেবল। সংস্থাটির পক্ষে এ প্রস্তাব সামনে এনেছেন কনমেবল সভাপতি আলেহান্দ্রো দমিনগেজ। কনমেবলের এই আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিশ্চিতভাবেই বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দেবে। কনমেবলের ৮০তম সাধারণ কংগ্রেসে নিজের উদ্বোধনী ভাষণে দমিনগেজ বলেন, ‘‘আমরা নিশ্চিত যে শতবর্ষ উদযাপনটি দারুণ কিছু হতে যাচ্ছে। কারণ, ১০০ বছর শুধু একবারই উদযাপন করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর এই কারণেই আমরা প্রথমবারের মতো তিনটি মহাদেশে ৬৪ দল নিয়ে শতবার্ষিকী আয়োজনের প্রস্তাব দিচ্ছি।’’ অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বাড়ুক বা না বাড়ুক, এরই মধ্যে ২০৩০ বিশ্বকাপ এখনই অনন্য মাত্রা অর্জন করেছে। কারণ, বিশ্বকাপটি আয়োজন করবে তিন মহাদেশের ছয় দেশ। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ উরুগুয়ে একটি ম্যাচ আয়োজন করবে। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে আয়োজক দেশ হিসেবে একটি করে ম্যাচ আয়োজন করবে প্যারাগুয়ে ও আর্জেন্টিনাও। আর বাকি ম্যাচগুলো হবে স্পেন, পর্তুগাল ও মরোক্কোয়। এখন শেষ পর্যন্ত কনমেবলের প্রস্তাব মেনে যদি ৬৪ দেশের বিশ্বকাপ আয়োজন করা হয়, তাহলে এই মহাদেশ থেকে ১০টি দেশ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে। কনমেবল থেকে শুধু ভেনেজুয়েলাই এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায়নি। আর দল দ্বিগুণ হওয়ার কারণে বিশ্বকাপের ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১২৮-এ। দমিনগেজ যোগ করেন, ‘‘এটি সব কটি দেশকে বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা যাপনের সুযোগ করে দেবে। ফলে পৃথিবীর কেউই উদযাপনের বাইরে থাকবে না।’’

ইডেনের ‘ভূত’ এ বার বেঙ্গালুরুতে! ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আরসিবির কোচ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পিচ বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না আইপিএলকে! ইডেনের পিচ নিয়ে চলেছেব বিস্তর জলঘোলা। নাইটদের দাবি মেনে কখনও স্পিন সহায়ক পিচ, পরের ম্যাচেই আবার ব্যাটিং উপযোগী বাইশ গজ। এ নিয়ে বিতর্ক শেষ হচ্ছে না। ইডেনের ভূত এ বার তাড়া করল চিন্নাস্বামীকেও। ঘরের মাঠে খেললেও কেন পছন্দসই পিচ পাচ্ছে না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো? আরও তীব্র আকার নিচ্ছে এই প্রশ্ন। যে কোনও টিমই ঘরের মাঠে যখন খেলে, সাধারণত তাদের পছন্দ মতোই তৈরি হয় পিচ। এ বার সেই অলিখিত নিয়ম বারবার ভাঙা হচ্ছে। কেকেআরের পর আরসিবি তুলে দিল নতুন বিতর্ক। তাতে কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছে বোর্ডের। বৃহস্পতিবার চিন্নাস্বামীতে মুখোমুখি হয়েছিল আরসিবি ও দিল্লি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৬৪ রানের লক্ষ্য দেয় বেঙ্গালুরু। প্রথম ১১ ওভারে ৬৭-৪ ছিল দিল্লি। সেখান থেকে দিল্লিকে জেতান রাহুল ও স্টাবস। বিরাটদের এই হারের পিছনে পিচ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে, ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিককে প্রশ্ন করাতেই ক্ষোভ উগড়ে দেন। বলেছেন, ‘‘আমরা যে দুটি ম্যাচ এই মাঠে খেলেছি, দুটিতেই পিচ চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম খেলায়, দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির পড়েছিল, তাই ব্যাট করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাচে খুব বেশি শিশির পড়েনি, কিন্তু পিচ শক্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত বৃষ্টি এসে পরিস্থিতি বদলে দিল। পার্থক্যটা দেখাই যাচ্ছে। যে সমস্ত শট দিল্লির ব্যাটাররা খেলেছে তা এই পিচে কার্যত অসম্ভব ছিল।’’ চিন্নাস্বামীর পিচ শুরুতে একটু মন্থর ছিল। বল থমকে আসছিল ব্যাটে। কার্তিকের কথায়, ‘‘আমার ইনিংসটা যদি দেখেন, একটা ভালো স্কোর খাড়া করতে পেরেছিলাম। ওরা সেখানে অল্প রানেই ৪ উইকেট খুইয়েছে। রাহুল ও স্টাবসের মধ্যে একজনকে আউট করতে পারলেই ম্যাচে জিততে পারতাম।’’ আরসিবি এখনও পর্যন্ত তাদের তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতেছে। কিন্তু ঘরের মাঠে দুটি ম্যাচ খেললেও জয়ের খাতা খুলতে পারেনি। দীনেশ কার্তিক পিচ কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের উপর ভরসা রেখেছেন। তিনি বলেছেন, কিউরেটরের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন। তাঁর ধারণা পরের ম্যাচের পিচ টিম ম্যানেজমেন্টের পছন্দসই হবে।

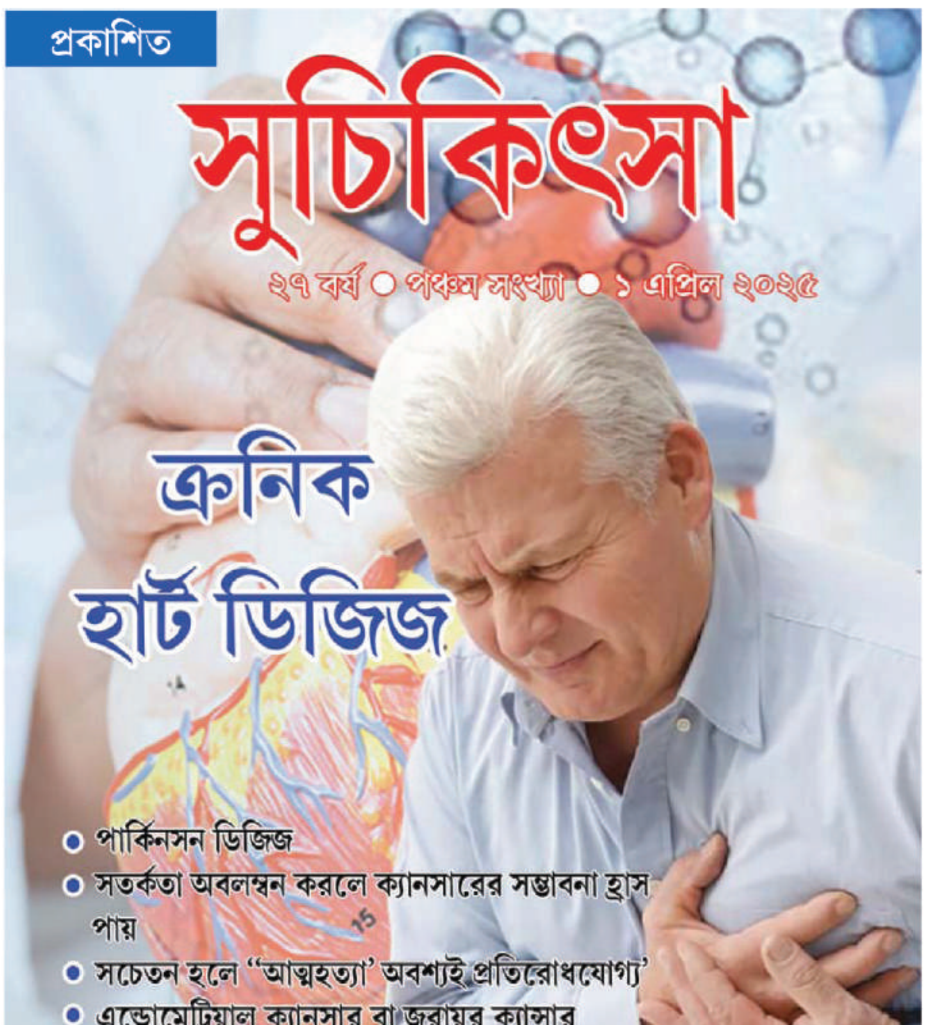

২০২৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে সালাহ

লিভারপুল, ১১ এপ্রিলঃ লিভারপুলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ৬ মিনিটের ব্যবধানে তিনটি পোস্ট করা হয় আজ। প্রথম পোস্টে মাঠে লালগালিচার ওপর একটি চেয়ার। চেয়ারটি দেখে বোঝা যায়, সেটি গণ্যমান্য কারও বসার আসন। দুই মিনিট পরই আরেকটি পোস্ট-লিভারপুলের জার্সি গায়ে সেই চেয়ারে বসে হাসছেন মোহাম্মদ সালাহ। ক্যাপশনে লেখা, ‘তিনি থাকছেন।’ লিভারপুল-সমর্থকদের এতটুকুতেই বুঝে ফেলার কথা। মিসরীয় ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ইংলিশ ক্লাবটির চুক্তি শেষ পর্যন্ত হবে কি হবে না, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল বহুদিন। আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুলের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন সালাহ, যেটা দুই মিনিট পরেই ফেসবুকে বিবৃতিসহ আরও একটি পোস্টে নিশ্চিত করে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। নতুন চুক্তিতে ২০২৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে থাকছেন সালাহ। অর্থাৎ নতুন চুক্তিতে তাঁর মেয়াদ দুই বছর। চুক্তি সইয়ের পর লিভারপুলের ওয়েবসাইটকে সালাহ বলেছেন, ‘‘সই করেছি, কারণ আমি মনে করি, আমাদের অন্যান্য ট্রফি জয়ের সুযোগ আছে এবং নিজের খেলাটা উপভোগ করতে পারব। এটা দারুণ ব্যাপার। কারণ, সেরা বছরগুলো এখানে কাটিয়েছি। আট বছর খেলেছি, আশা করি, এটা ১০ বছর হবে। নিজের জীবন এবং ফুটবলটা এখানে উপভোগ করছি। ক্যারিয়ারের সেরা বছরগুলো এখানে কাটিয়েছি।’’ সমর্থকদের প্রতি ৩২ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, ‘‘(সমর্থকদের প্রতি) বলতে চাই, এখানে থাকতে পেরে আমি খুব খুশি। সই করেছি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি একসঙ্গে অনেক বড় বড় ট্রফি জিততে পারব...ভবিষ্যতে আমরা আরও ট্রফি জিততে যাচ্ছি।’’ এএস রোমা থেকে ২০১৭ সালে ৩ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে (প্রায় ৫৭৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা) লিভারপুলে যোগ দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ,

এফএ কাপ, লিগ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, সুপার কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন সালাহ। শুধু কী তা-ই, লিভারপুলের ইতিহাসে সালাহ তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও (৩৯৩ ম্যাচে ২৪৩ গোল ও গোল বানিয়েছেন ১০৯টি)। তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের হয়ে সালাহর বেশি গোল নেই আর কারও (২৮৩ ম্যাচে ১৮২ গোল)। আগামী জুনে সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। চলতি মরসুমে সালাহ একাধিকবার বলেছেন, তিনি চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। সে কারণে সমর্থকদের মধ্যে সালাহর লিভারপুল ছেড়ে যাওয়ার শঙ্কা জেগেছিল। কারণ, সৌদি আরবের ঘরোয়া ফুটবল তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গত বুধবার জানা যায়, লিভারপুল ও সালাহর মধ্যে ইতিবাচক আলাপ হয়েছে এবং নতুন চুক্তি সন্নিকটে। সেটাই ঘটল আজ। এত দিন সালাহর এজেন্ট রামি আব্বাসের সঙ্গে নতুন চুক্তির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন লিভারপুলের ক্রীড়া পরিচালক রিচার্ড হিউজ। সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, লিভারপুলে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া সালাহ অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে থাকতে বেতন কমাতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ইএসপিএনকে সূত্র জানায়, নতুন চুক্তিতে বেতন কমানোর কথা ভাবেনি কোনো পক্ষই। জুনে তেত্রিশে পা রাখতে যাওয়া সালাহ এবার প্রিমিয়ার লিগে ৩১ ম্যাচে করেছেন ২৭ গোল। এখন পর্যন্ত তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। পাশাপাশি ১৭টি গোলও বানিয়েছেন। সব মিলিয়ে চলতি মরসুমে ৪৫ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ৩২। চলতি মরসুম শেষে লিভারপুলের যে তিন খেলোয়াড়ের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে, সালাহ তাঁদের মধ্যে সবার আগে নতুন চুক্তি করলেন। বাকি রইলেন ভার্জিল ফন ডাইক ও ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। ডাচ ডিফেন্ডার ডাইক জানিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন চুক্তির বিষয়ে তিনি আশাবাদী। কিন্তু ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন বলে জোর গুঞ্জন আছে দলবদলের বাজারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com